গবেষণাপত্র সংকলন-৯

চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ: ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মহিলাদের জামা'আতে নামায ও ইমামতি সম্পর্কে ইসলামের বিধান

যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

গবেষণাপত্র সংকলন-৯

চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মহিলাদের জামা'আতে নামায ও ইমামতি সম্পর্কে ইসলামের বিধান

যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহ্‌মদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

প্রথম প্রকাশ : যুল'কাদা ১৪৩০
কার্তিক ১৪১৬
নভেম্বর ২০০৯

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রচ্ছদ : গোলাম মওলা

মুদ্রণ : আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : ১০০.০০ টাকা মাত্র

Gobesonapatra Sankalan-9 Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition November 2009 Price Taka 100.00 only.

প্রকাশকের কথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক একজন তরুন গবেষক। তাঁর প্রণীত গবেষণাপত্র **"চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ"** ৫ই মার্চ, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত স্টাডি সেশনে উপস্থাপিত হয়। গবেষণাপত্রটির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মূল্যবান পরামর্শ রেখে বক্তব্য পেশ করেন ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, অধ্যাপক এ.এন.এম. রফীকুর রহমান, অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম, ড. মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন, ড. মুহাম্মাদ নিজামুদ্দীন, ড. আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন, ড. আহমদ আলী, ড. আ.জ.ম. কুত্‌বুল ইসলাম নু'মানী, মাওলানা নাজমুল ইসলাম, মুহাদ্দিস ইমদাদুল্লাহ, ড. আবুল খায়ের মুহাম্মাদ শামসুল হক, জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া ও জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম।

সম্মানিত আলোচকদের মূল্যবান পরামর্শের ভিত্তিতে গবেষণাপত্রটিকে বর্তমান রূপ দেওয়া হয়।

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

সূচীপত্র

চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ভূমিকা

সম্প্রতি বিমানবন্দর গোলচত্বরে বাউল ভাস্কর্য স্থাপন ও অপসারণকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। 'আলিম সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণ হজ ক্যাম্প হতে বিমানবন্দরে যাওয়ার মুখে মূর্তি স্থাপনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। 'ইসলামে প্রাণীর ছবি অঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ নিষিদ্ধ' এটি একটি সর্ববাদীসম্মত মত হওয়া সত্ত্বেও এ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু করা হয়। ঠিক যেমনটি হয়েছিল নারী-নেতৃত্বে নামায আদায় নিয়ে। 'নামাযের জামা'আতে ইমামতি করবেন একজন পুরুষ ইমাম' এটি একটি সর্ববাদীসম্মত ও অবিতর্কিত মত হওয়ার পরও এ বিষয়ে নতুন করে তর্ক শুরু করা হয়। আমরা দেখছি এটি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ইসলামের সকল বিধি-বিধানের ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি করে মানুষের মাঝে সংশয় সৃষ্টি করা হয় এবং এর মূল বীজটি রোপিত হয় পাশ্চাত্যে; তারপর পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্বে মুগ্ধ আর মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যাপারে অজ্ঞ কিংবা অজ্ঞতার ভাণকারী একদল মুসলিম সন্তানের মাধ্যমে তা প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে আমদানী করা হয়। এই প্রকল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য হল নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের অকাট্যতার বিষয়ে মুসলিম মানসকে সংশয়গ্রস্ত করে মুসলিম সমাজকে খৃস্ট সমাজের ন্যায় সংশয়বাদী ও শিথিল ধর্মীয় জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণের বৈধতা প্রমাণের জন্য বিমানবন্দরে বাউল ভাস্কর্য অপসারণ ঘটনা নিয়ে অপতর্ক শুরু করেন কতিপয় নামধারী 'আলিম আর বুদ্ধিজীবী। প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত একটি কেদারা শো'র কার্যবিবরণী আমার হাতে রয়েছেঃ যেখানে কতিপয় ভণ্ড, ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের সংরক্ষক মুহাদ্দিস ও ফিক্‌হবিদগণের ব্যাপারে বিষেদগার করেন। স্বার্থবাদী, ভোগবাদী ও পেটপূজকদের এহেন আক্রোশের কারণ অবশ্য পরিষ্কার; ঐ মহামণীষীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে আমরা ইসলামী আইনের সৌধ অবিকৃত অবস্থায় পেয়েছি। তাঁরা যদি অমানুষিক পরিশ্রম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের উৎস-ভাণ্ডার আমাদের জন্য সংরক্ষণ না করতেন, তবে প্রবৃত্তি-পূজারীরা অবাধে ভোগ-বিলাস ও অপকর্মে মত্ত হতে পারতো। অতএব নামধারী 'আলিম ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের ব্যাপারে উষ্মা প্রকাশ করবেন এটাই স্বাভাবিক। ঐ সেমিনারে কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ভাস্কর্য তথা মূর্তির বৈধতার স্বপক্ষে কিছু অভিনব ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের কতিপয় ঐতিহাসিক বিবরণ

উল্লেখ করেন যাতে চিত্র ও ভাস্কর্যের বিষয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরামের উদার মনোভঙ্গি ছিল বলে দাবী করা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাকি কা'বাঘরে ঈসা (আ) ও মারইয়াম (আ)-এর ছবি বহাল রাখতে বলেছিলেন, 'উমার (রা) মসজিদ-ই-নববীতে প্রাণীর চিত্রসম্বলিত ধূপদানি ব্যবহার করেছিলেন। [এ রচনায়, আরো পরে আমরা এ যুক্তিগুলির অসারতা প্রমাণ করব।] এই অধ্যাপকবৃন্দ আরবী ও ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার থেকে নতুন কিছু আবিষ্কার করেছেন, এমন ভাববার কোন কারণ নেই; তারা বরং তাদের পাশ্চাত্য গুরুদের সক্লেশে উদ্ভাবিত কিছু তথ্য উপস্থাপন করে চমক দিতে চেয়েছেন। এ ধরণের উদ্ভট তথ্য আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য অনেক ব্যক্তিত্বের কাছেও আমরা শুনেছি; ১৯৯৭ বা ১৯৯৮ সালে প্রত্যাশা প্রাঙ্গনে ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ে এক অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। একক বক্তৃতার অনুষ্ঠান, বক্তা জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহসান। ইসলামের দৃষ্টিতে শিল্পকলা বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বললেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ঈসা (আ) ও মারইয়াম (আ)-এর ছবি মুছতে বারণ করেছিলেন। তিনি দাবী করলেন, এটি সহীহ হাদীস।

এ বিষয়ে আমি নিসংশয় যে, বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ জানেন এবং মানেন, ইসলামে প্রাণীর ভাস্কর্য নিষিদ্ধ এবং এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর শতশত কেদারা শো'র কোন প্রভাব ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণের ওপর পড়বে না। তবুও এ বিষয়ে আমি কলম ধরেছি দুটো কারণে; প্রথমতঃ ইসলামের ইতিহাসের কিছু মৌলিক সূত্রের রেফারেন্স দেয়া হয়েছে, যে গ্রন্থগুলো সাধারণত গ্রহণযোগ্য। এসব গ্রন্থে আসলেই ছবি/ভাস্কর্যের অনুমোদনের মত বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরামের ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে না এটি একটি বিকৃত তথ্য, তা যাচাই করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম তরুণদের একটি অংশ যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পা দেয়ার পর গ্রাম থেকে শিখে আসা শেকড়ের জ্ঞান ও আচার ভুলতে থাকে, তারা এই অধ্যাপকদের একদেশদর্শী বক্তব্যে বিভ্রান্ত হতে পারে। তাই আমি মনে করেছি এ ব্যাপার কলম ধরা উচিত।

মূর্তি নির্মাণে ইসলামী বিধান বিষয়ে আমার ধারণা স্বচ্ছ হলেও আমি তা কারো ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না এবং সব রকমের পূর্ব ধারণা ত্যাগ করে আমি এ বিষয়ে অগ্রসর হতে চাই। কোন বিষয়ে ইসলামী বিধান জানতে হলে আমাদেরকে আল-কুরআন ও আস্-সুন্নাহ'র দ্বারস্থ হতে হবে। তারপর তো রয়েছে ইজমা' ও কিয়াস। ইতিহাস গ্রন্থের কোন বর্ণনা ইসলামী বিধানের পক্ষে যুক্তি হতে পারে না; তবে কুরআন-সুন্নাহর অনুকূলে কোন বর্ণনা পাওয়া গেলে তা সহায়ক প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীতে কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; যত খ্যাতনামাই হোক না সে ঐতিহাসিক। প্রাণীর চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য যারা বৈধ বলে দাবী

করেন তারা প্রায়শঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহ প্রাথমিক প্রজন্মের মুসলিমগণ ভাস্কর্য ও ছবির ব্যাপারে কঠোর ছিলেন না। ফিকহ্ সম্পাদনা ও হাদীস সংগ্রহের পর এ বিষয়ে মুসলিমদের মাঝে কঠোর মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। এ লেখায় ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং ইমামদের মতামত যতটুকু সম্ভব কম উল্লেখ করা হবে; আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহ প্রাথমিক প্রজন্মের মুসলিমগণ প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্যের ব্যাপারে কি মনোভাব পোষণ করতেন তা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে সচেষ্ট হব। পাশাপাশি ভাস্কর্যপন্থীরা ছাইপাশ যাই উপস্থাপন করে না কেন তা বিনা পর্যালোচনায় প্রত্যাখ্যান না করে তাতে কোন সারবস্তু আছে কিনা তা খতিয়ে দেখব।

সংজ্ঞা

যারা মূর্তি ও ভাস্কর্যের মাঝে পার্থক্যের রেখা টেনে দাবী করছেন, মূর্তিপূজা ও মূর্তি বানানো ইসলামে নিষিদ্ধ; কিন্তু ভাস্কর্য মূর্তি নয়, সুতরাং ভাস্কর্য নির্মাণে কোন নিষেধাজ্ঞা ইসলামে নেই-তাদের যুক্তি মেনে নিয়েই আমরা অগ্রসর হব। যেসব শব্দ দ্বারা পূজার মূর্তি বোঝায় (যেমন وثن، صنم ইত্যাদি) সেগুলো পরিহার করে কেবল ছবি ও ভাস্কর্য-এর দ্যোতনাজ্ঞাপক শব্দগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

ছবি, প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য বোঝাতে আরবীতে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়: صورة (ছূরাহ)[১] تصوير (তাছবীর)[২] ও تمثال (তিমছাল)[৩]। আধুনিক অভিধানসমূহে صورة ও تصوير কে সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে গণ্য করা হলেও تمثال কে কিছুটা ভিন্নার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। আধুনিক অভিধান মতে صورة ও تصوير এর অর্থ: ছবি; আকৃতি; চিত্র; অনুলিপি; প্রতিকৃতি ইত্যাদি।[৪] আর تمثال হলো মূর্তি, ভাস্কর্য; প্রতিমা ইত্যাদি।[৫] অর্থাৎ আধুনিক পরিভাষায় কাগজ, কাপড় বা অন্য কোন বস্তুর ওপর (জলরং তেলরং বা অন্য কোন মাধ্যমে) অঙ্কিত ছবিকে صورة বা تصوير বলা হচ্ছে, যার দৈর্ঘ ও প্রস্থ আছে কিন্তু উচ্চতা নেই। পক্ষান্তরে কাঠ, পাথর বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা নির্মিত ভাস্কর্য তথা স্বতন্ত্র শিল্পকর্মকে تمثال হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে।

---

১. وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة [*সহীহ আল-বুখারী*, বাব আল-তাসাবীর (কায়রো: দার আল-তাকওয়া ২০০১), খ.৩, পৃ. ২০৬

২. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير [প্রাগুক্ত, ২০৪]

৩. وعلقت دركونا فيه تماثيل [প্রাগুক্ত পৃ. ২০৫]

৪. صورة: picture; portrait; drawing; painting. تصوير : drawing; painting; portrayal. [Dr. Ruhi al-Ba'labakki, *Al-Mawrid* (Beirut: Dar al-'Ilm Li al-Malaeen 1997), pp 703; 328]

৫. تمثال: statue; sculpture [ibid, p. 369]

তবে হাদীস ও প্রাচীন অভিধানে শব্দত্রয়কে সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, 'যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।' এহেন অর্থজ্ঞাপক হাদীসটির বিভিন্ন রিওয়ায়াতে আমরা উপর্যুক্ত শব্দত্রয়ের একটির স্থলে অপরটির প্রয়োগ দেখতে পাই:

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة[৬]

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير[৭]

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل[৮]

বিখ্যাত অভিধান প্রণেতা ইবনু মানযূর (মৃ. ১৩১১ খৃ.)-এর মতে صورة ও تمثال সমার্থবোধক।[৯] অর্থাৎ ছবি, প্রতিকৃতি, চিত্র বা ভাস্কর্য সবকিছু উপর্যুক্ত শব্দত্রয়ের দ্যোতনার অধীন। কিছু তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

তাফসীরকার ও ভাষাবিজ্ঞানী আয্-যামাখশারী (রহ) (১১৪৪ খৃ.) বলেন:

التمثال كل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان

'কোন প্রাণীর বা অপ্রাণীর আকৃতির অনুরূপ যা কিছু অঙ্কন করা হয় তাকে تمثال বলে।'[১০]

প্রখ্যাত তাফসীরকার আল-কুরতুবীও (রহ) (১২৭৩ খৃ.) প্রায় অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন:

التمثال: كل ما صور على مثل صورة من حيوان وغير حيوان

সহীহ আল-বুখারীর বিখ্যাত ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহ) (৮৫২ হি./১৪৪৯ খৃ.) আরো পরিষ্কার ভাষায় সংজ্ঞাটি উল্লেখ করেছেন:

وهو الشيء المصور أعم من أن يكون شاخصا أو يكون نقشا أو دهنا أو نسجا في ثوب.

'অঙ্কিত বস্তুকে تمثال বলে, তা কায়াবিশিষ্ট হোক, নকশা হোক, তেলরং বা কাপড়ের বুননের মাধ্যমেই হোক।'[১১]

---

৬. *সহীহ আল-বুখারী*, শুহূদ আল-মালাইকা বদরান, খ.২, পৃ. ৩৩৮
৭. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৪
৮. *সহীহ মুসলিম*, কিতাব আল-লিবাস ওয়া আল-যীনাহ, বাব তাহরীম তাসবীর ছূরাহ আল-হাইওয়ান (কায়রো: দার আল-হাদীস ১৯৯৭), খ. ৩, পৃ.৫৩১
৯. ইবন মানযূর, *লিসানুল আরব* (বৈরুত: দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-আরাবী ১৯৯৭), খ. ১৩, পৃ. ২৪; খ. ৭, পৃ. ৪৩৮; আল-রাযী, *মুখতার আল-ছিহাহ* (দার আল-মানার ১৯৯৩), পৃ. ১৮০; ২৮১
১০. আয্-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ* (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরাবী তাবি), খ. ৩, পৃ. ৫৭২
১১. ইবনু হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী* (দার আল-তাকওয়া লি আল-তুরাছ), খ. ১০, পৃ. ৪৪০

আশ্-শাওকানী (রহ) (১৮৩৪ খৃ.) বলেন:

التماثيل جمع تمثال وهو كل ما مثلته بشيئ أي صورته بصورته من نحاس أو زجاج أو رخام أو غير ذلك.

'تماثيل শব্দটি تمثال-এর বহুবচন, তামা, কাঁচ, মার্বেল বা অন্য কিছু দিয়ে কোন কিছুর যে প্রতিরূপ তৈরী করা হয় তাকে تمثال বলে।'[১২]

মোদ্দাকথা, হাদীস ও প্রাচীন অভিধান গ্রন্থসমূহের প্রচলন অনুসারে বলা যায়, ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি বা ভাস্কর্য বোঝাতে উপরের তিনটি শব্দ [صورة ، تصوير ও تمثال] সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে কোন একটি অর্থের জন্য নির্দিষ্ট করতে হলে বিশেষণ যোগ করতে হয়; যেমন, ভাস্কর্য বোঝাতে صورة مجسمة (কায়াদার ছবি), صورة شاخصة (মূর্ত ছবি) বা صورة لها ظل (এমন ছবি যার নিজস্ব ছায়া আছে) বলা হয়। আবার কাগজ বা কাপড়ে আঁকা ছবি বোঝাতে صورة غير مجسمة (কায়াহীন ছবি) বা صورة ليس لها ظل (এমন ছবি যার নিজস্ব ছায়া নেই) ব্যবহৃত হয়। ভাস্কর্য ও চিত্রের সংজ্ঞার পরিধি পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে:

ক. ভাস্কর্য: প্রতিকৃতি, প্রতিমা, পুতুল বা খেলার পুতুল; মাটি, বালি, কাঁদা, খড়-কুটো, পাথর, লোহা, তামা, পিতল, সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ বা অনুরূপ কোন বস্তু দ্বারা তৈরি মানুষ বা যে কোন জীবের (ছায়াদার) প্রাণহীন পুরোপুরি দেহ, অথবা মানুষ বা অন্য কোন জীবের (ছায়াদার) পূর্ণাঙ্গ বা তার কোন অংশের প্রতিরূপ। [যার দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতা রয়েছে অর্থাৎ থ্রি ডাইমেনশনাল ছবি। আরবীতে صورة مجسمة أو صورة شاخصة أو صورة لها ظل।]

খ. ছবি: নানাবিধ রঙের (তেলরং, জলরং ইত্যাদি) সাহায্যে তুলি দিয়ে হাতে আঁকা বা ব্লক দ্বারা মুদ্রিত প্রতিরূপ [যারা দৈর্ঘ ও প্রস্থ আছে, কিন্তু উচ্চতা নেই অর্থাৎ টু ডাইমেনশলান ছবি, আরবীতে صورة غير مجسمة أو صورة غير شاخصة أو صورة ليس لها ظل]

এখানে ক্যামেরায় তোলা ছবি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে না; এ সম্পর্কে প্রবন্ধের শেষে আলোচনা করা হবে।

চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য প্রসঙ্গে আল-কুরআন:

صورة ও تصوير ক্রিয়ামূল হতে উদ্ভূত ক্রিয়াপদ আল-কুরআনের ৫টি স্থানে এসেছে। প্রতিটি আয়াতে *তাছবীর* তথা আকৃতি নির্ধারণের বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলার সাথে

১২. আশ্-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৩, পৃ. ৪৪৬

সম্পর্কিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে মানুষের আকৃতি নির্ধারণ এবং তার শারীরিক কাঠামোর রূপদান কেবল আল্লাহর-ই কাজ।
আল্লাহ তা'আলা বলেন:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُم فِي الأَرحَامِ كَيفَ يَشَاء

১) 'তিনিই তোমাদের আকৃতি দেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চান।' [আল-কুরআন ৩:৬]

وَلَقَد خَلَقنَاكُم ثُمَّ صَوَّرنَاكُم ثُمَّ قُلنَا لِلمَلَائِكَةِ اسجُدُوا لِآدَم

২) 'আর আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদের আকার-অবয়ব তৈরি করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি আদমকে সিজদা কর।' [আল-কুরআন ৭:১১]

وَصَوَّرَكُم فَأَحسَنَ صُوَرَكُم وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَات

৩) 'এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন আর তোমাদেরকে দান করেছেন পবিত্র রিযক।' [আল-কুরআন ৪০:৬৪]

وَصَوَّرَكُم فَأَحسَنَ صُوَرَكُم وَإِلَيهِ المَصِيرُ

৪) 'এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন।' [আল-কুরআন ৬৪:৩]

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ

৫) 'তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। [আল-কুরআন ৮২:৮]

তাসবীর ক্রিয়ামূল হতে উদ্ভূত কর্তাবিশেষ্য المُصَوِّرُ আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম: هُوَ اللهُ الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ 'তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক ও রূপদাতা।' [আল-কুরআন ৫৯:২৪]

تمثال শব্দটি আল-কুরআনে দু'জায়গায় এসেছে। প্রথম স্থানে শব্দটির অর্থ হল মূর্তি। ইবরাহীম (আ)-এর যবানীতে তাঁর জাতির লোকদের মূর্তিপূজার সমালোচনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ما هذه التماثيل التي أنتم لَها عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدنَا آبَائَنَا لَها عَابِدِينَ

১) 'এ মূর্তিগুলো কি যে এদের ইবাদাতে তোমরা মশগুল? তারা বলল: আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এদের ইবাদতকারী হিসেবে পেয়েছি।' [আল-কুরআন ২১:৫২-৫৩]

২) সূরা সাবা-এর একটি আয়াতে تِمْثَال শব্দের বহুবচনের রূপ উল্লেখিত হয়েছে, যেখানে সুলায়মান (আ)-এর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে:

يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَاسِيَاتٍ. اعْمَلُوْا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا. وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ.

'তারা (জিন) তাঁর জন্য তা-ই বানাত যা সে চাইত; উঁচু উঁচু ইমারত, ছবি-প্রতিকৃতি, বড় বড় পুকুরের মত থালা এবং নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় ডেগসমূহ। হে দাউদ বংশধর! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই শোকরগোজার।' [আল-কুরআন ৩৪:১৩]

এ আয়াতে تَمَاثِيل শব্দটি এসেছে যা تِمْثَال এর বহুবচন। শব্দটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। কেননা, এ শব্দের বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে কিছু প্রাচ্যবিদ ও তাদের অনুগত বুদ্ধিজীবীরা দাবী করেন যে, সুলায়মান (আ) জিনদের মাধ্যমে প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ করিয়েছিলেন। একজন নবী যদি ভাস্কর্য নির্মাণ করতে পারেন, আমরা পারব না কেন?

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে تِمْثَال শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক; এর দ্বারা জীব বা নির্জীবের ছবি কিংবা ভাস্কর্য বোঝানো যায়। এ আয়াতে শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা আমরা পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

এখানে দু'টি বিষয় পরিষ্কার করতে হবে- এক. কোন উপকরণ দিয়ে জিনরা সুলায়মান (আ)-এর জন্য প্রতিকৃতি নির্মাণ করত? দুই. কিসের প্রতিকৃতি নির্মাণ করা হত?

* কোন বস্তু দিয়ে প্রতিকৃতি নির্মাণ করা হত? এ বিষয়ে প্রাথমিক যুগের তাফসীরসমূহে দু'টি মত পাওয়া যায়:

ক) তামা দিয়ে প্রতিকৃতি তৈরি করা হত। আত্-তাবারী (৩১০ হি./৯২৩ খ.) নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে মুজাহিদ (রহ) (১০৪ হি.) হতে এ-অভিমত বর্ণনা করেছেন।

খ) কাঁচ ও পিতল ব্যবহারে প্রতিকৃতি তৈরি করা হত। এটিও আত্-তাবারী (রহ) বর্ণনা করেছেন কাতাদা রহ. (১১৭ হি.) হতে।

কিসের প্রতিকৃতি তৈরি করা হত? এ বিষয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়:

ক. নবী-রাসুল (আ), আওলিয়া-দরবেশ ও ফেরেশতাদের মূর্তি তৈরি করে উপাসনালয়ে স্থাপন করা হত, যাতে তাদেরকে দেখে পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা পুণ্যবান পূর্বপুরুষদের ন্যায় একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে উপাসনা করতে পারে। এটি আল-ফার্‌রা (৮২২ খৃ)-এর অভিমত।

খ. আদ্-দাহ্হাক (১০৫ হি.) বলেনঃ ময়ূর, বাজপাখি ও সিংহের ভাস্কর্য ছিল সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসনে। এ রকম বর্ণনাও রয়েছে যে, সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসনের নিম্নভাগে সিংহের ভাস্কর্য ছিল আর মাথার ওপর ছিল ঈগল ও ময়ূরের ভাস্কর্য। তিনি যখন সিংহাসনে ওঠতেন তখন সিংহ দু'বাহু প্রসারিত করত, আর যখন উপবেশন করতেন তখন পাখিগুলো ডানা মেলে ছায়া দিত।[১৩]

উপর্যুক্ত অভিমত পোষণকারী তাফসীরকারগণ আরো বলেন, প্রাণীর ছবি অঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ সুলায়মান আ.-এর শরী'আহ-এ বৈধ ছিল। আবার তাঁদের সবাই এ ব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে একমত যে, প্রাণীর ছবি অঙ্কন কিংবা ভাস্কর্য মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শরী'আহ-এ বৈধ নয়।

গ. [تماثيل এর তৃতীয় ব্যাখ্যা] জিনরা ফুল-পাতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও রকম-বেরকমের নকশা অঙ্কন করে সুলায়মান (আ)-এর ইমারতসমূহ সজ্জিত করত। শী'আ ইমাম জা'ফর সাদিক (১৪৭/৭৬৫)-এর সূত্রে তাবাতাবাঈ (১৭৯৭ খৃ.) এ-অভিমত উল্লেখ করেছেন। আশ্-শাওকানী এবং আয্-যামাখশারীও অনুরূপ অভিমত উল্লেখ করেছেন।[১৪]

আধুনিক তাফসীরকারদের মাঝে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯৭৯ খৃ.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, জিনরা সুলায়মান (আ)-এর জন্য কখনোই কোন প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণ করেনি। তারা বরং ফুল-পাতা ও নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন করে সুলায়মান (আ)-এর ইমারতসমূহ সুসজ্জিত করত।[১৫]

تماثيل শব্দের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা তিনটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাখ্যা [ক ও খ অর্থাৎ تماثيل এর অর্থ নবী-রাসূল বা পশু-পাখির প্রতিকৃতি] সঠিক বলে মেনে নেয়া যায় না। এ ধরণের ব্যাখ্যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত হয়নি। এমনকি কোন সাহাবী (রা) হতেও এহেন ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়নি। আত্-

---

১৩. এ-অভিমত দু'টি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যাবে- আশ্-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর* (কায়রোঃ দার আল-হাদীস ১৯৯৭), খ. ৪, পৃ. ৪৪৬; আয্-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ*, খ. ৩, পৃ. ৫৭২; ইবন জারীর আত্-তাবারী, *জামি'উল বয়ান* (কায়রোঃ মুস্তাফা আল-বাবী ওয়া আওলাদুহু ১৯৫৪), খ. ২২, পৃ. ৭০; *তাফসীর আবিস সাউদ*, কায়রোঃ মাকতাবাহ্ ওয়া মাতবা'আহ মুহাম্মদ 'আলী সুবাইহ ওয়া আওলাদুহু, খ. ৪, পৃ. ২২৬; *তাফসীর আল-মাওয়ার্দী*, বৈরুতঃ দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪৩৮

১৪. আল-তাবাতাবাঈ, *আল-মীযান ফি তাফসীরুল-কুরআন* (বৈরুতঃ মাতবা'আ শা'আরকর ১৯৭৩), খ. ১৪, পৃ. ৩৬৭; আশ্-শাওকানী, প্রাগুক্ত; আয-যামাখশারী, প্রাগুক্ত; আল-'আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪৩৪

১৫. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *তাফহীমুল কুরআন* (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী ২০০৪), খ. ১২, পৃ. ১৪০-১৪৩

তাবারী, মুজাহিদ ও কাতাদা রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করলেও অধিকাংশ তাফসীরকার এক্ষেত্রে ভাসাভাসা বাক্য ব্যবহার করেছেন; বর্ণিত আছে (يروى), বলা হয় (قيل) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তারা ইসরাঈলী বর্ণনা হতে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। মুজাহিদ ও কাতাদা (রহ) যেহেতু কোন সাহাবীর সূত্র উল্লেখ করেননি সেহেতু ধরে নেয়া যায় যে, তারাও ইসরাঈলী বর্ণনাসূত্রে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল-কুরআনে বর্ণিত বনী ইসরাঈলের ঘটনাসমূহ ইসরাঈলী বর্ণনাসূত্রে ব্যাখ্যা দেয়া অবিদিত নয়। এ-ধরণের বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা হল, এগুলি বিশ্বাসও করা যাবে না অবিশ্বাসও করা যাবে না।[১৬] ইসরাঈলী বর্ণনার অবিশ্বাসযোগ্যতার কারণে এ-কথা অকাট্যভাবে বলার সুযোগ নেই যে, সুলায়মান (আ)-এর শরী'আহ-এ ভাস্কর্য বৈধ ছিল।

সুলায়মান (আ)-এর শরী'আহ-এর প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলেও এ কথা বলার সুযোগ নেই যে তিনি নবী-রাসূল ও পশু পাখির প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়েছেন। বস্তুত মুসা (আ)-এর পর ঈসা (আ) পর্যন্ত যত নবী বনী ইসরাঈলে এসেছেন তারা সকলেই তাওরাতের অনুসারী ছিলেন, তাদের কেউ নতুন শরী'আহ নিয়ে আসেননি। তাওরাতের শরী'আহ আইনও বাতিল হয়নি। আর তাওরাতে বারবার বলা হয়েছে যে, মানুষ ও জীব-জন্তুর ছবি ও প্রতিকৃতি রচনা করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ:

'তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না; উপরিস্থ স্বর্গে ও নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর জলেতে যাহা আছে, তাহাদের কোনই মূর্তি নির্মাণ করিও না।'[১৭]

'তোমরা আপনাদের জন্য দেবমূর্তি কল্পনা করিও না, এবং খোদিত প্রতিমা কিম্বা স্তম্ভ স্থাপন করিও না, ও তাহার পাশে প্রণিপাত করিবার নিমিত্তে তোমাদের দেশে কোন খোদিত প্রস্তর রাখিও না।'[১৮]

'আপন আপন প্রাণের বিষয়ে অতিশয় সাবধান হও, পাছে তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের জন্য কোন আকারের মূর্তি করিয়া খোদিত প্রতিমা নির্মাণ কর; অর্থাৎ পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর প্রতিকৃতি, কিম্বা পৃথিবীস্থ কোন পশুর প্রতিকৃতি কিম্বা আকাশে উড্ডীয়মান কোন পক্ষীর প্রতিকৃতি, কিম্বা ভূচর কোন সরীসৃপের প্রতিকৃতি, কিম্বা ভূমির নীচস্থ জলচর কোন জন্তুর প্রতিকৃতি নির্মাণ কর..।'[১৯]

তাওরাতে বর্ণিত এ ধরণের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সুলায়মান (আ) জিনদের মাধ্যমে প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ করিয়েছেন, এটা কীভাবে মেনে নেয়া যায়? বনী

---

১৬. ইবন তাইমিয়্যা, *উসূলুত তাফসীর*, পৃ. ৩৩

১৭. Holy Bible in Bengali, যাত্রাপুস্তক, অধ্যায় ২০, স্তোত্র ৪, কলিকাতা ১৮৭৪

১৮. প্রাগুক্ত, লেবীয় পুস্তক, অধ্যায় ২৬, স্তোত্র ১

১৯. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ৪, স্তোত্র ১৬-১৮

ইসরাঈলের একটি দল সুলায়মান (আ)-এর ব্যাপারে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করত। তারা সে'মহান নবীকে শিরক, মূর্তিপূজা, জাদুকরী ও ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে।[২০] তারাই হয়ত সুলায়মান (আ)-এর ব্যাপারে এ অপবাদ প্রচার করে থাকবে যে তিনি নবী-আওলিয়া ও পশু-পাখির ছবি অঙ্কন করেছেন। আর এসব ইসরাঈলি বর্ণনাসূত্রে তাফসীরকারদের কেউ কেউ আল-কুরআনের আয়াতটির [সাবা ১৩] উপর্যুক্ত ব্যাখ্য [ক ও খ] দিয়েছেন। অবশ্য তাঁরা সাথে সাথে বলেছেন, প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শরী'আহ-এ বৈধ নয়। তবুও একালের একদল লোক এ আয়াতের দোহাই দিয়ে প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্য বৈধ বলতে চান।

সহীহুল বুখারীর একটি বর্ণনায় এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাওরাতের শরী'আহ-এ ভাস্কর্য অবৈধ ছিল:

عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله (ص) كنيسة رأها بأرض الحبشة، يقال لها: مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله (ص): أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح —الرجل الصالح- بنوا علي قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.

'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: উম্মু সালামা (রা), রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে 'মারিয়াহ' নামের একটি গীর্জার কথা বললেন যেটি তিনি হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) দেখেছিলেন; তিনি (উম্মু সালামা রা.) তথায় যেসব ছবি দেখেছেন সেগুলোর কথাও বললেন। (এ-বর্ণনা শুনে) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ওদের কোন নেক বান্দা মারা গেলে কবরের ওপর তারা উপাসনালয় নির্মাণ করত আর তাতে সেই পুণ্যবাণের ছবি অঙ্কন করত; এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।'[২১]

পূর্ববর্তী শরী'আহ-এ যদি ছবি/ভাস্কর্য নির্মাণ বৈধ হত তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে 'পুণ্যবানদের ছবি অঙ্কনের অপরাধে' নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করতেন না। এতে বুঝা যায় তাওরাতের শরী'আহ-এ চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য হারাম ছিল; আর তাই এ বক্তব্য মেনে নেয়া যেতে পারে না যে, 'সুলায়মান (আ) প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলেন' এবং এ দাবীও ভিত্তিহীন যে, পূর্ববর্তী শরী'আহ-এর ন্যায় আমাদের শরী'আহ-এ চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ বৈধ।'

---

২০. প্রাগুক্ত, ১ রাজাবলি, অধ্যায় ১১

২১. *সহীহুল বুখারী*, কিতাব আল-সালাত, বাব অ ল-সালাত ফী আল-বী'আহ, খ. ১, পৃ. ১১২

মূর্তিপূজার বিলোপ সাধন করে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা সকল যুগের সকল নবীর মিশন। শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মিশনও ছিল এটি। আল-কুরআনের নানাস্থানে মূর্তিপূজার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। মূর্তি নির্মাণ বা পূজাতো দূরের কথা, এর সংস্পর্শ থেকেও দূরে থাকতে বলা হয়েছে। অনেকে এসব নির্দেশের ব্যাপকতার আওতায় ভাস্কর্যে নিষেধাজ্ঞার ইঙ্গিত সন্ধান করেন। কারণ আল-কুরআনে মূর্তি ও ভাস্কর্যকে আলাদা ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়নি। আর তাই মূর্তিপূজার উদ্দেশ্য ব্যতিত কেবল শিল্পচর্চা বা স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণে কোন নিষেধাজ্ঞা আলাদাভাবে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়নি। তবে আপাত-নির্দোষ চিত্রাঙ্কন যে মূর্তিপূজায় পর্যবসিত হয় সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে আল-কুরআনে। নবী নূহ (আ)-এর জাতির লোকদের মূর্তিপূজায় প্রতিষ্ঠিত থাকার আহবান সম্বলিত ঘোষণা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

قَالُو لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُم وَلاَ تَذَرُنَّ وُدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسرًا

'তারা বলে, তোমরা তোমাদের ইলাহদের ত্যাগ করো না; বর্জন করো না ওয়াদ্দ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নসরকে।' [আল-কুরআন ৭১:২৩]

তাফসীরকারগণ বলেন, নূহ (আ)-এর জাতির লোকেরা এসব মূর্তির পূজা করত। পরবর্তীতে আরবে এদের উপাসনা শুরু হয়; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতী জীবনের শুরুর দিকেও আরবের নানা জায়গায় এদের মন্দির ছিল।[২২] ইবনুল আব্বাস (রা) বলেন, এদের প্রত্যেকে নূহ জাতির পুণ্যবান লোক

---

২২. 'ওয়াদ্দ' ছিল কুযাআ গোত্রের শাখা বনী কালব উপগোত্রের উপাস্য দেবতা। তারা দওমাতুল জন্দালে এর একটি মন্দির নির্মাণ করেছিল। ঐতিহাসিক কালবী বলেন, এর মূর্তি বিরাট আকৃতির পুরুষ সদৃশ ছিল। কুরাইশ গোত্রের লোকেরাও একেই মাবুদ মানত। তাদের কাছে এর নাম ছিল উদ। আর তাই আরব ইতিহাসে এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় 'আবদে উদ'।

'সুওয়া' ছিল হুযাইল গোত্রের দেবী। তার মূর্তি ছিল নারী আকৃতির। ইয়ামবূর-এর কাছাকাছি রুহাত নামক স্থানে এর মন্দির ছিল।

ইয়াগুছ' ছিল 'তাই' গোত্রের 'আনউম' শাখা ও মাযহেজে গোত্রের কোন কোন শাখার উপাস্য দেবতা। মাযহেজ অধিবাসীরা ইয়ামেন ও হিজাজের মধ্যবর্তী 'জুরাশ' নামক স্থানে এর বাঘাকৃতি সদৃশ মূর্তি স্থাপন করেছিল। কুরাইশ বংশের কারো কারো নাম 'আবদে ইয়াগূছ' ছিল বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়।

'ইয়াউক' ইয়ামেনের হামাদান অঞ্চলের খাইওয়ান শাখার উপাস্য ছিল। তার মূর্তি ছিল অশ্বাকৃতির।

ডহময়ার অঞ্চলের অধিবাসী হিময়ার গোত্রের আলে-যয়ালকুলা নামক শাখার লোকদের উপাস্য ছিল নসর। বালখ নামক স্থানে তার মূর্তি স্থাপিত ছিল। তার আকৃতি ছিল শকুনের অনুরূপ। সাবার প্রাচীন শিলালিপিতে এর নাম দেখা হয়েছে নসওয়ার। আরব ও এর সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে যেসব প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়, উহার অধিকাংশ মন্দিরের সিংহদ্বারে শকুনের প্রতিমূর্তি পাওয়া যায়। [[সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন, খ. ১৮, পৃ. ৬৭

ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর লোকেরা শয়তানের কুমন্ত্রণায় এদের মূর্তি স্থাপন করে। কালক্রমে ধর্মীয় বিষয়ে পণ্ডিতদের তিরোধানের পর জ্ঞানচর্চা ওঠে গেলে লোকেরা এসব মূর্তির পূজা শুরু করে।[২৩] নিছক স্মৃতি রক্ষার্থে অঙ্কিত ছবি ও নির্মিত ভাস্কর্য কিভাবে মূর্তিপূজায় পর্যবসিত হয় তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ আয়াতের ভাষ্যে। আয়াতটির ইশারাতুন নস-এর (মূল বক্তব্য হতে প্রাপ্ত ইঙ্গিত) ভিত্তিতে অনেকে মনে করেন নিছক স্মৃতি রক্ষার্থে কিংবা শিল্প চর্চার উদ্দেশ্যে অঙ্কিত ছবি বা নির্মিত ভাস্কর্যের নিষেধাজ্ঞা এ আয়াতেই বিদ্যমান।

হাদীসের আলোকে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ:

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন যারা শরী'আহ-এর উৎস হিসেবে হাদীস মানতে চান না। তাদের যুক্তির জবাব দেয়া কিংবা হাদীস বা সুন্নাহর আইনগত মর্যাদা নিয়ে এখানে আলোচনার সুযোগ নেই। তবে আমরা এটুকু বলতে পারি যে, আল-কুরআনের ঘোষণা অনুসারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীও ওহী হিসেবে পরিগণিত; যদিও তা *ওয়াহী গাইর মাতলু*। শরী'আহ-এর বিধি-বিধান নির্ধারণে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। আল-কুরআনে ইসলামী আইনের রাজপথ বিধৃত হয়েছে। হাদীসের মাধ্যমেই আমরা ইসলামী শরী'আহ-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছি। হাদীস বাদ দিয়ে নামায-রোযাসহ অবশ্য পালনীয় অনেক দৈনন্দিন 'ইবাদাত-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ জানা সম্ভব হবে না। আর তাই হাদীস ইসলামী শরী'আহ-এর দ্বিতীয় উৎস বলে পরিগণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে হাদীসের আলোকে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্যের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত বেশ কয়েকটি হাদীস বিপুল সংখ্যক সনদের সূত্রে হাদীসের গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। সমন্বিতভাবে হাদীসগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে:

عن عائشة، أنها قالت: واعد رسولَ الله (ص) جبريل عليه السلام، في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة و لم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده، وقال: ما يخلف الله وعده ولارسلُه. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال: يا عائشة! متى دخل هذا الكلب ههنا؟ قالت: والله ما دريت، فأمر به فأخرج، فجاء جبريل، فقال رسول الله (ص): واعدتني فجلست لك فلم تأت؟ فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك؛ إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.

২৩. *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুত্-তাফসীর, খ. ২, পৃ. ৬২০

১) 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ জিবরীল (আ) এক নির্দিষ্ট সময়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আসার প্রতিশ্রুতি দিলেন, প্রতিশ্রুত সময় এল, কিন্তু তিনি আসলেন না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে একটি লাঠি ছিল, তিনি সেটি ফেলে দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর দূতেরা তো ওয়াদার বরখেলাফ করেন না।' তারপর তিনি এদিক সেদিক তাকালেন, হঠাৎ তাঁর খাটের নিচে একটি কুকুর ছানা পেলেন। তিনি বললেনঃ আয়িশা, এ কুকুর কখন ঢুকল? তিনি (আয়িশা রা.) বললেনঃ আল্লাহর শপথ, আমি জানি না। অতঃপর তাঁর নির্দেশে ওটি বের করে দেয়া হল। তারপর জিবরীল (আ) এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ 'আপনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলেন, আমি বসেও ছিলাম। এলেন না যে?' জবাবে জিবরীল বললেনঃ 'আপনার ঘরে যে কুকুর ছিল সেটি আমাকে বারণ করেছিল। আমরা সে'ঘরে প্রবেশ করি না যাতে কুকুর বা ছবি/ভাস্কর্য থাকে।'[২৪]

---

২৪. *সহীহ মুসলিম*, কিতাব আল-লিবাস ওয়া আল-যীনাহ, (কায়রোঃ দার আল- হাদীস ১৯৯৭), খ. ৩, পৃ. ৫২৯

এখানে অতীব দুঃখের সাথে একাট গবেষণা প্রবন্ধ সম্পর্ক ইঙ্গিত দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ প্রত্রিকায় *ইসলাম ও ভাস্কর্যশিল্প: বিরোধ ও সমন্বয়* শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে বক্ষমান হাদীসটি অত্যন্ত বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঈমান ও রাসূলুল্লাহর প্রতি ভালোবাসার তাগিদে ঐ লেখার প্রতিবাদ না করে পারলাম না। প্রবন্ধকার লিখেছেনঃ

অন্য একটি হাদীসে আছে তিনদিন যাবৎ জিব্রাইল নবীর ঘরে আসছেন না। কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেল নবীর বাসগৃহের খাটের নিচে কুকুরছানা মরে পড়ে আছে। তা ফেলে দেয়া হল। জিব্রাইল এলেন। নবী গত তিন দিন না আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তর এল, 'যে ঘরে মরা কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে জিব্রাইল প্রবেশ করে না। [আবদুল বাছির, *ইসলাম ও ভাস্কর্যশিল্প: বিরোধ ও সমন্বয়'* কলা অনুষদ পত্রিকা, সংখ্যা ১, জুলাই ২০০৫-জুন ২০০৬ পৃ. ৩]

এ উদ্ধৃতিটিতে হাদীস উল্লেখের ক্ষেত্রে তিনটি মিথ্যা তথ্য দেয়া হয়েছেঃ

ক) 'তিনদিন যাবৎ জিব্রাইল নবীর ঘরে আসছেন না।'

এ হাদীসটি যত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতে এমন তথ্য নেই যে জিব্রাইল তিন দিন ধরে আসেননি। বিভিন্নস্থানে বর্ণিত হাদীসটির নানা ভাষ্য একত্র করলে বুঝা যায়-এক রাতে জিবরীল (আ) ওয়াদামতো না আসাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যারপরনেই চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরদিন সকালে অনুসন্ধান করে খাটের নিচ থেকে কুকুরছানা বের করে দেয়ার পর জিবরীলের আগমন ঘটে।

খ) 'কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেল নবীর বাসগৃহের খাটের নিচে কুকুরছানা মরে পড়ে আছে।'

কুকুরছানা মরে পড়ে থাকার বিষয়টি নির্জলা মিথ্যা। বিপুলসংখ্যক বর্ণনাসূত্রে জানা যায়, খাটের নিচে কুকুরছানা ছিল। কোথাও বলা হয়নি কুকুরছানা মরে পড়ে ছিল।

গ) 'যে ঘরে মরা কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে জিব্রাইল প্রবেশ করে না।'

এখানেও আংশিক বিকৃতি রয়েছে। জিবরীল আ. মরা কুকুরের কথা বলেননি। জিবরীলের জবাব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হুবহু উল্লেখ করেছেন তখন বলেছেন, 'আমরা

হাদীসটি ইমাম মালিক (৭৯৫ খৃ.), আল বুখারী (৮৭০), মুসলিম (৮৭৫), আত্ তিরমিযী (৮৯২), আবু দাউদ, আন্ নাসাঈ, ইবন মাজাহ, দারাকুতনী ও আল তাবরানীসহ অনেক হাদীসবেত্তা উল্লেখ করেছেন।[২৫] শুধু *সহীহুল বুখারী* ও *সহীহ মুসলিমের* অন্যূন ১২টি স্থানে বর্ণনাটি এসেছে। কমপক্ষে ৭ জন সাহাবী -ইবনু 'উমার, ইবনু আব্বাস (আবু তালহার মাধ্যমে), আবু তালহা, আবু হুরাইরা, 'আয়িশা, মায়মূনাহ রা. ও আলী রা.- হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটি 'খবরে ওয়াহেদ' নয়; বরং খবরে মশহূর।[২৬] অতএব ইসলামী বিধান প্রমাণের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলীল। এখানে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো স্পর্শ না করে শুধু মূল বিষয়বস্তুর ওপর দৃকপাত করা হচ্ছে।[২৭]

কোন কোন বর্ণনায় পুরো ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোথাওবা শুধু মূল বক্তব্যটুকু

সে ঘরে প্রবেশ করি না যাতে কুকুর বা ছবি থাকে। আবার জিবরীলের জবাব যখন নিজের ভাষায় উল্লেখ করেছেন তখন বলেছেন, 'যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'

প্রবন্ধটিতে বিকৃত উপায়ে হাদীস উপস্থাপনের পাশাপাশি নবী-পরিবারের রুচি সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করা হয়েছে:

'তবে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠা অবান্তর নয় যে, তিন দিন ধরে মরা কুকুর পড়ে থাকল অথচ কেউ টের পেল না বা দুর্গন্ধও বের হল না।'

দেখুন কত জঘন্য ও কুরুচিকর মন্তব্য! কুকুরটি মরা ছিল না। তাই গন্ধ বের হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মুসলিম নামধারী এমন এক শ্রেণীর লোক পাওয়া যায় যারা কুরআন-হাদীস ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করতে পছন্দ করে। এ কাজের জন্য প্রয়োজনে তারা কুরআনের আয়াত ও হাদীস বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে। তাদের মূল উদ্দেশ্য হল, কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাপারে মানুষের মন সন্দেহগ্রস্ত করে তোলা। সাধারণ কোন গ্রন্থের উদ্ধৃতি উল্লেখের ক্ষেত্রেও বিকৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। নবী-পরিবারের প্রতি সাধারণ মুসলিমের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও গভীর আবেগজনিত প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি ধর্তব্যে না এনেও বলা যায় গবেষণা প্রবন্ধে এ ধরণের জলজ্যান্ত তথ্যবিকৃতি অমার্জনীয় অপরাধ।

২৫. *সহীহুল বুখারী* খ. ৩,পৃ. ২০৪, ২০৬; *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫২৯-৩০; *সুনান আত্-তিরমিযী*, বাব মা জাআ আন্নাল মালাইকাতা লা তাদখুল বায়তান ফীহী সূরাহ ওয়ালা কালব (আল-মদীনা: মুহাম্মদ আবদুল মুহসিন আল-কাতবী তা.বি.) খ.৪, পৃ. ২০০-০১; *সুনান আবু দাউদ*, বাব ফি আল-জুনুব উআখখিরুল গোসল (কায়রো: দার আল-হাদীস), খ.১, পৃ. ৫৮; সুনানুন্-নাসাঈ, বাব আল-তাসাবীর, খ. ৪, পৃ. ২১২-১৩; *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাব আল-লিবাস: বাব আল-সুওয়ার ফি আল-বাইত, খ. ২, পৃ. ১২০৩; ইবনু হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল-বারী* (কায়রো: দার আল-তাকওয়া লি আল-নাশর ওয়া আল-তাওযী' ২০০), খ. ১০, পৃ. ৪৩৩

২৬. যে হাদীসের সনদের সকল পর্যায়ে কমপক্ষে তিনজন রাবী বা বর্ণনাকারী থাকে সেটি খবরে মশহূর। আর যে হাদীসে সনদের কোন না কোন পর্যায়ে তিনজনের কম রাবী থাকে সেটি খবরে ওয়াহেদ। [ড. মুহাম্মদ 'আজীজ আল-খাতীব, *উসূল আল-হাদীস* (বৈরুত: দার আল-ফিকর ১৯৮৯), পৃ. ৩৬৪]

২৭. ঘরে ছবি/ভাস্কর্য বা কুকুর থাকলে কোন ধরণের ফেরেশতা প্রবেশ করে না বা কেন প্রবেশ করে না, এসব বিষয় জানতে হলে দেখুন, ইবনু হাজর আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত খ. ১০, পৃ. ৪৩৩-৩৪

আছে। ছবি/ভাস্কর্য বোঝাতে বেশীরভাগ বর্ণনায় صورة শব্দটি এসেছে। কোন কোন বর্ণনায় تصاوير; কোথাওবা تماثيل শব্দটি এসেছে। صورة শব্দের বহুবচন রূপ صور ও উল্লেখিত হয়েছে কয়েকটি রিওয়ায়াতে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে শব্দগুলি সমার্থবোধক।

এ হাদীস থেকে জানা গেল ঘরে কুকুর বা ছবি/ভাস্কর্য থাকলে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সুতরাং ছবি টাঙানো বা ভাস্কর্য স্থাপন একটি গর্হিত কাজ। তবে এটি কোন পর্যায়ের (হারাম না মাকরূহ পর্যায়ের) গর্হিত কাজ তা এ হাদীস থেকে জানা গেল না। ঘরে কিসের ছবি থাকলে ফেরেশতা প্রবেশ করবে না তাও এ হাদীসে পরিস্কার নয়। তবে এ হাদীসের-ই অন্য একটি ভাষ্য যা *সহীহুল বুখারী*তে এসেছে তা হতে জানা যায় যে, প্রাণীর ছবি/ভাস্কর্য থাকলে ফেরেশতা প্রবেশ করবে না।[২৮] যেসব ছবি রাখার অনুমতি আছে সেগুলো থাকলে ফেরেশতা প্রবেশে কোন অসুবিধা নেই।[২৯]

এ পর্যায়ে আমরা কিয়ামাত দিবসে চিত্রকর ও ভাস্করদের শাস্তির উল্লেখ সম্বলিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করব। নবীপত্নি 'আয়িশা (রা) কর্তৃক ছবিসম্বলিত পর্দা ঝুলানোকে কেন্দ্র করে এ হাদীসটি বর্ণিত হলেও অনেক বর্ণনায় ঘটনার বিবরণ ছাড়া শুধু মূল বক্তব্যটুকু এসেছে। বর্ণনাগুলো সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে:

عن مسلم كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأي في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي (ص) يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيمة المصورون

২) [আবু আল-দুহা] মুসলিম [ইবন সুবাইহ্] হতে বর্নিত, আমরা একবার মাসরূকের সাথে ইয়াসার ইবনু নুমাইরের বাড়িতে ছিলাম। তিনি (মাসরূক) বাড়ির তাকে ছবি দেখতে পেয়ে বললেন, আমি আবদুল্লাহকে [ইবনু মাস'উদ] বলতে শুনেছি, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে শুনেছেন, 'নিশ্চয় কিয়ামাত দিবসে সবচাইতে বেশি শাস্তিপ্রাপ্ত হবে চিত্রকর/ভাস্কর্য নির্মাতারা।'

আল-বুখারী ও মুসলিম-দু'জনেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায় ছবিটি ছিল যিশুমাতা মারইয়াম (আ)-এর।[৩০] এ হাদীস থেকে বুঝা গেল চিত্রকর/ভাস্কর কিয়ামাত দিবসে সবচাইতে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। বিষয়টি অযৌক্তিক মনে হতে পারে। চোর, খুনী বা এ-জাতীয় অপরাধীদের চাইতে চিত্রকররা অধিকতর বেশি শাস্তির অধিকারী হবে? তবে এ হাদীসের অন্যান্য ভাষ্যের সাথে মিলিয়ে দেখলে

---

২৮. *সহীহুল বুখারী*, কিতাব আল-মাগাযী, বাব শুহূদ আল-মালাইকা বাদরান, খ. ২, পৃ. ৩৩৮

২৯. ইবনু হাজর আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত খ. ১০, পৃ. ৪৩৪

৩০. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৪; *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৫৩৬

এ সংশয় দূর হবে, যেখানে নিশ্চয়তাজ্ঞাপক অব্যয় إن-এর পর من রয়েছে। অর্থাৎ চিত্রকর/ভাস্কর সবচাইতে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হবে।

عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة، فرأي في أعلاها مصورا يصور، قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة.

৩) আবু যুর'আ বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-এর সাথে মদীনার একটি ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি সেখানে দেখলেন এক চিত্রকর ঘরের ওপরের দিকে ছবি আঁকছে। তখন তিনি (আবু হুরাইরা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, [আল্লাহ বলেন] 'যে আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করতে চায় তার চাইতে অধিক যালিম আর কে হতে পারে? তারা বীজ সৃষ্টি করুক, ওরা পিঁপড়া সৃষ্টি করুক!'

আল-বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায় বাড়িটি ছিল মদীনার তৎকালীন শাসক মারওয়ান ইবনুল হাকামের [(৬২৩-৬৮৫) উমাইয়া খলিফা (৬৮৪-৬৮৫)]।[৩১]

চিত্রাঙ্কন কিংবা ভাস্কর্য নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণটি এই হাদীস থেকে জানা গেল। কারণটি হল: প্রাণীর আকৃতি নির্ধারণ একমাত্র আল্লাহর কাজ। অতএব প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণের মানে হল সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। এ-কালের কিছু 'আলিম এ-হাদীসের অপব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাদের মতে 'প্রাণীর ছবি আঁকা তখনই হারাম হবে যদি চিত্রকর আল্লাহর সাথে সৃষ্টিকর্মে পাল্লা দেওয়ার নিয়তে তা করে থাকে। অন্যথায় প্রাণীর ছবি অঙ্কন হারাম হবে না।'[৩২]

এ ধরণের বক্তব্য উদ্ধৃত হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। মারওয়ান ইবনুল হাকাম নিশ্চয় আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতার নিয়তে ছবি অঙ্কন করেননি। তবুও আবু হুরাইরা (রা) ঐ কাজকে সৃষ্টিকাজে আল্লাহর সাথে পাল্লা দেওয়ার নামান্তর বলে গণ্য করেছেন। এ হাদীসের চেতনা অনুসারে বলা যায় প্রাণীর ছবি অঙ্কন মাত্রই সৃষ্টির কাজে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার শামিল।

عن النضر بن أنس بن مالك، قال، كنت جالسا عند ابن عباس، فجعل يفتي ولا يقول، قال رسول الله (ص)، حتى سأله رجل: أصور هذه الصور، فقال له

---

৩১. *সহীহুল বুখারী*, খ. ৩, পৃ.২০৫; *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩৭

৩২. ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলী, *আল-ফিকহ আল-ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু* (দামেশক: দার আল-ফিকর ১৯৮৪), খ. ৪, পৃ. ২৬৭০

ابن عباس ادنه. فدنا الرجل، فقال ابن عباس: سمعت رسول الله يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ.

৪) আল-নাদর ইবনু আনাস ইবনু মালিক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনুল 'আব্বাসের কাছে বসে ছিলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উদ্ধৃতি না দিয়ে ফাতওয়া দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে এক লোক তাকে জিজ্ঞেস করলেন: আমি ছবি আঁকি আর ভাস্কর্য বানাই। ইবনুল 'আব্বাস বললেন, 'কাছে এসো।' লোকটি কাছে গেলে ইবনুল আব্বাস বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ছবি/ভাস্কর্য নির্মাণ করবে কিয়ামাতের দিন তাকে তাতে প্রাণ সঞ্চারের নির্দেশ দেয়া হবে। কিন্তু সে প্রাণ ফুঁকে দিতে পারবে না।'[৩৩]

এ হাদীসটি আল-বুখারী, মুসলিম, আন্-নাসাঈসহ অন্য অনেক সংকলক উল্লেখ করেছেন। আন্-নাসাঈ-এর বর্ণনা হতে জানা যায় লোকটি ইরাক হতে এসেছিল।[৩৪] আল-বুখারীর বর্ণনা থেকে প্রশ্নকর্তার সওয়াল ও ইবনুল আব্বাসের জবাবের আরো বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। লোকটি এসে বলল: 'আমার উপার্জন হয় হস্তশিল্পের মাধ্যমে; আমি এসব ছবি আঁকি। আপনি এ বিষয়ে ফাতওয়া দিন।'[৩৫] ইবনুল আব্বাস অত্যন্ত কোমলতা ও সহৃদয়তার সাথে তার প্রশ্নের জবাব দেন। এ হাদীস থেকে জানা গেল *প্রাণীর* ছবি অঙ্কন কিংবা ভাস্কর্য হারাম। কারণ কিয়ামাতের দিন আঁকিয়ে ও ভাস্করকে স্বীয় কর্মে প্রাণ ফূঁকে দিতে বলা হবে। প্রাণ ফুঁকে দেওয়ার বিষয়টি প্রাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট।

عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله (ص) قام على الباب فلم يدخل، فعرفتُ أو فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت، يا رسول الله! أتوب إلي الله وإلي رسوله. فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله، ما بال هذه النمرقة؟ فقالت، اشتريتها لك، تقعدها وتوسدها، فقال رسول الله (ص)، إن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال لهم، احيوا ما خلقتم. ثم قال، إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.

৫) 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি একটি বালিশ কিনেছিলেন যাতে ছবি ছিল;

---

৩৩. *সহীহ মুসলিম*, খ. ৩; পৃ. ৫৩৭

৩৪. *সুনান আন-নাসাঈ*, বাব আল-তাসাবীর, খ.৪, পৃ. ২১৫

৩৫. *সহীহুল বুখারী*, কিতাব আল-বুয়ূ', খ. ১, পৃ. ৫২৬-২৭

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সেটি দেখলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। তিনি [আয়িশা] তাঁর [রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] চেহারায় নারাজির ভাব দেখে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট তওবা করছি। আমি কী পাপ করেছি?' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'এ বালিশ কেন?' আয়িশা (রা) বললেন, 'আমি এটি আপনার জন্য কিনেছি, যেন আপনি এর ওপর বসতে পারেন আর মাথায় দিতে পারেন।' রাসূলুল্লাহ বললেন: 'এইসব ছবির নির্মাতাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের সৃষ্টিতে প্রাণ সঞ্চার কর।' অতঃপর তিনি বললেন, 'যে ঘরে ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'[৩৬]

عن عمران بن حطان أن عائشة حدثته أن النبي (ص) لم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه

৬) 'ইমরান ইবনু হিত্তান হতে বর্ণিত, 'আয়িশা (রা) তার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ তাঁর ঘরে ক্রুশ চিহ্নিত কোন বস্তু ধ্বংস না করে রাখতেন না।[৩৭]

প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণকারীর পরকালীন শাস্তির উল্লেখ সম্বলিত হাদীসগুলি সিহাহ সিত্তাহসহ অনেক হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। কেবল সহীহুল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমে কমপক্ষে ২০টি স্থানে এ-সংক্রান্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবী [ইবনু 'উমার, 'আয়িশা, ইবনুল আব্বাস, আবু হুরাইরা, আনাস ও আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা)] হতে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ সংক্রান্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীত। এ পর্যন্ত উল্লেখিত হাদীসসমূহে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য বিষয়ে বেশ কিছু বিধান পাওয়া যায়। ইমাম নওয়াবী (৬৭৬/১২৭৭) অনুসরণে তা উল্লেখ করা হচ্ছে:

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن وغيره فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها....

وأما اتخاذ المصور الذي فيه صورة الحيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام.

---

৩৬. *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩৪

৩৭. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৫

আমাদের ইমাম ও অন্যান্য 'আলিমগণ বলেন, প্রাণীর চিত্রাঙ্কন বা ভাস্কর্য নির্মাণ কঠিনতম হারাম, কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত; কারণ তা হাদীসসমূহে উল্লেখিত কঠিন হুমকি দ্বারা ভীতিপ্রদর্শিত। হীন কাজে ব্যবহার করার জন্য তৈরি করুক বা অন্য কোন কারণে তৈরি করুক-প্রাণীর ছবি তৈরি সর্বাবস্থায় হারাম। কারণ এটি সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সমকক্ষতা অর্জনের প্রচেষ্টার নামান্তর। কাপড়ে, বিছানায়, মুদ্রায়, পাত্রে বা প্রাচীরে যেখানেই অঙ্কন করুক না কেন, তা হারাম।

আর ছবিযুক্ত কোন কিছু যদি প্রাচীর বা দেয়ালে ঝুলানো থাকে, কিংবা তা যদি হয় পরিধেয় বস্ত্র বা পাগড়ী বা অন্য কিছু -যা তুচ্ছ ব্যবহার বলে পরিগণিত নয়- তাহলে সে ধরণের ব্যবহারও হারাম।[৩৮]

৬ সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, জড় পদার্থের ছবি অঙ্কন ও ব্যবহার হারাম হতে পারে যদি তা অন্য ধর্মের চিহ্ন বা উপাসনার বস্তু হয়।

ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহ) বলেন, প্রাণীর ছবি অঙ্কন ও ব্যবহার হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে ما له ظل (যার স্বতন্ত্র ছায়া আছে অর্থাৎ ভাস্কর্য) এবং ما ليس له ظل (যার স্বতন্ত্র ছায়া নেই অর্থাৎ চিত্রকর্ম) সবই সমান।[৩৯] মোদ্দাকথা প্রাণীর ছবি অঙ্কন কিংবা ভাস্কর্য নির্মাণ এবং এগুলির সম্মানজনক ব্যবহার হারাম। এটি পূর্বসূরি আলিমগণের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অভিমত। তাঁদের এ অভিমত মনগড়া নয়; উপর্যুক্ত হাদীসগুলিতে তাঁদের অভিমতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। পূর্বসূরি আলিমগণের অতি ক্ষুদ্র একটি দলের মতে, প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ হারাম; তবে প্রাণীর ছবি অঙ্কন বা ব্যবহার হারাম নয়। তাদের যুক্তিগুলি এ প্রবন্ধে আরো পরের দিকে আলোচনা করা হবে।

এখানে ভিন্ন একটি বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই; অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, প্রাণীর ছবি অঙ্কন কিংবা ভাস্কর্য নির্মাণ এমন কি অপরাধ যে এর জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে? হাদীসের আলোকে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

২ সংখ্যক হাদীস থেকে জানা জানা যাচ্ছে যে, চিত্রকর বা ভাস্কর কিয়ামাত দিবসে কঠিনতম শাস্তি (أشد العذاب) ভোগ করবে। এমন কঠোর শাস্তির ঘোষণা কাফিরদের জন্য প্রযোজ্য হয়। যেমন, ফির'আউনের অনুসারীদের ক্ষেত্রে কঠিনতম শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে।[৪০] ফির'আউন ছিল আল্লাহদ্রোহী শাসক যে কিনা নিজেকে বর বলে দাবী করত। প্রশ্ন হল, ভাস্কর্য নির্মাণ কি চুরি, ব্যভিচার কিংবা হত্যার চাইতে মারাত্মক কিংবা

---

৩৮. *সহীহ মুসলিম বি শরহ আল-নওয়াবী* (কায়রো: দার আল-হাদীস ১৯৯৪), খ. ৭, পৃ. ৩৪১-৩৪৪

৩৯. আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪৩৬

৪০. আল-কুরআন ৪০:৪৬

ঐগুলির সমপর্যায়ের অপরাধ? এটা এমন কি অপরাধের কাজ যে তার জন্য ফির'আউনের অনুসারীদের মত শাস্তি দেয়া হবে? এ প্রশ্নের জবাবে 'আলিমগণ বিভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন:

ক) আত্-তাবারী বলেন, যেসব দেব-দেবীর পূজা করা হয় কেউ যদি জেনেশুনে তাদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করে তাহলে সে মুসলিম থাকতে পারে না। ফলে সে ফির'আউনের অনুসারীদের ন্যায় কঠিনতম শাস্তির মুখোমুখি হবে। অবশ্য কেউ যদি দেব-দেবী ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ করে তবে সেও গুনাহগার হবে এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

খ) কেউ কেউ বলেন, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর সাথে পাল্লা দেয়ার উদ্দেশ্যে ছবি/প্রতিকৃতি নির্মাণ করে তবে সে কঠিনতম শাস্তির মুখোমুখি হবে। অপরাপর প্রতিকৃতি নির্মাতার তুলনামূলক কম শাস্তি ভোগ করবে।[৪১]

এসব ব্যাখ্যার পরও-প্রশ্ন থেকে যায়: যে ব্যক্তি পূজা-অর্চনার উদ্দেশ্য ব্যতিত কিংবা সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সমকক্ষ হওয়ার ইচ্ছা ব্যতিত নিছক শিল্প চর্চার জন্য প্রাণীর ছবি/ভাস্কর্য নির্মাণ করে সেও কি গুনাহগার হবে? আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে? হাদীসের বক্তব্যসূত্রে বলা যায়, হাঁ, সেও গুনাহগার হবে। ইরাক হতে যে লোকটি ইবনু আব্বাসের (রা) কাছে এসেছিলেন তিনি মুসলিম ছিলেন; তিনি নিশ্চয় পূজা অর্চনার নিয়েতে মূর্তি নির্মাণ করতেন না কিংবা সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার মানসে ছবি আঁকতেন না, তবুও ইবনুল আব্বাস তাকে চিত্রকরের শাস্তি বিষয়ক রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী শুনিয়ে দেন। মারওয়ান ইবনুল হাকাম মুসলিম শাসক ছিলেন, তার বাড়ীর সিলিং-এ তিনি নিশ্চয় দেব-দেবীর ছবি অঙ্কন করেননি কিংবা আল্লাহর সাথে সৃষ্টিকর্মে পাল্লা দেওয়ার নিয়তে ছবি অঙ্কনের আয়োজন করেননি, তবুও আবু হুরাইরা (রা) তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে প্রমাণিত হয় সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে পাল্লা দেয়ার উদ্দেশ্য না থাকলে কিংবা পূজা-অর্চনার নিয়ত না থাকলেও প্রাণীর ছবি অঙ্কন বা ভাস্কর্য নির্মাণ হারাম। কিন্তু কেন?

কারণ প্রাণীর আকৃতি নির্ধারণ (تصوير) ও তাতে প্রাণসৃষ্টি (خلق) নিরংকুশভাবে আল্লাহর কাজ। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর অন্যতম হল الخالق [স্রষ্টা] ও المصور [আকৃতিদানকারী]; শব্দদ্বয় অন্য কারো ওপর প্রয়োগ করা সঙ্গত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, هو الله الخالق البارئ المصور [তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক ও আকৃতিদানকারী]। **আল-খালিক** ও **আল-মুসাব্বির** এমন দু'টি গুণ যা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং যারা প্রাণীর ছবি আঁকে বা ভাস্কর্য নির্মাণ

---

৪১. ইবনু হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত

করে তারা যেন আল্লাহর গুণ তাসবীর ও খালক-এ কার্যত অংশীদারিত্ব দাবী করে। এ কারণে কিয়ামতের দিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিকর্মে ভাগ বসাতে চেয়েছিলে, এবার তোমাদের সৃষ্টিতে প্রাণ সঞ্চার কর। কিন্তু এটি স্বতঃসিদ্ধ যে কারো পক্ষে দুনিয়া বা আখিরাতে প্রাণসৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ফলে সে-চিত্রকর ও ভাস্কর্য নির্মাতাকে শাস্তি দেয়া হবে। ইবনুল আব্বাসের হাদীসে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রাণী ছাড়া অন্য কোন বস্তু যেমন, পাহাড়, বৃক্ষ সাগর কিংবা প্রকৃতি ও নিসর্গের অন্য কোন ছবি অঙ্কন হারাম নয়। প্রশ্ন জাগে: প্রাণী ও অপ্রাণীর মাঝে এহেন পার্থক্যের কারণ কি?

প্রাণীর ও অপ্রাণীর ছবির হুকুমের ভিন্নতার কারণ:

যদিও পৃথিবীর সকল অণু-পরমাণু আল্লাহর সৃষ্টি, তামাম সৃষ্টিকূল মিলে একটি পিঁপড়া বা মশা এমনকি মশার ডানাও সৃষ্টি করতে অক্ষম, তবুও জড় পদার্থসমূহ ব্যবহারোপযোগী করার ক্ষেত্রে কারো না কারো ভূমিকা থাকে। কিন্তু কোন নির্জীব বস্তুতে প্রাণ সঞ্চার করার কাজে কারো বিন্দুমাত্র অংশীদারিত্ব নেই। এ কারণে হাদীসে বলা হয়েছে, তারা একটি গমবীজ সৃষ্টি করুক না! প্রাণ সৃষ্টি তো বহু দূরের কথা!

সূরা আল-মু'মিনূনে মাতৃগর্ভে মানবসৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে; প্রথমে বীর্য তারপর রক্তপিণ্ড অতঃপর হাড়, তারপর মাংস সংযোজন-এ সকল পর্যায় একই ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যখনই রূহ ফুঁকে দেয়ার বিষয়টি এসেছে তখনই আল-কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি পাল্টে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيْنٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَكِيْنٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحمًا. ثُمَّ أنشَاناه خَلقًا آخَر فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الخَالِقِيْنَ.

'আমি মানুষকে মাটির নির্যাস হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড হতে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কতইনা কল্যাণময়! [আল-কুরআন ২৩: ১২-১৪]

একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, শুক্রবিন্দু থকে পূর্ণ অবয়ব পর্যন্ত মাতৃগর্ভে মানুষের শারীরিক গঠনের পর্যায়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে একই ঢং-এ; কিন্তু যখনই প্রাণ সঞ্চারের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তখনই বর্ণনাভঙ্গি পাল্টে গেছে- ثُمَّ أنشَاناه خَلقًا آخَر.

সারকথা হল, এই পৃথিবীর বস্তুনিচয় যদিও আল্লাহর সৃষ্টি, তবু নিষ্প্রাণ পদার্থে উপযোগ সৃষ্টিতে মানুষের হাত থাকতে পারে। কিন্তু নিষ্প্রাণ বস্তুতে প্রাণসৃষ্টি করে তাকে চলাফেরায় সক্ষম, অনুভূতিসম্পন্ন, দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ও বুদ্ধিসম্পন্ন করার পেছনে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো হাত নেই। আর এ কারণে প্রাণীর ছবি অঙ্কন সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে পাল্লা দেয়ার নামান্তর এবং তা হারাম বলে পরিগণিত।

ভাস্কর্য নির্মাণে বৈধতা জ্ঞাপনকারীদের কেউ কেউ বলেন, 'আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণতার পথে ধাবিত হওয়ার নামান্তর। যেমন রশিদ, করিম, মজিদ ইত্যাদি আল্লাহর নামাবলিতে যেসব গুণ বোঝায় মানুষের চরিত্রে সেগুলির প্রতিফলনের অর্থই হল মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। সে অর্থে মুসাব্বির বলতে যে ঐশিগুণ বোঝায় মানুষের চরিত্রে তার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা সঙ্গত নয়।'[৪২]

এ ধরণের বক্তব্য আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে অজ্ঞতার নামান্তর। মানুষকে আল্লাহর তাবৎ গুণে গুণান্বিত হতে বলা হয়নি। আল্লাহর গুণাবলির মাঝে অন্যতম হল, আল-কাহ্হার, আল-জাব্বার, ও আল-মুতাকাব্বির; তাই বলে মানুষকে কাহর (পরাক্রম), জাবর (প্রতাপ), ও তাকাব্বুর (অহঙ্কার)-এর গুণে গুণান্বিত হতে বলা হয়নি।[৪৩]

কিছু ছবি ব্যবহার করা বৈধ

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة تقول: دخل عليّ رسول الله (ص) وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة! أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.

৭) আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় পিতা (আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মদ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে আসলেন; তৎপূর্বে আমি ছবিবিশিষ্ট একটি পর্দা দিয়ে বাসার তাক ঢেকে রেখেছিলাম। এটি দেখে তাঁর মুখের রঙ পাল্টে গেল, তিনি পর্দাটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, হে আয়িশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচাইতে কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সমকক্ষ হতে চায়। 'আয়িশা (রা) বলেন, পর্দাটি কেটে আমি একটি বা দু'টি বালিশ বানিয়েছিলাম।[৪৪]

---

৪২. আবদুল বাছির, প্রাগুক্ত

৪৩. لعز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته 'গৌরব তাঁর (আল্লাহর) ইযার, অহঙ্কার তার চাদর, যে আমার সাথে বিবাদ করবে আমি তাকে আযাব দেব।' [সহীহ মুসলিম, কিতাব আল-বিরর ওয়া আল-সিলাহ ওয়া আল-আদাবঃ বাব তাহরীম আল-কিবর, খ. ৪, পৃ. ৩২৭-২৮]

৪৪. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৫৩৩

শব্দে ও বাক্যে সামান্য পরিবর্তনসহ হাদীসটি আল-বুখারী ও মুসলিম কয়েক স্থানে বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় দেখা যায় পর্দাটিতে ডানাওয়ালা ঘোড়ার ছবি ছিল।[৪৫] অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, পর্দা কেটে বালিশ বানানোয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপত্তি করেননি।[৪৬] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বালিশটি ব্যবহার করতেন।[৪৭]

أخبرنا أبو هريرة قال قال رسول الله (ص) أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين توطآن. ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله (ص).

৮) আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার কাছে জিবরীল (আ) এসে বললেন, গতরাতে আমি এসেছিলাম আপনার নিকট। আমাকে আপনার ঘরে ঢুকতে বাধা দিয়েছে কিছু বস্তু; আপনার ঘরের দরজায় এমন পর্দা ছিল যাতে মানুষের ছবি ছিল, ঘরে সচিত্র পর্দা ছিল আর ছিল কুকুর। দরজায় যে ছবি আছে তার মাথা কেটে ফেলতে বলুন যাতে সেটি গাছের আকৃতি ধারণ করে, পর্দাটি কেটে দু'টি বসার গদি বানাতে বলুন আর কুকুরটি বের করে দিতে বলুন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা-ই করলেন।[৪৮] আত্-তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ। আবু দাউদও প্রায় একই ভাষায় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[৪৯]

عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال، يا أبا عباس، إني انسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله يقول، سمعته يقول: من صور

---

৪৫. *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩২

৪৬. فلم يعب ذلك عليّ *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩২

৪৭. فكان رسول الله يرتفق عليهما *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩৪

৪৮. *সুনান আত-তিরমিযী*, বাব মা জাআ আন্নাল মালাইকাতা লা তাদখুল বায়তান ফিহী কালব ওয়া লা ছুরাহ (আল-মদীনাঃ মুহাম্মদ আবদুল মুহসিন আল-কাতবী ত.বি.) খ. ৪, পৃ. ২০১

৪৯. *সুনান আবু দাউদ*, খ.৪, পৃ. ৭৩

صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيئ ليس فيه روح.

৯) 'সাঈদ ইবনু আবিল হাসান হতে বর্ণিত, আমি ইবনুল আব্বাস (রা)-এর কাছে ছিলাম, হঠাৎ এক লোক এসে বলল, হে আবু আব্বাস! আমি এমন একজন মানুষ যার উপার্জন হয় হস্তশিল্পের মাধ্যমে; আর আমি এইসব ছবি আঁকি। জবাবে ইবনুল আব্বাস বললেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যা শুনেছি তোমাকে তা-ই বলব। আমি তাকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ছবি অঙ্কন করবে/ ভাস্কর্য নির্মাণ করবে, তাতে রূহ ফঁকে না দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন। অথচ কখনোই সে রূহ ফুঁকে দিতে পারবে না। [এ কথা শুনে] লোকটি মারাত্মকভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং তার চেহারা হলুদ হয়ে গেল। [তার এ অবস্থা দেখে] ইবনুল আব্বাস বললেন, 'তোমার জন্য আফসোস! তুমি যদি তা করতেই চাও তবে গাছপালার ছবি আঁক আর এমন বস্তুর ছবি আঁক যার প্রাণ নেই।'[৫০]

হাদীসটি আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকতা ও অতিরিক্ত তথ্যের কারণে ভিন্ন সূত্র হতে আবার উল্লেখ করা হল। লোকটি ছিলেন এক ইরাকী কর্মকার; তিনি ছবি আঁকতেন আর ভাস্কর্য বানাতেন। ইবনুল আব্বাসের কাছে এ বিষয়ে ফাতওয়া চাইলে তিনি সস্নেহে প্রশ্নকর্তাকে কাছে ডেকে আনেন। লোকটি কাছে এসে বসলে তার মাথায় হাত রেখে ইবনু আব্বাস তাকে চিত্রকরের শাস্তি সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী শুনিয়ে দেন। এতে লোকটি ভীষণ ভয় পেয়ে যান; তার এ অবস্থা দেখে ইবনুল আব্বাস তাকে নিজস্ব পেশা বহাল রেখে জীবিকা উপার্জনের পথ বাতলে দেন।

আমাদের দেশে মুসলিম নামধারী অনেকে আছেন যারা কোন সুযোগ পেলেই সাহাবায়ে কিরামের চরিত্র হরণের চেষ্টা করেন। পূর্বোক্ত সেই গবেষক ইবনুল আব্বাসের এই হাদীসটি উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, ইবনুল আব্বাস নাকি প্রশ্নকর্তাকে ভীষণ ধমক দিয়েছিলেন।[৫১] অথচ প্রকৃত বিষয়টি তার উল্টো। লোকটি হারাম কাজে লিপ্ত আছে জেনেও ইবনুল আব্বাস অত্যন্ত কোমলতা, স্নেহ ও সহৃদয়তার সাথে তার প্রশ্নের জবাব দেন।

---

৫০. সহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ৫২৬-২৭

৫১. আবদুল বাছির, প্রাগুক্ত

عن عائشة رضي الله عنها، قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي (ص)- وكان لي صواحب يلعبن معي-فكان رسول الله (ص) إذا دخل يَتَقَمعنَ منه، فيسرهن إلّي فيلعبن معي.

১০) 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘরে পুতুল নিয়ে খেলতাম-আমার কিছু সখী ছিল যারা আমার সাথে খেলত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ঘরে আসতেন তখন তারা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে আমার কাছে পাঠাতেন, তারা আবার আমার সাথে খেলত।[৫২]

৭ সংখ্যক হাদীসের ভিত্তিতে বলা যায় ছবি সম্বলিত কাপড় বা অন্য কোন বস্তুকে যদি টুকরো করে ছবির আকৃতি নষ্ট করা হয় তবে তা ব্যবহার করা বৈধ। তেমনি প্রাণীর ছবি যদি সম্মানজনক উপায়ে ব্যবহার না করে তুচ্ছ কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে তাও বৈধ। যেমন, বিছানার চাদর বা পাপোষে প্রাণীর ছবি থাকলেও তা ব্যবহার করা বৈধ। কিন্তু প্রাণীর ছবি সম্বলিত পর্দার কাপড় ব্যবহার কিংবা দেয়াল বা প্রাচীরে ছবি টাঙানো হারাম। ইসলাম মূর্তিপূজার সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করতে চায়। ছবি অঙ্কন, ছবি টাঙানো, ছবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ধীরে ধীরে ছবিপূজা, ব্যক্তিপূজা ও মূর্তিপূজার দিকে ধাবিত করে। ছবি বা প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে তাতে ফুল দেয়ার মাধ্যমে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিকে স্মরণ করার ফ্যাশন ইসলাম সমর্থন করে না। মানুষকে স্মরণ করার সর্বোত্তম উপায় হল তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন ছবি নেই। অথচ তাবৎ পৃথিবীর মানুষের মনে তাঁর স্মরণ চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

৮ সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে প্রাণীর ছবি বা ভাস্কর্যের মাথা কেটে ফেললে সেটি ব্যবহার করা যায়। ছবির মূল অংশ হল মাথা; মাথা কেটে ফেললে ছবি আর ছবি থাকে না। মাথা কেটে ফেললে ছবি বা ভাস্কর্য ব্যবহারের উপযোগিতাও হয়ত নষ্ট হয়ে যায়। এ বিধানের ওপর ভিত্তি করে আবক্ষ মূর্তি নির্মাণের বৈধতা দাবী করা যাবে না। আবক্ষ মূর্তি নির্মাণ হারাম।

৯ সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, গাছপালা ও অপ্রাণীবাচক বস্তুর ছবি আঁকা বৈধ। ইবনুল আব্বাস প্রশ্নকর্তা ভাস্করকে গাছ ও প্রাণহীন বস্তুর ছবি অঙ্কনের অনুমতি দিয়েছেন। এ হাদীসের প্রসঙ্গ টেনে পূর্বোল্লেখিত গবেষক ইবনুল আব্বাসের প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'গাছেরও প্রাণ আছে; সুতরাং

---

৫২. *সহীহুল বুখারী*, কিতাব আল-আদবঃ বাব আল-ইনবিসাত ইলা আল-আনাস, খ. ৩, পৃ. ২৪২

গাছের ছবি যদি আঁকা যায় তাহলে অন্য প্রাণীর ছবি আঁকতে অসুবিধা কোথায়?'[৫৩] ইবনুল আব্বাস প্রকৃতিবিষয়ক জ্ঞান সম্পর্কে এহেন বক্তব্য একেবারেই অজ্ঞতাপ্রসূত। গাছের যে প্রাণ আছে তা ইবনুল আব্বাস ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি গাছপালা ও প্রাণহীন বস্তুর কথা আলাদা করে বলেছেন। মুসলিমের বর্ণনানুসারে ইবনুল আব্বাসের বক্তব্য নিম্নরূপ: إن كنت لا بد فاعلا، فاصنع الشجر وما لا نفس له [তোমার যদি তা করতেই হয়, তবে গাছের ছবি আঁক আর এমন বস্তুর ছবি আঁক যার প্রাণ নেই।'] গাছপালাকে তিনি প্রাণহীন বস্তু মনে করলে প্রাণহীন বস্তু বলার পর আলাদাভাবে গাছপালার কথা বলতেন না। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় যে, ইবনুল আব্বাস অজ্ঞতাবশত গাছপালাকে প্রাণহীন বস্তু বলে গণ্য করেছেন, তবুও 'গাছের প্রাণ আছে; সুতরাং গাছের ছবি আঁকা বৈধ হলে অন্যান্য প্রাণীর ছবি আঁকাও বৈধ' এ যুক্তি মেনে নেয়া যায় না। কারণ গাছের প্রাণ থাকলেও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য নেই। এ কারণে বিজ্ঞানের আলোচনায় গাছপালা উদ্ভিদবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত; প্রাণীবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত নয়।

১০ সংখ্যক হাদীসের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম ক্ষুদ্র ভাস্কর্য আকারে নির্মিত শিশুদের খেলনা পুতুল ব্যবহার করা বৈধ বলে মত দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে কিছু মতান্তর রয়েছে। ইবনু বাত্তাল, দাউদী, ইবনু আল-জাওযীসহ 'আলিমগণের ক্ষুদ্র একটি দল বলেছেন, এই হাদীসটি মানসূখ।[৫৪] তাঁদের এ অভিমতের পক্ষে যুক্তি আছে। আয়িশা (রা) পুতুল নিয়ে খেলতেন বাল্যকালে। আর ছবিসম্বলিত পর্দা টাঙিয়েছেন অনেক পরে। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাইবর বা তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর এ ঘটনা সংঘটিত হয়। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় পুতুল খেলার বৈধতা দানের ঘটনাটি পূর্বের ঘটনা। অতএব ছবিসম্বলিত পর্দার হাদীস দ্বারা পুতুলের বৈধতার হাদীসটি মানসূখ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আরো কিছু ক্ষেত্রে ছবির ব্যবহার বৈধ, যেমন চিকিৎসা শিক্ষার উপকরণ হিসেবে প্রস্তুত প্রাণীর ছবিও বৈধ।

চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ সংক্রান্ত কিছু হাদীস উল্লেখ করার পাশাপাশি আহরিত বিধি-বিধানও উল্লেখ করা হল। এ পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক অথচ বিতর্কিত দু'টো বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

প্রাণীর ছবি আঁকার বৈধতাজ্ঞাপনকারীদের যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ হারাম হওয়ার বিষয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সেকাল ও একালের আলিমদের মাঝে কোন মতান্তর নেই। কিন্তু প্রাণীর ছবি অঙ্কনের

---

৫৩. আবদুল বাছির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৫৪. ইবনু হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ১০ পৃ. ৬০২

বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। পূর্বসূরি আলিমগণের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ এবং বর্তমান যুগে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের অনেক 'আলিম বলেন, যে কোন পন্থায় অর্থাৎ তুচ্ছভাবে হোক বা সম্মানজনক উপায়ে হোক- প্রাণীর ছবি ব্যবহার করা বৈধ। পূর্বসূরিদের মাঝে যারা এ অভিমত পোষণ করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (১০৯ হি.), আল-খাত্তাবী ও আল-মাক্কী। আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মদ, আবু বকর (রা)-এর পৌত্র ও মদীনার সাত ফকীহ-এর একজন। আয়িশা (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হওয়ায় তিনি তাঁর ফুফীর কাছ থেকে বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি খুবই গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তি। ইমাম নওয়াবী ও ইবন হাজর বলেছেন, আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ প্রাণীর ছবি আঁকা বৈধ মনে করতেন। এ দাবীর পক্ষে আমি আল-কাসিম-এর কোন বক্তব্য খুঁজে পাইনি। তবে জীবনের একটি ঘটনার দৃষ্টান্ত দেয়া হয় এবং দাবী করা হয় যে, তিনি প্রাণীর ছবি ব্যবহার বৈধ মনে করতেন। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

عن ابن عون: دخلت علي القاسم وهو بأعلى مكة في بيته فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء.

'ইবনু 'আউন বলেন, 'আমি আল-কাসিম (ইবনু মুহাম্মাদ)-এর আপার মক্কাস্থ বাড়ীতে প্রবেশ করলাম; দেখলাম তার বাড়ীতে বাসর শয্যা তৈরি করা হয়েছে আর তাতে রয়েছে কুন্দুস (beaver) ও 'আনকা (griffin) পাখির ছবি।[৫৫]

ইবনু আবি শাইবা বিশ্বস্ত সূত্রে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু এর মতন বা মূলভাষ্য প্রত্যয় উৎপাদক নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ, হযরত আয়িশা (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইবনু আবি বকর মিসরের গভর্নর থাকাকালে মুয়াবিয়া (রা)-এর অনুসারীদের হাতে নিহত হন। অনেক ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে আল-কাসিম মদীনায় নীত হন এবং তাঁর স্নেহময়ী ফুফী আয়িশা (রা)-এর কাছে প্রতিপালিত হন। তিনি আয়িশা (রা) হতে অনেক হাদীসও বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয় মদীনার প্রসিদ্ধ সাত ফকীহ-এর একজন ছিলেন তিনি। মক্কায় তাঁর কোন বাড়ি ছিল, এমন তথ্য আমাদের অনুসন্ধানে পাওয়া যায়নি। এ বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে কুন্দুস ও আনকা পাখীর ছবি ছিল حجلة-এ। حجلة -এর অর্থ হল নববধুর জন্য তৈরি পর্দাঘেরা চোরকুঠুরি (ধষপড়াব)। এতে বুঝা যায় ঘটনাটি ছিল বিয়ের অনুষ্ঠানের। কিন্তু এটি কার বিয়ের অনুষ্ঠান তা অবশ্য জানা যায়নি। আল-কাসিমের নিজের বিয়ে না তার কোন সন্তানের বিয়ে। এ ঘটনাকে সাধারণ দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। কারণ বিয়ের অনুষ্ঠানে কিছুটা সাজসজ্জা

---

৫৫. ইবনু আবি শাইবা, *আল-কিতাব আল-মুসান্নাফ ফি আল-আহাদীস ওয়া আল-আছার* (বৈরুতঃ দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা ১৯৯৫) খ. ৫ পৃ. ২০৮

করা হয় এবং অনেক সময় তাতে গৃহকর্তার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। প্রাণীর ছবির বৈধতার স্বপক্ষে আল-কাসিমের স্পষ্ট কোন উক্তি পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে এই ঘটনার ওপর ভিত্তি করে এটি নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই যে আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ প্রাণীর ছবি ব্যবহার করা বৈধ মনে করতেন।

আল-কাসিমকে বাদ দিয়েও পূর্বসূরিদের ক্ষুদ্র একটি দল পাওয়া যায় যারা প্রাণীর ছবি বৈধ মনে করতেন। আর আধুনিক যুগের মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 'আলিম মনে করেন, প্রাণীর ছবি বৈধ। ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলী (১৯৩২-) ও আল-সায়্যিদ সাবিক প্রাণীর ছবির বৈধতার স্বপক্ষে কিছু যুক্তি দিয়েছেন আমরা সেগুলি পর্যালোচনা করব।

যুক্তি ১: আবু তালহা আনসারীর হাদীস

أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه، ومع بسر عبيد الله الخولاني، أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله (ص) قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة.

قال بسر: فمرض زيد بن خالد، فعدناه، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال: إنه قال: إلا رقما في ثوب، ألم تسمعه؟ قلت: لا. قال: بلى، قد ذكر ذلك.

বুসর ইবনু সাঈদ বর্ণনা করেছেন, তাঁর সাথে 'উবাইদুল্লাহ আল-খাওলানী ছিলেন, তাঁদের কাছে যায়েদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আবু তালহা (রা) বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 'যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'

বুসর বলেনঃ যায়েদ ইবনু খালিদ একবার অসুস্থ হলে আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। হঠাৎ দেখলাম আমরা ছবিওয়ালা এক পর্দার সামনে। আমি 'উবাইদুল্লাহকে বললাম, যায়েদ না আমাদেরকে ছবির ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেছেন? [এখন তাঁর ঘরের পর্দায় ছবি কেন?] তিনি ['উবাইদুল্লাহ] বললেন, তিনি বলেছিলেন, কাপড়ে অঙ্কিত রেখা ব্যতিত। আপনি শুনেন নি? বুসর বললেন, না। 'উবাইদুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, তিনি এই বাক্যটি উল্লেখ করেছিলেন।[৫৬]

এ হাদীসটি আল-বুখারী ও মুসলিম কয়েকস্থানে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া মুসনাদে আহমদ ও চার সুনানেও হাদীসটি এসেছে। বিখ্যাত সাহাবী আবু তালহা আনসারী (রা)

---

৫৬. সহীহ মুসলিম খ. ৩, পৃ. ৫৩১

হলেন এ হাদীসের প্রথম রাবী। দ্বিতীয় রাবী যায়েদ ইবনু খালিদও (রা) একজন সাহাবী। তাঁর দু'ছাত্র বুসর ইবনু সাঈদ ও 'আবদুল্লাহ আল-খাওলানী দু'জনেই তাবি'ঈ। অর্থাৎ এ হাদীসের সনদে দু'জন সাহাবী ও দু'জন তাবি'ঈ রয়েছেন। 'আবদুল্লাহ আল-খাওলানী উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা)-এর পালিত পুত্র। হাদীসটির সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু এ হাদীসের মূলভাষ্যের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যে বাক্যের ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক সেটি হচ্ছে: إلا رقما في ثوب

বাক্যটির সাদামাটা অর্থ হল কাপড়ে অঙ্কিত রেখা ব্যতিত। অর্থাৎ, কাপড়ের ওপর রেখাঙ্কিত ছবি বৈধ।

যারা প্রাণীর ছবি বৈধ বলে মত প্রকাশ করেন তারা বলেন, ثوب শব্দটি সাধারণভাবে যে কোন ধরণের কাপড়কে বুঝায়। তেমনিভাবে رقم শব্দ দ্বারা কাপড়ে ছাপ দেওয়া যে কোন ছবি বোঝায়। অতএব প্রাণীর ছবি হোক বা অপ্রাণীর ছবি হোক তা যদি কাপড়ে ছাপ আকারে থাকে তাহলে তা বৈধ। সে কাপড় বিছানার চাদর, দেয়ালের পর্দা কিংবা পরিধেয় বস্ত্র যা কিছুই হোক না কেন। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (১৮৮৪-১৯৫৩) কিয়াসের সূত্র ব্যবহার করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে কাপড়ের ওপর ছবি আঁকা হত। বর্তমানে কাপড়ের স্থান দখল করেছে কাগজ। সুতরাং কাগজের ওপর আঁকা যে কোন মাধ্যমের যে কোন কিছুর ছবি বৈধ।[৫৭] ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলী ও আল-সায়্যিদ সাবিক বলেন, এ হাদীস দ্বারা আয়িশা (রা) বর্ণিত হাদসিটি মানসূখ হয়ে গেছে, যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছবিসম্বলিত পর্দা ছিঁড়ে ফেলতে বলেছিলেন।[৫৮]

পর্যালোচনা

সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম, যারা প্রাণীর ছবির বৈধতার বিপক্ষে, তারা উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইবনু হাজর আল-আসকালানী (রহ) বলেন: 'কাপড়ে প্রাণীর নকশার অনুমতির হাদীসটি [অর্থাৎ একটু আগে উল্লেখিত আবু তালহার হাদীস] নিষেধাজ্ঞার হাদীসের [আয়িশার হাদীস; এ প্রবন্ধের ৫ ও ৭ নং হাদীস] পূর্বের বর্ণনা হতে পারে।'[৫৯] সুতরাং নিষেধাজ্ঞার হাদীস তথা আয়িশা (রা)-এর হাদীসের মাধ্যমে আবু তালহার (রা) হাদীসটি মানসূখ [রহিত] হয়ে গেছে। ইবনু হাজরের এ সমন্বয় গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ হাদীস বর্ণিত হওয়ার সময় নিশ্চিতভাবে না জেনে একটিকে

---

৫৭. সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, (মুহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম চৌধুরী অনুদিত), *মুর্তি ছবি ও আলোকচিত্র'* ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, এপ্রিল-জুন ১৯৬৩, পৃ. ৫২৯-৫৫০

৫৮. ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬৭১; সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহ আল-সুন্নাহ*, খ. ২, পৃ. ৫৬-৫৭

৫৯. ইবনু হাজর আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪৪৪

অপরটির নাসিখ [রহিতকারী] বলা যায় না। আবু তালহা (রা) ও আয়িশা (রা)-এর হাদীসদ্বয়ের কোনটি আগের আর কোনটি পরের তা আমাদের জানা নেই। হাদীসের গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। অতএব ছবির বৈধতা জ্ঞাপনকারীরা যে যুক্তি দিচ্ছেন, 'আবু তালহার (রা) হাদীস দ্বারা আয়িশার (রা) হাদীস রহিত' সেটি যেমন গ্রহণযোগ্য নয়; তেমনি ইবনু হাজরের বক্তব্যও সমর্থনযোগ্য নয় যাতে উল্টো দাবী করা হয়েছেঃ আয়িশার হাদীস দ্বারা আবু তালহার (রা) হাদীস মানসূখ হয়েছে। ইমাম নওয়াবী ভিন্ন এক ব্যাখ্যা দিয়েছেনঃ

وجوابنا وجواب الجمهور عنه: أنه محمول علي رقم علي صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان

'আমাদের [শাফিঈ-এর অনুসারী] ও সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিমের জবাব হলঃ আবু তালহার (রা) হাদীসটি গাছপালা ও এমন বস্তুর ছবির ব্যাপারে প্রযোজ্য যার প্রাণ নেই।[৬০] অর্থাৎ إلا رقما في ثوب বলতে কাপড়ের ওপরে তোলা গাছপালা ও প্রাণহীন বস্তুর ছবি বোঝানো হয়েছে।

ইমাম নওয়াবীর এ ব্যাখ্যার পক্ষে যুক্তি রয়েছে। লক্ষ্য করুন, ব্যতিক্রমের বাক্যাংশটি অর্থাৎ إلا رقما في ثوب আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে শুনেছেন এমন কোন বক্তব্য হাদীসে নেই। খুব সম্ভবত আবু তালহা (রা) গাছপালা ও অপ্রাণীর ছবির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুমোদনের বিষয়টি জানতেন। তাঁর হাদীস শুনে শ্রোতা যেন মনে না করে যে সকল ছবি হারাম, সেজন্য إلا رقما في ثوب বাক্যাংশটি তিনি যোগ করেছেন। অতএব হাদীসটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে নিম্নরূপঃ যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। তবে কাপড়ে অঙ্কিত গাছপালা বা অপ্রাণীর ছবি এই হুকুমের ব্যতিক্রম। এ ব্যাখ্যার ফলে এ হাদীস ও ছবি সংক্রান্ত অন্য হাদীসগুলোর মাঝে কোন বৈপরিত্য থাকল না। আবু তালহার হাদীসে বুসর (রহ)-এর শব্দচয়নও আমাদের এ ব্যাখ্যা সমর্থন করছে। আবার লক্ষ্য করুন, যায়েদ ইবনু খালিদের বাড়িতে বুসর প্রাণীর ছবি দেখতে পেয়েছিলেন, এমন দাবী করেননি। তিনি বলেছেন, পর্দায় ছবি দেখতে পেয়েছেন এবং এটা খুবই সম্ভব যে, ঐ পর্দায় গাছপালা বা অন্য কোন অপ্রাণীর ছবি ছিল। অতএব প্রিন্ট বা ব্লকের মাধ্যমে কাপড়ের ওপর তোলা প্রাণীর ছবিকে বৈধ বলা যাবে না। আজকাল তরুণরা বিভিন্ন ব্যক্তির ছবিসম্বলিত টি শার্ট পরিধান করে, সেগুলির ব্যবহার বৈধ বলা যাবে না। আল্লামা সোলায়মান নদভী যে কিয়াস করেছেন তাও যুক্তিসঙ্গত নয়। আজকাল কাগজের ওপর যে ছবি তোলা হয় তা إلا رقما في ثوب এর আওতায় পড়ে না। তাই إلا رقما في ثوب -এর ওপর কিয়াস করে কাগজের ওপর চিত্রিত সব ধরণের ছবির বৈধতা দেয়া যেতে পারে না।

---

৬০. *সহীহ মুসলিম বিশরহ আল-নওয়াবী*, খ. ৭, পৃ. ৩৪১-৪২

যুক্তি ২: আয়িশা রা.-এর হাদীস

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসকেও প্রাণীর ছবির বৈধতার পক্ষে দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়:

عن سعيد بن هشام عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله (ص) حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا.

সাঈদ ইবনু হিশাম, আয়িশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের একটি পর্দা ছিল যাতে পাখীর ছবি ছিল। বাসায় প্রবেশকালে সেটি সামনে পড়ত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, এটি পাল্টিয়ে দাও; কারণ যখনই আমি ঘরে ঢুকতে গিয়ে এটি দেখি তখনই আমার দুনিয়ার কথা মনে পড়ে।[৬১]

এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে, পাখীর চিত্র সম্বলিত পর্দার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যথেষ্ট কোমল মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। তিনি পর্দাটি সরিয়ে দিতে বলেছেন এ কারণে যে ওটি তাঁর মনে দুনিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলী ও সায়্যিদ সাবিক বলেন এটি পরবর্তী সময়ের হাদীস যা দ্বারা পূর্বোক্ত নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলি রহিত হয়ে গেছে। প্রাণীর ছবিসম্বলিত পর্দা বর্জন করা তাকওয়ার নিদর্শন; এটি অবশ্য পালনীয় কোন বিষয় নয়। আর তাই প্রাণীর ছবি আঁকা ও ব্যবহার করা বৈধ।

পর্যালোচনা

পরস্পর বিরোধী হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের কিছু পন্থা রয়েছে যা উসূলে হাদীসের গ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদীসের কোন একটি আগে ও অপরটি পরে বর্ণিত হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জানা গেলে পরেরটিকে নাসিখ ও পূর্বেরটি মানসূখ বলে গণ্য করে পরেরটির ওপর 'আমল করা যায়। ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলী ও সায়্যিদ সাবিক কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে দাবী করেছেন এ হাদীসটি পরবর্তী সময়ের। হাদীস বা ইতিহাসের কোন গ্রন্থে এ দাবীর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। মনগড়াভাবে একটি হাদীসকে পূর্বের দাবী করে তার কার্যকারিতা রহিত করার প্রচেষ্টা খুবই দুঃখজনক।

আয়িশা (রা) কর্তৃক ছবিসম্বলিত পর্দা টাঙানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হাদীসসমূহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঘটনা বলে মেনে নেয়া যায় না। ড. যুহাইলী ও সায়্যিদ সাবিক-এর মতানুসারে আমরা যদি ধরে নিই নিষেধাজ্ঞার হাদীসসমূহ (এ প্রবন্ধের ৫ ও ৭ সংখ্যক

---

৬১. *সহীহ মুসলিম*, খ. ৩, পৃ. ৩৫২

হাদীস) পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাহলে ব্যাপারটা কি দাড়াচ্ছে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আয়িশা (রা)-কে প্রাণীর ছবিওয়ালা পর্দাটি ছিঁড়ে ফেলতে বলেন বা নিজে ছিঁড়ে ফেলেন। আয়িশা (রা) সেটি কেটে বালিশ বানালেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, চিত্রকর কিয়ামত দিবসে সবচাইতে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত মানুষের দলভুক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এসব জানার পরও আয়িশা (রা) পরবর্তীতে আবার ছবিবিশিষ্ট পর্দা ঝুলাবেন আর সেটি দেখে রাসূলুল্লাহ বলবেন, এটি আমাকে দুনিয়ার কথা স্মরিয়ে দেয়-এটা কি মেনে নেয়া যায়? বস্তুত আয়িশা (রা) কর্তৃক ছবিবিশিষ্ট পর্দা ঝুলানোকে কেন্দ্র করে যে হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে বর্ণিত হাদীস বলে গণ্য করা সম্ভব নয়। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হলেও সকল হাদীস একই ঘটনার প্রেক্ষিতে বর্ণিত হয়েছিল এবং এগুলির মাঝে সমন্বয় সাধন খুবই সহজ। আয়িশা (রা) কর্তৃক ছবিওয়ালা পর্দা ঝুলানোকে কেন্দ্র করে কঠিন বা সহজ ভাষায় যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধনের সুবিধার্থে আমরা সেগুলো একত্রে উপস্থাপনে সচেষ্ট হব। আশা করি পাঠকগণ অধৈর্য হবেন না।

عن سعيد بن هشام عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخله استقبله فقال لي رسول الله (ص): حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا.

ক) 'সা'ঈদ ইবনু হিশাম, আয়িশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের একটি *পর্দা ছিল যাতে পাখির ছবি ছিল*। কেউ বাসায় ঢুকলে পর্দাটি তার সামনে পড়ত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, এটি সরিয়ে দাও; *কারণ বাড়ীর ঢুকতে গিয়ে যখনই আমি এটি দেখি দুনিয়ার কথা মনে পড়ে।*[৬২]

এ হাদীসে প্রাণীর ছবির ব্যাপারে কোমল মনোভাব প্রদর্শিত হয়েছে। এর ভিত্তিতে কেউ কেউ বলেন, প্রাণীর ছবি ব্যবহার করা বৈধ।

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قدم رسول الله (ص) من سفر وقد سترت علي بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فترعته.

খ) 'হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় পিতা 'উরওয়া হতে, তিনি 'আয়িশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার সফর থেকে ফিরে আসলেন। ইত্যবসরে *ডানাওয়ালা ঘোড়ার ছবি*

---

৬২. সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ৫৩২

সম্বলিত একটি পর্দা ঝুলিয়েছিলাম দরজায়। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি *সেটি খুলে ফেললাম*।[৬৩]

এ হাদীস থেকে জানা গেল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশে আয়িশা (রা) ছবিবিশিষ্ট পর্দাটি খুলে ফেলেন।

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة تقول: دخل عليّ رسول الله (ص) وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة! إن أشد الناس عذابا يوم القيمة الذين يضاهون بخلق الله.

গ) আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় পিতা আল-কাসিম হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি আয়িশা (রা) কে বলতে শুনেছেন: রাসূলুল্লাহ আমার ঘরে আসসেন; *তৎপূর্বে আমি আমার একটি তাক ঢেকেছিলাম ছবিওয়ালা পর্দা দিয়ে।* তিনি যখন দেখলেন সেটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং মুখের রং পাল্টে গেল, বললেন: হে আয়িশা (রা), *কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর নিকট সবচাইতে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে যে আল্লাহর সৃষ্টি সদৃশ কিছু বানাতে চায়*।[৬৪]

এ হাদীসে চিত্রকরের শাস্তিও বর্ণিত হয়েছে।

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، قالت: دخل النبي عليّ وقد سترت نمطا فيه تصاوير فنحّاه فاتخذت من وسادتين.

ঘ) 'আবদুর রহমান ইবনু আল-কাসিম হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় পিতা হতে, তার পিতা আয়িশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে আসলেন, তৎপূর্বে আমি একটি *ছবিবিশিষ্ট চাদর পর্দা বানিয়েছিলাম*। *তিনি সেটি সরিয়ে দেন*। অতঃপর আমি তা দিয়ে দু'টি বালিশ বানিয়েছিলাম।

এ বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ছবিওয়ালা চাদরটি কেটে আয়িশা (রা) দু'টি বালিশ (কভার) বানিয়েছিলেন।

عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله (ص) قام على الباب فلم يدخل، فعرفتُ أو فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت، يا رسول الله! أتوب إلي الله وإلي رسوله. فماذا أذنبت؟ فقال

---

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩২

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৩

رسول الله، ما بال هذه النمرقة؟ فقالت، اشتريتها لك، تقعدها وتوسدها، فقال رسول الله (ص)، إن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال لهم، احيوا ما خلقتم. ثم قال، إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.

ঙ) নাফি', আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আয়িশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি একটি ছোট গদি কিনেছিলেন যাতে ছবি ছিল; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সেটি দেখলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। তিনি [আয়িশা] তাঁর [রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর] চেহারায় নারাজির ভাব দেখে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট তওবা করছি। আমি কী পাপ করেছি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'এ গদি কেন?' আয়িশা (রা) বললেন, 'আমি এটি আপনার জন্য কিনেছি, যেন আপনি এর ওপর বসতে পারেন আর মাথায় দিতে পারেন।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ 'এইসব ছবির নির্মাতাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের সৃষ্টিতে প্রাণ সঞ্চার কর।' অতঃপর তিনি বললেন, 'যে ঘরে ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'[৬৫]

আয়িশা (রা) কর্তৃক ছবিবিশিষ্ট পর্দা ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনা একত্র করা হল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, এগুলোকে বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ বলা সম্ভব নয়। সামান্য পর্যালোচনাতেই আমরা দেখতে পাব এগুলো একই ঘটনার বিবরণের ভিন্ন প্রকাশ মাত্র এবং এগুলি সমন্বিতরূপে উপস্থাপন করা খুবই সহজ।

আয়িশা (রা) কি কিনেছিলেন?

বিভিন্ন বর্ণনা একত্রিত করলে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার কোন এক যুদ্ধে (খাইবর বা তবুক) বের হয়েছিলেন। তখন আয়িশা (রা) ছবিওয়ালা একটি কাপড় কিনেছিলেন। সে কাপড়টি কি ছিল? সেটি কি ছিল দরজা বা তাকের পর্দা না বিছানার চাদর না বালিশের কভার? এক এক বর্ণনায় এক এক শব্দ এসেছে: কোন কোন বর্ণনাকারী বলেছেন ستر (পর্দা), কেউ বলেছেন قرام, কেউ বলেছেন نمط, কোন কোন বর্ণনায় এসেছে درنوك আবার কেউ বলেছেন: نمرقة। قرام, درنوك, ও نمط সমার্থবোধক শব্দ। এগুলো যেমনিভাবে *পর্দা* নির্দেশ করে তেমনিভাবে *বিছানার চাদরও* বুঝায়। পক্ষান্তরে ستر শব্দ দ্বারা শুধু *পর্দা* আর نمرقة দ্বারা *বিছানায় ব্যবহৃত গদি* বুঝায়। বর্ণনাসমূহ পর্যালোচনায় মনে হয় যে, বিছানার চাদরের অংশ

---

৬৫. *সহীহ মুসলিম*, খ.৩, পৃ. ৫৩৪

দিয়ে আয়িশা (রা) পর্দা বানিয়েছিলেন। আর তাই তিনি এবং তাঁর ছাত্র আল-কাসিম এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যা দু'অর্থকে শামিল করে; তারা قرام, درنوك ও نمط-এর যে কোন একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সাঈদ ইবনু হিশাম ও আব্দুর রহমান ইবনুল কাসিম কোন কোন বর্ণনায় ستر শব্দ ব্যবহার করেছেন যা শুধু পর্দার জন্য নির্দিষ্ট; আর নাফি' ব্যবহার করেছেন نمرقة যা বিছানার গদির জন্য নির্দিষ্ট। আরো দেখার বিষয় হল নাফি' ব্যতিত আল-কাসিমের অন্য ছাত্ররা قرام, ستر , درنوك ও نمط শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেবল নাফি' نمرقة শব্দ ব্যবহার করেছেন। এতে বুঝা যায় নাফি' রিওয়ায়াহ বিল মা'না [শব্দে শব্দে বর্ণনা না করে অর্থগতভাবে বর্ণনা করা।] করেছেন।

ছবিওয়ালা পর্দা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন ভাষায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখে কখনো মনে হয় প্রাণীর ছবি ব্যবহার হারাম; কখনো মনে হয় হারাম নয়, তাকওয়ার খেলাফ। উপর্যুক্ত হাদীসগুলো যদি একই ঘটনার ভিন্ন বিবরণ হয় এহেন পরস্পর বিরোধী উক্তিসমূহের মাঝে কীভাবে সমন্বয় করা যাবে?

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন এক যুদ্ধে বের হলেন। এ সময় আয়িশা (রা) গৃহসজ্জার কিছু কাজ সম্পাদন করলেন। মহিলারা সাধারণত গৃহসজ্জার ব্যাপারে যত্নবান হয়ে থাকে। তিনি ছবিওয়ালা একটি কাপড় কিনলেন; তারপর এর এক অংশ দিয়ে দরজার পর্দা বানালেন আরেক অংশ দিয়ে ঘরের তাক ঢাকলেন। অন্য একটি অংশ দিয়ে গদির কভার বানালেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফর থেকে ফিরে এ বস্তুগুলো দেখে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। উপরের হাদীসগুলিতে (ক থেকে ঙ) যে প্রতিক্রিয়া বর্ণিত তার সবগুলো তিনি একইসাথে প্রকাশ করেছিলেন; একেক রাবী একেক অংশ বর্ণনা করেছেন।

ধরা যাক্ সর্বপ্রথম তিনি ছবিযুক্ত পর্দা প্রত্যাখ্যান করার কারণ বর্ণনা করেন এই বলে যে, চিত্রকররা কিয়ামাত দিবসে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে। তারপর তা অপছন্দ করার আরো একটি কারণ বর্ণনা করেন এই বলে যে, তা দুনিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তারপর তৃতীয় এক বাক্য দ্বারা তিনি এই যুক্তিকে আরো শাণিত করেন: আল্লাহ আমাদেরকে মাটি আর পাথরকে কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত করতে বলেননি। এভাবে ব্যাখ্যার মাধ্যমে পরস্পরবিরোধী বর্ণনাসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন করা যায়। যেসব হাদীস বিভিন্ন রাবী থেকে বর্ণিত হয় তাতে এই ধরণের বর্ণনাভেদ পাওয়া যায়। রাবীগণ মূল বক্তব্য ও প্রধান ঘটনার দিকে নজর দিতেন; ফলে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো অনেক সময় গৌণ হয়ে পড়ত। এ কারণে হাদীসের মান ক্ষুণ্ন হয় না।

যুক্তি ৩: প্রথম দিকে মূর্তিপূজার পুনরাগমণের আশঙ্কায় প্রাণীর ছবির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মূর্তিপূজার প্রভাব বিলোপ হওয়ায় প্রাণীর ছবি রাখার অনুমতি দেওয়া হয়।

আল্লামা সোলায়মান নদভী অত্যন্ত জোরালোভাবে এই যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক যুগে মদ্যপান নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে মদপাত্রের ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হয়; পরবর্তীতে মদের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি পাকাপাকিভাবে মুসলিম জনমানসে গেঁথে যাওয়ার পর মদপাত্র ব্যবহারের পুনরানুমতি দেয়া হয়। একই ঘটনা ঘটেছে কবর যিয়ারতের ক্ষেত্রে। প্রথমদিকে কবরপূজার আশঙ্কায় কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করা হয়; পরবর্তীতে কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়।

আল্লামা নদভী আরো বলেন, আরবে সেকালে প্রধানত দেব-দেবীর ছবি আঁকা হত। তাই প্রথমদিকে মূর্তিপূজার আশঙ্কায় ছবির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে মূর্তিপূজা আরব থেকে সমূলে উৎপাটিত হলে ছবি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়।[৬৬] সায়্যিদ সাবিক ও ড. যুহাইলীও অনুরূপ যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

পর্যালোচনা

শরী'আহ-এর কোন বিধান যদি 'কারণ' সংশ্লিষ্ট হয় সে কারণটি (ইল্লাত) বিদ্যমান না থাকলে বিধানটি রহিত হতে পারে। ছবি নিষিদ্ধ করার একমাত্র কারণ মূর্তিপূজা নয়; কোন হাদীসে বলা হয়নি যে, মূর্তিপূজা চালু হওয়ার আশঙ্কায় ছবি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বরং বলা হয়েছে, প্রাণীর ছবি আঁকা সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার নামান্তর। আর এ কারণেই প্রাণীর ছবি আঁকা হারাম করা হয়েছে। এ প্রবন্ধেই আমরা এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছি। 'আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া'-এটি এমন একটি কারণ যা কোন কালের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাছাড়া শেষের দিকে ছবি রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে; সাহাবায়ে কিরামের কর্মনীতি দ্বারা তা প্রমাণিত হয় না। ইবনুল আব্বাস (রা) এক প্রশ্নকর্তাকে প্রাণীর ছবি আঁকতে নিষেধ করেন, আবু হুরাইরা (রা) মদীনার এক ঘরে ছবি দেখে চিত্রকরের শাস্তি সংক্রান্ত হাদীস স্মরণ করিয়ে দেন। এসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের অনেক পরে। এতে প্রমাণিত হয় পরের দিকে ছবি রাখার অনুমতির দাবীটি অসার।

এখানে আরো উল্লেখ করা যায়, মূর্তিপূজা প্রচলনের আশঙ্কায় যদি ছবি নিষিদ্ধ করা হয় তবে এই পরিস্থিতি এখনো বিদ্যমান; এখনো পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ দেব-দেবীর উপাসনা করে থাকে। তদুপরি জাতিসমূহের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মান সর্বদা

---

৬৬. সোলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত

সমান থাকে না। কোন জাতি বা মানবগোষ্ঠি আজ মূর্তিপূজামুক্ত আছে বলে ভবিষ্যতে কখনো তাদের মাঝে মূর্তিপূজা সংক্রমিত হবে না- এমন গ্যারান্টি দেয়া যায় না।

মোদ্দাকথা, প্রাণীর ছবির বৈধতার পক্ষের যুক্তিগুলো প্রত্যয় উৎপাদক নয়; ইমাম নওয়াবী বলেন, এটি বাতিল মত। হাফিজ ইবনু হাজার আল-আসকালানী অবশ্য কিছুটা মোলায়েম শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে এটি (مرجوح) অসমর্থিত অভিমত। আধুনিক যুগের 'আলিমগণের একদল অবশ্য তৃতীয় একটি ধারা অবলম্বন করেছেন; তাঁদের মতে প্রাণীর ছবি ব্যবহার হারাম নয়, মাকরূহ। এঁদের কেউ কেউ আবার আরেকটু এগিয়ে বলেছেন, এটি মাকরূহ তানযীহ, আল-কারযাভী এঁদের একজন। এ প্রসঙ্গে আলোচনা সমাপ্তির পূর্বে আমি দু'টি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিতে চাই:

قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة:

لقد أبعد غاية البعد من قال: إنّ ذلك محمول علي الكراهة، وأن التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان. وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده فلا يساويه في هذا التشديد. . . وهذا القول باطل عندنا قطعا. لأنه قد ورد في الأحاديث والأخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين. وانهم يقال لهم: احيوا ما خلقتم. وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل. وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام: المشبهون بخلق الله. وهذه علة عامة مستقلة مناسبة ولا تخص زمانا دون زمان. وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي.

ইবন দাকীক আল-'ঈদ *শরহুল 'উমদাহ* গ্রন্থে বলেন,

সত্য হতে অনেক দূরে রয়েছে ঐ ব্যক্তি যে বলে, এই নিষেধাজ্ঞা মাকরূহ পর্যায়ের; সেই যুগে ছবির ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হয়েছিল, কারণ তারা মূর্তিপূজার কাছাকাছি সময়ের লোক ছিলেন। এই যুগে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়েছে, এর ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর তাই ঐ কড়াকড়ি এখন থাকতে পারে না .. [ইবন দাকীক বলেন] এটি একেবারেই পরিত্যাজ্য অভিমত। কারণ হাদীসে চিত্রকরদের পরকালীন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সৃষ্টিতে প্রাণ সঞ্চার কর। ঐ বক্তা যা বলছে এ কারণটি তার বিরুদ্ধে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো পরিষ্কার বলেছেন, ওরা সৃষ্টিকাজে আল্লাহ-সদৃশ হতে চায়। এটি একটি সাধারণ কারণ যেটি সর্বযুগে প্রযোজ্য, এমন নয় যে কোন এক যুগে প্রাসঙ্গিক অন্যযুগে অপ্রাসঙ্গিক। স্বব্যাখ্যাত নসের ওপর আমরা কল্পিত অর্থ প্রয়োগ করতে পারি না।

'আল্লামা আহমদ শাকির বলেন:

هذا ما قاله ابن دقيق العيد منذ أكثر من ٦٧٠ سنة يرد على قوم تلاعبوا بهذه النصوص في عصره أو قبل عصره. ثم يأتي هؤلاء المفتون المضلون، وأتباعهم المقلدون الجاهلون، أو الملحدون الهدامون يعيدونها جزعة ويلعبون بنصوص الأحاديث كما لعب أولئك من قبل. ثم كان من أثر هذه الفتاوى الجاهلية أن ملئت بلادنا بمظاهر الوثنية كاملة، فنصبت التماثيل وملئت بها البلاد، تكريما لذكرى من نسبت إليه وتعظيما .. وكان من أثر هذه الفتوى الجاهلة أن صنعت الدولة وهي تزعم أنها دولة إسلامية في أمة إسلامية ما سمته مدرسة الفنون الجميلة أو كلية الفنون الجميلة، صنعت معهدا للفجور الكامل الواضح! ويكفي للدلالة على ذلك أن يدخله الشبان الماجنون من ذكور وإناث إباحيين مختلطين، لا يردعهم دين ولا عفاف ولا غيره، يصورون فيه الفواجر من الغانيات االلائي لا يستحيين أن يقفن عرايا، ويضطجعن عرايا.. ثم يقولون: هذا فن! لعنهم الله. ولعن من رضي هذا منهم وسكت عليه.

'৬৭০ বছরের চাইতে বেশি আগে ইবন দাকীক আল-'ঈদ এ বক্তব্য দিয়েছিলেন এমন এক দল সম্পর্কে যারা তার যুগে বা তার পূর্বে হাদীসের নস নিয়ে তামাশা করত। তারপর আসল ভ্রষ্ট মুফতিরা, তাদের মূর্খ অনুসারী কিংবা নাস্তিকরা যারা বারংবার একই কথা বলেছে এবং হাদীসের নস নিয়ে তামাশা করেছে যেমন তাদের পূর্বে ওরা করেছিল। এ মূর্খ ফতোয়ার পর আমাদের দেশগুলি পৌত্তলিকতার নিদর্শনে পরিপূর্ণ হয়ে পড়ল; মূর্তি স্থাপন করা হল আর তাতে ভরে গেল দেশ। সেই মূর্খ ফতোয়ার ফল দাঁড়াল এই, একটি দেশ মনে করে মুসলিমের দেশ ইসলামের দেশ, অথচ সেটিই আবার ফাইন আর্টস কলেজ প্রতিষ্ঠা করে; এটি যেন পূর্ণমাত্রার অশ্লীলতার কেন্দ্র! উদভ্রান্ত ও অধপতিত তরুণ-তরণীরা এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়, দীন-ধর্ম, শালীনতা বা লজ্জাশীলতার কোন ধার ধারে না। তারা গায়িকা-নায়িকা ও মডেলদের ছবি আঁকে যারা নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে বা শুয়ে পোজ দেয় আর বলে: এটি শিল্প! যারা এসবে সন্তুষ্ট থাকে আর বিনা প্রতিবাদে চুপ থাকে তাদের ওপর আল্লাহর লানত।[৬৭]

---

৬৭. এই উদ্ধৃতি দু'টি নেয়া হয়েছে, তকী আল-উসমানী, *তাকমিলাহ ফাতহ আল-মুলহিম* (দেওবন্দ: আল-মাকতাবা আল-আশরাফিয়া ১৯৯৪), খ. ৩, পৃ ১৬১

ভাস্কর্য কি বৈধ?

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোন কালের কোন ইমাম, মুজতাহিদ বা 'আলিম এ যাবৎ ভাস্কর্য বৈধ বলে অভিমত প্রদান করেননি। সুতরাং এ বিষয়ে 'আলিমদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। তবুও আধুনিক শিক্ষিত একদল মুসলিমের মনে এ বিষয়ে সংশয় আছে। সংশয়ের সূচনায় রয়েছে বিভিন্ন মুসলিম দেশের ছাত্রদের পাশ্চাত্যে অধ্যয়ন। মধ্যযুগেই পাশ্চাত্যে ব্যাপকহারে ভাস্কর্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। প্রথম দিকে ভাস্কর্য শিল্প ধর্মকেন্দ্রিক ছিল। মিকেলেঞ্জেলোর বিখ্যাত শিল্পকর্ম রয়েছে রোমের সিসটিন চ্যাপেলে। ভাস্কররা খৃস্ট ধর্মালম্বী হলেও শিল্প চর্চায় তারা ব্যাপক অশ্লীলতার আগমন ঘটিয়েছেন সেই মধ্যযুগে। আজো প্যারিসের যাদুঘরে দাউদ নবীর (আ) সম্পূর্ণ নগ্ন ছবি দেখতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের সুযোগ নিয়ে ঐ মহাদেশের গবেষকরা ইসলামী প্রাচ্যে ভাস্কর্য শিল্পের নমুনার সন্ধানে চষে বেড়ান। উদ্দেশ্য অনেক মহৎ: মুসলিমদের সোনালী যুগের শিল্পচর্চার প্রমাণ সংগ্রহ করা এবং এর মাধ্যমে মুসলিম মানসে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া যে, ভাস্কর্য নির্মাণে কোন বাধা ইসলামে নেই। মোল্লার অযথা এ ব্যাপারে শোরগোল করে। এ বিষয়টি মুসলিম মানসে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে পাশ্চাত্যের ন্যায় ইসলামী প্রাচ্যেও নগ্নতার সয়লাব বইয়ে দেয়া সম্ভব হবে। তাদের প্রচেষ্টা কিছুটা হলেও সফল হয়েছে; মৃত সাগরের উত্তর-পূর্বে উমাইয়াদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ *কুসাইর 'আমরা* ও ইরাকের *সামার্‌রায়* আব্বাসীয় খলিফাদের পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদে কিছু প্রাণীর মূর্তি বা দেয়ালে কিছু রিলিফ ওয়ার্ক পাওয়া যায়।[৬৮] এবার যায় কোথায়, প্রাচ্যবিদরা কোরাস শুরু করলেন, 'সেই যুগের মুসলিমরা যদি প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণ করতে পারেন এ যুগের মুসলিমদের অসুবিধা কোথায়?' এইতো গেল ঐতিহাসিক ভিত্তি। এরপর তারা ভাস্কর্য নির্মাণের পক্ষে দালিলিক প্রমাণ অনুসন্ধান শুরু করেন। প্রাথমিক যুগে *সনদ বা বর্ণনাসূত্র পর্যালোচনা বিদ্যা* পূর্ণতা পাওয়ায় আগে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তখন অনেক গ্রন্থকার প্রথানুসারে যে কোন তথ্য উপস্থাপনকালে একটি সনদ ব্যবহার করতেন। কিন্তু সেই সনদ বিশুদ্ধ কিনা তা যাচাই করতেন না। অবশ্য তখনো এই বিদ্যা পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেনি। তাছাড়া তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল অধিক পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করা যাতে পরবর্তী প্রজন্ম যাচাই-বাছাই করতে পারেন। ঐ সময়ের কিছু অখ্যাত ইতিহাস ও ভূগোল গ্রন্থে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, যেগুলোতে ছবির প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরামের নমনীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে

৬৮. Sir T. W. Arnold, *Painting in Islam* (New York, Dover Publications, Inc. 1965), pp. 29-30; Oleg Grabar, *The Formation of Islamic Art* (New Haven and London: Yale University Press 1987), pp.87-90

বলে দাবী করা হয়। এবারে তারা তৃতীয় প্রকল্পে হাত দেন: তা'হল চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপের হাদীসগুলির ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা। এরপর সম্মিলিত প্রোডাক্টটি বাজারে ছাড়া হয়। এ-এসাইনমেন্ট প্রথমে প্রয়োগ করা হয় পাশ্চাত্যে পড়তে যাওয়া প্রাচ্য-তরুণের ওপর। এই তরুণরা ততদিনে নিজের দেশের শিক্ষাদীক্ষা, কৃষ্টি-কালচার, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মূল্যবোধ সব বেমালুম হজম করে ফেলেছে। তারা পাশ্চাত্য জ্ঞান-গরিমা, শিল্প-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বে বিভোর। পাশ্চাত্যের দীক্ষা ঝুলিতে ভরে প্রাচ্য সন্তানরা নিজ দেশে ফিরে আসে। শিক্ষাদীক্ষায় প্রাগ্রসর হওয়ার ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে এরাই হলেন প্রাচ্য দেশগুলির হর্তাকর্তা। প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্ববিদ্যালয়। নতুন অনেক বিভাগ খোলা হল সেখানে; যাতে রয়েছে চারুকলা নামের একটি বিভাগ। এই বিভাগে বিভিন্ন শাখার শিল্প চর্চা করা হয়; শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকে আর ভাস্কর্য বানায়। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা এদের কাছে গৌণ। কিন্তু সমস্যা হয় যখন প্রকাশ্য স্থানে ভাস্কর্য স্থাপন করতে যায়। বাধ সাধে মোল্লারা! ব্যাস এবার যায় কোথায়? শুরু হয় পাশ্চাত্য পূজারীদের কোরাস: কাঠমোল্লা, মৌলবাদী, সেকেলে, ধর্মান্ধ ইত্যাদি গালিগালাজ। ক'দিন আগে বিমানবন্দর গোল চত্বরে ভাস্কর্য স্থাপন নিয়ে যখন শোরগোল হল তখন এঁদের সাথে কিছু নামধারী 'আলিম দেখা গেছে জীবনেও যাদের নাম শোনা যায়নি। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসমূহ তারা বিনা পর্যালোচনায় প্রত্যাখ্যান করে। এখানে নিরপেক্ষভাবে তাদের যুক্তিগুলি পর্যালোচনা করা হবে।

যুক্তি প্রদান পদ্ধতি

শুরুতে বলে রাখা ভাল ভাস্কর্যের বৈধতার পক্ষে যত যুক্তি দেয়া হয় তার বেশিরভাগ প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ Sir Thomas Arnold এর Painting in Islam গ্রন্থ হতে দেওয়া হয়। এ গ্রন্থের শুরুতে "The Attitude of The Theologians of Islam Towards Painting" শীর্ষক অধ্যায়ে স্যার থমাস আর্নল্ড ভাস্কর্যের বৈধতার যুক্তি দেন। সে যুক্তিগুলোই আমাদের দেশের ভাস্কর্যপন্থীরা উল্লেখ করছেন।

যারা বলেন, ইসলামে ভাস্কর্য নির্মাণে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই- তাদের যুক্তিগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়:

এক : ভাস্কর্যের পক্ষে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরামের যুগের কিছু ঘটনার বিবরণ উপস্থাপন;

দুই : ভাস্কর্যের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীস সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি;

তিন : মুসলিম দেশে ভাস্কর্য স্থাপনের উদাহরণ পেশ।

আমরা প্রতিটি যুক্তি উল্লেখ করব এবং পর্যালোচনা করে দেখব এগুলিতে কোন সারবস্তু আছে কীনা-

একঃ ভাস্কর্য নির্মাণের বৈধতার স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **ও সাহাবায়ে কেরামের যুগের কিছু ঘটনার বিবরণঃ**

কঃ মক্কাবিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **কা'বাঘরের সকল ছবি বিনষ্ট করতে নির্দেশ দেন; তবে তিনি মারয়াম (আ) ও ঈসা (আ)-এর ছবি মুছতে নিষেধ করেন।**

ভাস্কর্যের ইসলামী বৈধতার পক্ষে জনৈক কথাশিল্পী তাঁর লেখায় এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তিনি তার লেখায় বিখ্যাত এক গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়েছেন। সেটি হল ইবনু ইসহাক রচিত নবী-জীবনী যেটি *সীরাতে ইবুন ইসহাক* নামে সমধিক পরিচিত। তিনি বইটি আরবীতে পড়েননি। তিনি আলফ্রেড গিয়োম নামক বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ কর্তৃক অনূদিত *সীরাতে ইবনু ইসহাক* হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। গিয়োম, ইংরেজিতে অনূদিত বইটির নাম দিয়েছেন *লাইফ অভ মুহাম্মাদ*। আমরা এবার দেখব মি. গিয়োম কী অনুবাদ করেছেন আর ইবনু ইসহাক কী লিখেছিলেন।

মক্কা বিজয়ের সময় কা'বাঘর মূর্তিমুক্ত করার ঘটনা উল্লেখ প্রসঙ্গে গিয়োম লিখেছেনঃ

The apostle ordered that the pictures should be erased except those of Jesus and Mary.[69]

'রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মারইয়াম (আ) ও ঈসা (আ)-এর ছবি ব্যতিত সকল ছবি মুছে ফেলার নির্দেশ দেন।'

মূলগ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখার আগে গ্রন্থকার ইবনু ইসহাক সম্পর্কে যৎসামান্য আলোকপাত করা হচ্ছে-

ইবনু ইসহাক (১৫১/৭৬১) ছিলেন প্রথম ঐতিহাসিক যিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করেছিলেন। তিনি বৃহৎ একটি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য তাঁর গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি আজ অবধি পাওয়া যায়নি। ইবনু ইসহাক জ্ঞান অন্বেষণ ও প্রচারে কুফা, ফুসতাত, আলেকজান্দ্রিয়া ও বাগদাদসহ অনেক শহরে পরিভ্রমণ করেছেন। এইসব শহরে বহু শিষ্য তাঁর কাছে ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন। এ ছাত্রদের মাধ্যমে *সীরতে ইবন ইসহাকের* বিক্ষিপ্ত কিছু অংশ পরবর্তী ঐতিহাসিকদের কাছে পৌছে। *সীরতে ইবন ইসহাকের* একটি সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রস্তুত করেন ইবনু হিশাম (২১৩/৮২৮) যা *সীরাতে ইবনু হিশাম* নামে সমধিক পরিচিত। আল-ওয়াকিদী (৮২২ খৃ.), ইবনু জারীর আল-তাবারী (৩১০/৯২৩), মুহাম্মদ ইবনু সা'দ (২৩০/৮৪৫), মুসলিম ইবনু কুতাইবা, আল-বালাযুরী (৮৯২ খ.) ও ইবনু আল-আসীরসহ (১২৩৪

---

৬৯. Ibn Ishaq (Translated by Alfred Guillaume), *The Life of Mohammad* (Oxford University Press 1955), p. 552

খ.) অনেক ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাকের শিষ্যদের বরাতে তাঁর গ্রন্থ হতে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাছাড়া ইবনু হিশামের বাদ দেয়া অংশ হতে আল-আযরাকী (৮৩৭ খৃ.) মক্কা নগরী সংক্রান্ত বর্ণনাগুলি একত্র করেছেন তাঁর *আখবার মক্কা* গ্রন্থে। এতে বুঝা যায় *সীরাতে ইবনু ইসহাকের* পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক রূপ তাঁদের কাছে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে *সীরাতে ইবনু ইসহাকের* পাণ্ডুলিপি আর পাওয়া যায়নি।

এখন প্রশ্ন হল: গিয়োম কোথেকে *সীরাতে ইবনু ইসহাকের* ইংরেজি অনুবাদ করলেন?

প্রাচ্যবিদ Wüstenfeld কর্তৃক সম্পাদিত *সীরাতে ইবনু ইসহাকের* ইংরেজি অনুবাদ করেছেন গিয়োম। কিন্তু *সীরাতে ইবনু ইসহাক*-এর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তাহলে Wüstenfeld-ই বা *সীরাতে ইবনু ইসহাক* কোত্থেকে পেলেন, গিয়োমই বা কিভাবে অনুবাদ করলেন? গিয়োমের অনুবাদটি গভীর অভিনিবেশের সাথে অধ্যয়ন করলে ধরা যাবে যে এটি মূলত *সীরাতে ইবনু হিশামের* অনুবাদ। তবে গিয়োম কিছুটা চালাকি করেছেন; তাবারী, আল-আযরাকীসহ অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ ইবনু ইসহাকের সূত্রে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা হতে নির্বাচিত কিছু অংশ *সীরতে ইবন হিশামের* সাথে মিশিয়ে *সীরতে ইবন ইসহাক* বানিয়েছেন। সীরতে ইবন হিশামের সাথে কোন্ গ্রন্থের কোন্ অংশ জুড়ে দিয়েছেন তা মি. গিয়োম সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল-আযরাকীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি বোঝাতে Azr. এবং আত্ তাবারীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি বোঝাতে T ব্যবহার করেছেন। অতএব এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, যে গ্রন্থটিকে গিয়োম *সীরাতে ইবনু ইসহাক*-এর অনুবাদ নামে চালিয়ে দিয়েছেন সেটি আসলে *সীরাতে ইবনু ইসহাক*-এর অনুবাদ নয়। ওয়েলডান মি. গিয়োম! আর এখন পশ্চিমের এদেশীয় অনুসারীরা বলছেন, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বপ্রাচীন জীবনী গ্রন্থে রয়েছে যে, তিনি কা'বাঘরে মারইয়াম (আ) ও ঈসা (আ)-এর ছবি বহাল রাখতে বলেছিলেন। এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার হল যে, 'কা'বাঘরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক মারইয়াম (আ) ও ঈসা (আ)-এর ছবি বহাল রাখার ঘটনা সীরতে ইবন ইসহাকে পাওয়া যায়' এটি তথ্যভিত্তিক দাবী নয়।

তবে আল-আযরাকী (৮৩৪ খৃ.) এটি বর্ণনা করেছেন তার *আখবার মক্কা* গ্রন্থে।

আখবার মক্কা-এর দু'স্থানে বর্ণনাটি এসেছে। পর্যালোচনার সুবিধার্থে সনদসহ বর্ণনাগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে:

أخبرني بعض الحجبة عن مسافع بن شيبة بن عثمان أن النبي (ص) قال: يا شيبة! أمح كل صورة فيها إلا ما تحت يدي قال: فرفع يده عن عيسى بن مريم وأمه.

আমাকে জনৈক দ্বাররক্ষক সংবাদ দিয়েছেন, তিনি মাসাফি' ইবনু শাইবা ইবনু 'উছমান[৭০] হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) [মক্কা বিজয়ের দিন] বলেছিলেন, হে শাইবা! আমার হাতের নিচের ছবি ছাড়া অন্য সব ছবি মুছে ফেল।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাত সরিয়ে নিলে দেখা গেল ঈসা ইবনু মারইয়াম ও তদীয় মাতার (আ) ছবি।[৭১]

আল-আযরাকীর দ্বিতীয় বর্ণনা:

حدثني جدي عن سعيد بن سالم قال: حدثني يزيد بن عياض بن جعدبة عن ابن شهاب أن النبي (ص) دخل الكعبة يوم الفتح .. .. وو ضع كفيه علي صورة عيسى بن مريم وأمه عليهما السلام وقال: امحوا جميع الصور إلا ما تحت يدي فرفع يديه عن عيسى بن مريم وأمه.

'আমার দাদা বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনু সালিম হতে, তিনি বলেন: আমাকে ইয়াযিদ ইবনু 'আয়াজ ইবনু জু'দুবাহ বর্ণনা করেছেন ইবনু শিহাব যুহরী হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন কা'বাঘরে প্রবেশ করলেন.. তিনি ঈসা ইবনু মারইয়াম (আ) ও তাঁর মাতার (আ) ছবির ওপর দু'হাত রাখলেন এবং বললেন: সকল ছবি মুছে ফেলো তবে আমার দু'হাতের নিচের ছবি ছাড়া। তারপর তিনি ঈসা ইবনু মারইয়াম ও তাঁর মাতার ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলেন।[৭২]

আল-আযরাকীর এ বর্ণনা দু'টি পর্যালোচনা করা হবে। তৎপূর্বে মক্কা বিজয়োত্তর কা'বাঘর মূর্তিমুক্ত করার ঘটনা বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকদের বরাতে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপার মক্কা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। কা'বাঘরের চত্বরে এসে দেখলেন এর চারপাশে ৩৬০টি মূর্তি রয়েছে। আরবরা বছরের সংখ্যার সাথে মিল রেখে প্রতিমার সংখ্যা নির্ধারণ করেছিল। কা'বাঘরের দরজার সামনে ছিল হুবল-এর মূর্তি, তার পাশে ছিল ইসাফ ও নায়েলার মূর্তি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) جاء الحق وزهق الباطل إن

---

৭০. মাসাফি' ইবনু শাইবা' আল-আযরাকী এভাবেই উল্লেখ করেছেন। যদিও মাসাফি' শাইবার পুত্র নন; বরং পৌত্র। মাসাফি''র পিতার নাম আবদুল্লাহ। সুতরাং তাঁর পূর্ণনাম হবে মাসাফি' ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু শাইবা। তবে কোন ব্যক্তিকে পিতার দিকে সম্পর্কযুক্ত না করে দাদার দিকে সম্পর্কযুক্ত করার রেওয়াজ আরবে ছিল। সে-রেওয়াজ অনুযায়ী সম্ভবত আল-আযরাকী 'মাসাফি' ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু শাইবা'-এর পরিবর্তে 'মাসাফি' ইবনু শাইবা' উল্লেখ করেছেন।

৭১. আল-আযরাকী, *আখবার মক্কা* (মক্কা আল-মুকাররমা: মাতাবি' দার আল-ছাকাফাহ ১৯৯৬), খ. ১, পৃ. ১৬৮

৭২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.১৬৫

الباطل كان زهوقا বলতে বলতে একটি লাঠি বা তীর দিয়ে মূর্তিগুলোকে আঘাত করলেন; সাথে সাথে ওগুলি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। কা'বাঘরের অভ্যন্তরেও অনেক মূর্তি ছিল; সেগুলো অপসারণের পূর্বে তিনি কা'বাঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন। 'উমার (রা)-কে তিনি কা'বাঘর মূর্তিমুক্ত করার দায়িত্ব দেন। তিনি কা'বাঘরের দ্বাররক্ষক 'উসমান ইবনু তালহার কাছ থেকে চাবি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং সকল মূর্তি অপসারণ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ কা'বা-অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, দেখলেন কাঠের তৈরি একটি কবুতর; তিনি সেটি ভেঙ্গে ফেললেন। গণকের তীর হাতে ইবরাহীম (আ)-এর ছবি দেখে তিনি বললেন, 'আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করুন! ইবরাহীম (আ) কখনো তীর দিয়ে ভাগ্য গণনা করেননি।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে সকল মূর্তি অপসারিত হয়, সকল ছবি মুছে ফেলা হয়; উসমা ইবনু যায়েদ (রা) বালতিভরে পানি এনে দেয়াল ঘষে ছবিগুলো মুছে ফেলেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে জাফরান রং দিয়ে ছবিগুলো মুছে ফেলা হয়। খুজা'আ গোত্রের মূর্তিটি ছিল অনেক ওপরে। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাঁধে ওঠে সেটি ভেঙ্গে ফেললেন। এভাবে পৌত্তলিকতার চিহ্নমুক্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাবার অভ্যন্তরে দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন।

কা'বার ভেতরে কোন্ কোন্ নবীর ছবি/ভাস্কর্য ছিল সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করা দরকার।

নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইবনু খালদূন (১৩৩২-১৪০৬), ইবনুল আছীর ও ইবনু সা'দ নির্দিষ্টভাবে কোন নবীর মূর্তির কথা বলেননি।[৭৩] ইবনু হিশাম তীর হাতে ইবরাহীমের (আ) মূর্তির ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৪] আল-বুখারী, ইবন আবু শায়বা, ইবন কাছীর (১৩০১-১৩৭৩) ও আল-কাস্তলানীসহ অনেকে ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ.-এর মূর্তি থাকার কথা বলেছেন।[৭৫] আল-ওয়াকিদী ও আহমদ ইবনু হাম্বল যিশুমাতা মারইয়ামের ছবি ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৬] নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে

---

৭৩. ইবনু খালদূন, *কিতাব আল-'ইবার* (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-লুবনানি ১৯৮৬), খ. ৪, পৃ. ৮০৮; ইবন আল-আছীর, *আল-কামিল ফি আল-তারিখ* (বৈরুত: মুআস্সাসাহ আল-তারীখ 'আরাবী ১৯৯৪), খ. ১, পৃ. ৬১৮; ইবন সা'দ, *আল-তাবাকাত আল-কুবরা* (বৈরুত: দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-'আরাবী তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৩২০

৭৪. ইবনু হিশাম, *আল-সীরাহ আল-নাবাবিয়্যা* (বৈরুত: দার আল-খাইর ১৯৯৫), খ. ৪, পৃ. ৪২-৪৩

৭৫. ইবনু আবী শাইবা, প্রাগুক্ত খ. ৭, পৃ. ৪০৩-০৪; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়আ আল-নিহায়া* (বৈরুত: দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-'আরাবী তা.বি.), খ. ৪, পৃ. ৩৪৪-৪৬; আল-কাস্তলানী, *আল-মাওয়াহিব আল্লাদুনিয়্যাহ* (বৈরুত, দামেশক ও আম্মান: আল-মাকতাব আল-ইসলামী ১৯৯১), খ. ১; পৃ. ৫৮৪-৮৬; ইবন আল-কায়্যিম আল-জুযিয়্যাহ, *যাদ আল-মা'আদ* (বৈরুত: মুআসসাসাহ আল-রিসালাহ ১৯৯৭), খ.৩, পৃ. ৩৫৮

৭৬. আল-ওয়াকিদী, *কিতাব আল-মাগাযী* (বৈরুত 'আলম আল-কুতুব ১৯৮৪), খ. ২, পৃ. ৮৩৪; ইবন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৪৬

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং সকল ছবি মুছে ফেলা হয়:

فلم يدعوا أثرا من المشركين إلا محوه أو غسلوه

'মুশরিকদের কোন চিহ্ন তারা অবশিষ্ট রাখেননি, হয় মুছে ফেলেছেন নয় ধুয়ে ফেলেছেন।'[৭৭]

وأمر بالصور فمحيت

'তিনি ছবিগুলির ব্যাপারে নির্দেশ দেন অতঃপর সেগুলি মুছে ফেলা হয়।'[৭৮]

ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست

'তারপর তিনি ঐসব ছবির ব্যাপারে নির্দেশ দেন, অতঃপর সেগুলি মুছে ফেলা হয়।'[৭৯]

এখানে আরো অনেক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব যাতে প্রমাণিত হবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বাঘরে কোন ছবি বহাল রাখেননি। তিনি ছবি বহাল রাখতে পারেন না। এ লেখার শুরুতে আমরা দেখেছি বাড়িতে ছবি টাঙানোর কারণে তিনি ভীষণ রাগ করেছেন, এমনকি তাঁর চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি কা'বাঘরের মত পবিত্র স্থানে ছবি অবশিষ্ট রাখতে বলতে পারেন না। এসব প্রমাণাদি উপস্থাপনের পর আল-আযরাকীর বর্ণনা দু'টির জবাব না দিলেও চলে। তবুও স্বচ্ছতার স্বার্থে আল-আযরাকীর বর্ণনাগুলি যাচাই করে দেখা হবে।

পর্যালোচনার সুবিধার্থে আল-আযরাকীর বর্ণনাদু'টি আবার উল্লেখ করা হচ্ছে।

আল-আযরাকীর প্রথম বর্ণনা:

আমাকে জনৈক দ্বাররক্ষক সংবাদ দিয়েছেন, তিনি মাসাফি' ইবনু শাইবা ইবনু 'উসমান হতে হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ [মক্কা বিজয়ের দিন] বলেছিলেন, হে শাইবা, আমার হাতের নিচের ছবি ছাড়া অন্য সব ছবি মুছে ফেল।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাত সরিয়ে নিয়ে দেখা গেল ঈসা ইবনু মারইয়াম ও তদীয় মাতার (আ)- এর ছবি।

পর্যালোচনা

এ উদ্ধৃতির প্রথম বর্ণনাকারী হল জনৈক দ্বাররক্ষক; ইনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বর্ণনাকারী (مجهول الحال والذات)। এ ধরণের বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তদুপরি এ বর্ণনার মূলভাষ্য বা মতন ঐতিহাসিক বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এখানে দেখা

৭৭. ইবনু আবী শাইবা, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪০৬
৭৮. ইবনু কায়্যিম আল-জুযিয়্যা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৫৮
৭৯. ইবনু কাছীর, প্রাগুক্ত খ. ৪, পৃ. ৩৪৫

যাচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), শাইবাকে মারইয়াম (আ) ও ঈসা (আ) এর ছবি মুছতে বারণ করেছেন। এই শাইবা কে? শাইবা ইবনু 'উসমান ইবনু আবু তালহা ছিলেন কা'বাঘরের দ্বাররক্ষক 'উসমান ইবনু তালহার চাচাতো ভাই। শাইবার পিতা 'উসমান উহুদ যুদ্ধে কুরাইশ দলের সাথে অংশ গ্রহণ করেন এবং আলী (রা)-এর হাতে নিহত হন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুশরিক ছিলেন; শুধু তাই নয় 'ইকরামা ইবন আবু জাহলসহ একদল লোক সেদিন পালিয়ে গিয়েছিলেন। শাইবা হলেন তাঁদের একজন। পরবর্তীতে তিনি মুশরিক অবস্থায় হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকটবর্তী হন। বিষয়টি বুঝতে পেরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে হুঙ্কার দিয়ে থামিয়ে দেন, তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার হিদায়াতের জন্য প্রার্থনা করেন। শায়বাও ইসলাম গ্রহণ করেন। যে লোকটি মক্কা বিজয়ের দিন মুশরিক অবস্থায় পালিয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কা'বাঘরের মূর্তি অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন, এ ধরনের কল্পিত কাহিনী যে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য তা সহজেই অনুমেয়।[৮০]

এটি একটি অপকৌশল; ইসলামের ওপর কালিমা লেপনের জন্য প্রাচ্যবিদগণ সব সময় এ ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। বিশুদ্ধতম অসংখ্য বর্ণনা বাদ দিয়ে নিজেদের অপপ্রচারের পক্ষে যদি কোন অখ্যাত গ্রন্থের দুর্বলতম বর্ণনা পাওয়া যায় তবে তারা তা নিয়ে মাতামাতি করেন।

আল-আযরাকীর দ্বিতীয় বর্ণনা

'আমার দাদা বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনু সালিম হতে, তিনি বলেনঃ আমাকে ইয়াযিদ ইবনু 'আয়াজ ইবনু জু'দুবাহ বর্ণনা করেছেন ইবনু শিহাব যুহরী হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন কা'বাঘরে প্রবেশ করলেন.. তিনি ঈসা ইবনু মারইয়াম (আ) ও তাঁর মাতার (আ) ছবির ওপর দু'হাত রাখলেন এবং বললেনঃ সকল ছবি মুছে ফেল, তবে আমার দু'হাতের নিচের ছবি ছাড়া। তারপর তিনি ঈসা ইবনু মারইয়াম (আ) ও তাঁর মাতার ছবির ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলেন।

পর্যালোচনা

এখানে সর্বশেষ বর্ণনাকারী হলেন ইবনু আল-শিহাব যুহরী (১২৪/৭৪২), ইনি একজন তাবি'ঈ, মক্কা বিজয়ের সময় (৮/৬৩০) তাঁর জন্মও হয়নি। সুতরাং এটি বিচ্ছিন্ন

---

৮০. ইবনু আল-আছীর, *উসুদুল গাবাহ* (বৈরুতঃ দার আল-শা'ব তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৫৩৪; আল-মিযযি, *তাহযীব আল-কামাল* (বৈরুতঃ মুআস সাসাহ আল-রিসালাহ ১৯৯১), খ. ১২, পৃ. ৬০৪-০৭

পরম্পরাসূত্রের বর্ণনা (مرسل/منقطع السند)। আর হাদীসবেত্তাদের কাছে ইবনু শিহাব যুহরীর মুরসাল من أضعف المراسيل বা দুর্বলতম মুরসাল বিবরণ হিসেবে পরিগণিত।[৮১] নিরবচ্ছিন্নসূত্রে বর্ণিত হাদীসের বিপরীতে এ ধরণের বর্ণনা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া এ বর্ণনার সনদে চরম বিতর্কিত একজন রাবী রয়েছে, তিনি হলেন ইয়াযিদ ইবনু আয়াজ ইবনু জু'দুবাহ। তাঁর সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রবিদগণের কিছু মন্তব্য উল্লেখ করা হচ্ছে:

قال مالك: كذاب. قال يحيى بن معين: ضعيف ليس بشيئ. قال احمد بن صالح: أظنه كان يضع للناس يعني الحديث. قال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وقال النسائي: عامة ما يرويه غير محفوظ.

'মালিক বলেন: '(সে) মিথ্যুক।' ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন: 'দুর্বল, কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।' আহমাদ ইবনু সালিহ বলেন: 'আমি মনে করি সে মানুষের জন্য হাদীস বানাতো।' আল-বুখারী ও মুসলিম বলেন : 'বিশ্বস্ত রাবীর বিপরীতে দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী।' আন্-নাসাঈ বলেন: 'তার বেশির ভাগ বর্ণনা বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার অনুকূলে নয়।'[৮২]

অতএব দেখা যাচ্ছে আল-আযরাকীর কোন বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষত শরীআহ-এর কোন হুকুম কখনোই ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। বিশেষত তা যদি হয় অনির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থের বিচ্ছিন্ন বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের ঘটনা বহু ঐতিহাসিক লিখেছেন; তাদের কেউ এ কথা লিখেননি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বাঘরে মারইয়াম (আ) ও ঈসার (আ) ছবি বহাল রাখতে বলেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসের বিখ্যাত গ্রন্থ *তারিখুল ইসলাম*-এর রচিয়তা আল-যাহাবী বলেন, هذا أمر لم نسمع به إلى اليوم 'এটি এমন বিষয় যা আমি এ যাবত শুনিনি।'

সত্য ও তথ্য প্রকাশের স্বার্থে আমরা ইবনু হাজার আল-আসকালানীর (রহ) *ফাতহুল বারী* থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

عن ابن جريج سأل سليمان بن موسى عطاء: أدركت في الكعبة تماثيل؟ قال: نعم، أدركت تماثيل مريم في حجرها عيسى مزوقا، وكان ذلك في العمود الأوسط الذي يلي الباب. قال: فمتى ذهب؟ قال: في الحريق.

---

৮১. ইবনু হাজার আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৯, পৃ. ৫৪; কা'বাঘর মূর্তিমুক্ত করার ঘটনা ও আনুষঙ্গিক কিছু বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন সিলেটের জামিয়া কাসিমুল উলূমের মুফতী জনাব আবুল কালাম জাকারিয়া।

৮২. ইবনু হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৩২৫

ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণিত, সুলায়মান ইবনু মূসা 'আতা ইবনু আবী রবাহকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কি কা'বায় ছবি দেখতে পেয়েছিলেন? 'আতা বললেন: হ্যাঁ, আমি মারইয়াম-এর কোলে বসা ঈসা-এর (আ) খোদাই করা ছবি দেখতে পেয়েছিলাম আর এটি ছিল দরজার লাগোয়া মাঝের পিলারে। (প্রশ্নকর্তা) বললেন: কখন সেটি নষ্ট হয়ে যায়? ('আতা) বললেন: অগ্নিকান্ডের সময়।[৮৩] অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (৬২৪-৬৯২) ও হাজ্জাজ ইবন যূসুফ(৬৬১-৭১৪)-এর সংঘর্ষের সময় তথা ৬৯২ খৃস্টাব্দে।

ইবনু হাজার ও আল-আযরাকীর বর্ণনায় কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। আল-আযরাকীর বর্ণনামতে ঈসা (আ) ও মারইয়াম (আ)-এর ছবি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বহাল রাখতে বলেছিলেন; আর ইবনু হাজারের বর্ণনায় তেমন ইঙ্গিত নেই।

ইবনু হাজরের এ বর্ণনাটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই। *ফাতহুল বারীর* সংশ্লিষ্ট অংশটি গভীর অভিনিবেশের সাথে অধ্যয়ন করলে বুঝা যায়, কা'বাঘরের সকল মূর্তি ধ্বংস করা হয় এবং সকল ছবি মুছে ফেলা হয়। তবে দরজার লাগোয়া পিলারে ঈসা ও তদীয় মাতার আ. যে ছবি ছিল তা সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। কারণ সেটি পিলারে খোদিত অবস্থায় ছিল। পিলারটি না উপড়িয়ে সে'ছবি সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা সম্ভব ছিল না। মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে কা'বাঘর সংস্কারের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে মারইয়াম ও ঈসা (আ)-এর অস্পষ্ট ছবি বহাল ছিল। হাজ্জাজ ইবনু যূসুফ ও আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা)-এর সংঘর্ষের পর কা'বাঘর পুনঃনির্মাণকালে ছবিটি চিরতরে নিচিহ্ন হয়ে যায়। আল-আযরাকীর একটি বর্ণনায় আমাদের এ অবস্থানের সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত বর্ণনা হতে জানা যায় মারইয়াম ও ঈসা (আ)-এর ছবির ওপর লেপনের চিহ্ন ছিল। ঐ বর্ণনায় 'আতা ইবনু আবী রবাহ (১১৪/৭৩২) বলেন:

قال لا أدري غير أني أدركت من تلك الصور اثنتين درسهما وأراهما والطمس عليهما.

'('আতা বলেন) 'না, আমি জানি না কে ছবিগুলো মুছে ফেলেছিল। তবে আমি দু'টি ছবি (মারইয়াম ও ঈসা (আ)-এর ছবি) দেখতে পেয়েছিলাম। আমার মনে হয় সেগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল; কারণ সেগুলোর ওপর লেপনের চিহ্ন ছিল।[৮৪]

আল-মাওয়াহিব আল্লাদুনিয়্যা-এর ব্যাখ্যাকার আল-যুরকানীও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন:

فلعل صورة مريم كان لا يذهبها الغسل

'হয়ত ধোয়ামোছার পরও মারইয়াম (আ)-এর ছবি নিশ্চিহ্ন হয়নি।'[৮৫]

---

৮৩. ইবনু হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬২৫

৮৪. আল-আযরাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

৮৫. আল-যুরকানী, *শারহ আল-মাওয়াহিব* খ. ২, পৃ. ৩৩৯

খ: 'উমার (রা) প্রাণীর চিত্রসম্বলিত ধূপদানি মসজিদ-ই-নববীতে ব্যবহার করেছিলেন।

ছবির প্রতি সাহাবায়ে কিরামের উদার মনোভাবের উদাহরণ হিসেবে হযরত 'উমার (রা)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়। পূর্বোক্ত সেই প্রবন্ধকার লিখেছেন:

'এ প্রসঙ্গে আরও একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ টানতে চাই তা হল ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে হযরত উমার (রা:) কর্তৃক জেরুসালেম বিজয়ের পর *প্রাণীর চিত্রসম্বলিত* একটি ধূপদানি তাঁর হস্তগত হয়। তিনি সেটি মসজিদ-ই-নববীতে ব্যবহারের আদেশ দেন।'[৮৬]

পর্যালোচনা

এ উদ্ধৃতিটির পর্যালোচনার প্রয়োজন হবে না। আমরা শুধু মূল তথ্যসূত্রের সাথে মিলিয়ে দেখলেই অপপ্রচারের গোমর ফাঁক হয়ে যাবে। উপরোক্ত প্রবন্ধকার কোন বরাত উল্লেখ করেননি। বহু অনুসন্ধানের পর আমি ঐ ঘটনার মূলসূত্র উদ্ধার করতে পেরেছি।

Sir Thomas W. Arnold ঘটনাটি Painting in Islam গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

`Even the rigid Caliph `Umar used a censer, with figures on it, which he had brought from Syria, in order to perfume the mosque at Medina.'

[এমনকি কঠোর খলিফা 'উমরও *চিত্রসম্বলিত* একটি ধূপদানি ব্যবহার করেছিলেন যেটি তিনি সিরিয়া থেকে আনিয়েছিলেন, যা দিয়ে মদীনার মসজিদ সুবাসিত করা হত।][৮৭]

মি. আর্নল্ড ও তাঁর এদেশীয় অনুসারীর কর্মের গুণগত পার্থক্য আমরা দেখতে পাব; আর্নল্ড সাহেব তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছেন; তিনি এই তথ্যটুকু নিয়েছেন ইবনু রুস্তা-এর ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ থেকে। দেখুন কসরত কাকে বলে? মনগড়া বিধান প্রমাণে দ্বারস্থ হয়েছেন ভূগোলের গ্রন্থে। সে যা হোক্, আমরা যাচাই করে দেখব ইবনু রুস্তা তাঁর ভূগোল গ্রন্থে কি বলেছেন:

وحُدِّثَ عن عبد الله بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده قال أتي عمر بن الخطاب بمجمرة فضة فيها تماثيل من الشام فدفعها إلى سعد وقال أجمر بها في الجمعة وفي رمضان قال: فكان سعد يجمر بها وكانت توضع بين يدي عمر بن الخطاب حتى قدم ابراهيم بن يحيى بن محمد واليا على المدينة فامر بها فغيرت وجعلت سادجا.

---

৮৬. আবদুল বাছির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৮৭. Sir Thomas W. Arnold, *Painting in Islam* (New york: Dover Publications 1965), p. 07

আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আম্মার হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সিরিয়া হতে 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে একটি রূপার ধূপদানি আনা হয় যাতে ছবি ছিল। 'উমার (রা) সেটি সা'দকে দিয়ে বলেন, এটি দিয়ে জুম'আর দিনে ও রমযান মাসে সুবাসিত কর। তিনি বলেন, সা'দ ওটি দিয়ে সুবাসিত করত এবং তা উমার (রা)-এর সামনে রাখা হত। যখন ইবরাহীম ইবনু ইয়াহয়া ইবনু মুহাম্মদ গভর্নর হয়ে মদীনায় এলেন তখন তাঁর নির্দেশে ওটির আকৃতি পরিবর্তন করা হয়।[৮৮]

অনুবাদে জালিয়াতি:

এ উদ্ধৃতির অনুবাদে আমরা এক প্রকারের জালিয়াতি দেখতে পাচ্ছি। গ্রন্থকার ইবন রুস্তা লিখেছেন تماثيل যার অর্থ আমরা ইতোঃপূর্বে সবিস্তারে বর্ণনা করেছি; আমরা দেখেছি শব্দটি প্রাণী-অপ্রাণী নির্বিশেষে যে কোন কিছুর ছবি বা ভাস্কর্য বোঝায়। تماثيل যেহেতু ধূপদানিতে ছিল সেহেতু এটি কোন পৃথক ভাস্কর্য ছিল না; নিশ্চয় ধূপদানির ওপর অঙ্কিত কোন কিছুর ছবি বা নকশা হবে। সেটি কীসের নকশা- প্রাণী না নিষ্প্রাণ বস্তুর তা নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই। দেখা যাচ্ছে আর্নল্ডও অনুবাদে এই উভয়বিদ সম্ভাবনা রেখেছেন। কিন্তু আমাদের দেশীয় ভাস্কর্যপন্থী গবেষক অনুবাদ করতে গিয়ে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন; তিনি تماثيل-এর অর্থ করলেন *'প্রাণীর চিত্র'*। অথচ আরবী টেক্সট-এ এমন কিছু নেই যদ্বারা বুঝা যায় এটি প্রাণীর ছবি ছিল।

ভূগোল শাস্ত্রের গ্রন্থের উদ্ধৃতি শরী'আহ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রহণযোগ্য নয়:

পশ্চিমা গবেষকদের এটি অনৈতিক চাতুর্য যে তারা শরী'আহ-এর কোন বিষয়ে ইতিহাস, ভূগোল বা অন্য কোন শাস্ত্রের গ্রন্থে যুক্তি অনুসন্ধান করেন এবং তাকে কুরআন-সুন্নাহ-এর অকাট্য দলীলের বিপরীতে উপস্থাপন করেন। অথচ শরী'আহ-এর বিধান নির্ধারণে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীতে কোন কিছুর গ্রহণযোগ্যতা নেই। সংকলক ও সংগ্রাহকগণ অমানুষিক পরিশ্রম, অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা ও সচেতন প্রয়াসে হাদীসের গ্রন্থসমূহ সংকলিত করেছেন। পৃথিবীর অন্য কোন জাতি তাঁদের নবীর জীবনী, শিক্ষা, আদর্শ ও বাণী সংগ্রহে মুসলিমদের সিকিভাগ প্ররিশ্রম ও সাবধানতা অবলম্বন করেননি। এ কারণে শরী'আহ-এর বিধান নির্ধারণে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ ইতিহাস ও ভূগোলশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনায় সেই ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি। তবে একেক কালে একেক ধরণের রেওয়াজ থাকে গ্রন্থ রচনায়। সেকালে সনদ ব্যতিত কোন গ্রন্থই রচিত হত না। এমনকি সেটি চিকিৎসা বিদ্যার গ্রন্থ হলেও। ভূগোল বা ইতিহাস শাস্ত্রে হয়ত ঐসব গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা থাকতে পারে; কিন্তু শরী'আহ বিষয়ে এগুলির কোন গুরুত্ব নেই, থাকতেও পারে না।

---

৮৮. Ibn Rusta, *Kitab al-A`lak al-Nafisa* (E. J. Brill 1967), v. 7, p. 66

গ. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) মাদায়েনে কিসরার চিত্রসজ্জিত প্রাসাদে নামায আদায় করেছিলেন।

চিত্রকলার প্রতি প্রাথমিক প্রজন্মের মুসলিমগণের উদার মনোভাবের উদাহরণ হিসেবে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (আ) কর্তৃক পারস্য সম্রাট কিসরার রাজধানী মাদায়েন বিজয়ের ঘটনা উল্লেখ করা হয়। সোলায়মান নদভী আর্নল্ডের অনুসরণে লিখেছেন:

'হযরত উমারের জমানায় সাহাবীগণ কর্তৃক বাদশাহ কিসরার মাদায়েন শহরস্থ সিংহাসন অধিকৃত হয়-সাহাবীরা শাহী মহলে প্রবেশ করে দেখতে পান, সেই সিংহাসনে স্থানে স্থানে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের প্রতিমূর্তি ও ছবি রয়েছে। তারা সেগুলি যথাস্থানে অক্ষত অবস্থায় পরিত্যাগ করে সেই স্থানেই শোকরানা সালাত আদায় করেন।[৮৯]

আর্নল্ড লিখেছেন:

Another Companion of the Prophet, one of the earliest converts, Sa`d ibn Abi Waqqas, appears to have been untroubled by any such scruples, for when after the capture of Ctesiphon in 637 he held a solemn prayer of thanksgiving in the great place of Sasanian kings, it is expressly stated by the historian that he paid no heed to the figures of men and horses on the walls, but left them undisturbed.

'রাসূলের আরেক সাহাবী, প্রথম দিককার ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস সম্ভবত বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হননি, যখন ৬৩৭ সালে মাদায়েন দখলের পর তিনি সাসানী রাজাদের জৌলুসপূর্ণ প্রাসাদে শোকরানা নামায আদায় করেছিলেন, ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি প্রাসাদের দেয়ালে চিত্রিত অশ্ব ও সৈনিকের ছবির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি এবং সেগুলি অবিকৃত অবস্থায় রেখে দেন।[৯০]

পর্যালোচনা

মি. আর্নল্ড ও সোলায়মান নদভী ঠিকই লিখেছেন, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) মাদায়েনের পারস্যরাজ কিসরার প্রাসাদ জয়ের পর ৮ রাকাত শোকরানা নামায আদায় করেছিলেন। এবং এটিই ছিল মুসলিম সেনাপতিদের নীতি; তাঁরা শত্রুভূমি দখলের পর লুটপাটে ব্যস্ত না হয়ে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। গবেষকদ্বয়ের এ বক্তব্যও সত্য যে, কিসরার প্রাসাদে সৈনিক ও অশ্বের ছবি ছিল। কিন্তু তাদের এ অনুসিদ্ধান্তের পক্ষে কোন যুক্তি নেই যে সা'দ (রা) ছবিবিশিষ্ট কক্ষে নামায আদায় করেছেন। কোন ঐতিহাসিক এটা বলেননি যে, সা'দ (রা) কিসরার প্রাসাদের ছবিগুলির

---

৮৯. আল্লামা সোলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪২

৯০. Arnold, Ibid, p.8

সামনে নামায আদায় করেছেন। কিসরার জৌলুসপূর্ণ প্রাসাদকে এক কক্ষবিশিষ্ট মনে করার কোন কারণ নেই। তাবারী লিখেছেন, মুসলিমগণ ছবিগুলি বিনষ্ট না করে হুবহু রেখে দেন। ইবনু কাছীর অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলেননি। আল-বালাযুরী ছবিগুলির কথাই বলেননি। মুসলিমগণ ছবিগুলো যদি নষ্ট না-ই করে থাকেন, তার কারণ ছিল। তখন যুদ্ধাবস্থা চলছিল। সা'দ (রা) কিসরার রাজধানী দখল করছিলেন বটে তিনি কিসরাকে ধরতে পারেননি। তখন কিসরাকে পশ্চাধাবণ করা খুবই জরুরী ছিল। সা'দ (রা) খুব দ্রুত কিসরার পেছনে বাহিনী প্রেরণ করেন এবং অত্যল্পকালের মাঝেই কিসরা পরাজিত হন, মুসলিমগণ মুসেল ও তিকরিতসহ ইরাকের অন্যান্য অঞ্চল দখল করে নেন। মাদায়েন রাজপ্রাসাদটি মুসলিমরা ব্যবহার করেননি। সেটি তারা পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে যান।[৯১] ফলে ছবিগুলি বিনষ্ট করার প্রয়োনীয়তা তারা অনুভব করেননি। আমরা আবারো বলতে চাই ইতিহাস গ্রন্থ কখনো শরী'আহ-এর উৎস হতে পারে না। ইসলামী শরী'আহকে কলঙ্কিত করায় আর্নল্ড সাহেবদের প্রচেষ্টা সত্যিই প্রসংশনীয়। ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বৈধতা প্রমাণের জন্য কী কসরত! ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, তাও আবার যুদ্ধাবস্থার বিবরণ।

দুইঃ ভাস্কর্য নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীসের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি

দু'ধারী তরবারীর ন্যায় এ কাজটি আর্নল্ড করেছেন সীমাহীন চাতুর্যে; একদিকে তিনি অখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য ভূগোল ও ইতিহাসের বই ঘেঁটে ভাস্কর্যের পক্ষে অভিনব প্রমাণ জোগাড় করেছেন, অপরদিকে সেগুলিকে জোরালোভাবে উপস্থাপনের জন্য বহু সনদের মাধ্যমে বর্ণিত বিশুদ্ধতম হাদীসসমষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করেছেন।[৯২]

---

৯১. Al-Tabari, *Annales* (E. J. Brill 1964), v. 5, pp. 2443-44; Al-Balazuri, *Futuh al-Buldan* (E. J. Brill 1968), p. 262-64; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়া* (কায়রোঃ মাতবা'আ আল-সা'আদাহ তা.বি), খ. ৭, পৃ. ৬৬;

৯২. ইসলামকে কালিমালিপ্ত করার জন্য সর্বদা এ অপকৌশল প্রয়োগ করা হয়; ইসলামের ইতিহাসের বিরল কোন ঘটনা বা দুর্বল হাদীস নিজেদের প্রবৃত্তির অনুকূলে ঢাকঢোল পিটিয়ে ব্যবহার করা হয়; পক্ষান্তরে নিজেদের খাহেশের বিরুদ্ধে যাওয়ায় বিশুদ্ধতম হাদীস অস্বীকার করা হয়। এর একটি সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমিনা ওয়াদুদ ও তাঁর অনুসারীদের বক্তব্য। নারীর ইমামতিতে নামায আদায়ের পক্ষে সুনান আবু দাউদের একটি একক হাদীসকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। পক্ষান্তরে নারীর ইমামতিতে নামায বৈধ নয়, এমন অনেক মশহুর হাদীসকে অপব্যাখ্যা দিয়ে অস্বীকার করা হয়। নেভিন রেজা নাম্নী জনৈক ওয়াদুদদ সমর্থক 'মহিলাদের উত্তম সারি হল পেছনের সারি।' এ হাদীসকে সরাসরি অস্বীকার করেছেন এই বলে যে, এখানে সারি বলতে জিহাদের সারি বোঝানো হয়েছে; নামাযের সারি নয়। তেমনিভাবে ঋতুবতী নামায পড়তে না পারার হাদীসকে তিনি অস্বীকার করেছেন এই বলে যে তা আল-কুরআনে বর্নিত হয়নি। অথচ এ হাদীসগুলি সহীহাইন ও সুনান গ্রন্থসমূহে এসেছে। নিজের মতের স্বপক্ষে দুর্বলতম বর্ণনা নিয়ে মাতামাতি করা ও নিজেদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী বর্ণনা অস্বীকার এই প্রবণতা মুসলিম নামধারী কিছু ভোগবাদীর এখনো রয়েছে।

আর্নল্ডের মতে, চিত্রকর/ভাস্করের শাস্তির বর্ণনা সম্বলিত হাদীসগুলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন কিনা সন্দেহ আছে। ওগুলো হয়ত পরবর্তী সময়ের বর্ণনাকারীরা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে চালিয়ে দিয়েছেন। কারণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রী আয়িশা (রা)-কে পুতুল নিয়ে খেলতে অনুমতি দিয়েছেন, তিনি কীভাবে চিত্রকরের শাস্তির কথা বলেন? আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, অখ্যাত ও অপ্রচলিত কিছু গ্রন্থের বরাতে তিনি দাবী করেছেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বায় মারইয়াম ও ঈসা (আ)-এর ছবি বহাল রাখতে বলেছিলেন, 'উমার চিত্রসম্বলিত ধূপদানি ব্যবহার করেছেন আর সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) সাসানিয়ানদের প্রাসাদ বিজয়ের পর ঘোড়ার চিত্রসজ্জিত কক্ষে নামায আদায় করেছেন। সক্লেশে উদ্ভাবিত এসব ঘটনা উল্লেখান্তে আর্নল্ড সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চিত্র ও ভাস্কর্যের ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-সহ প্রাথমিক প্রজন্মের লোকদের কোন আপত্তি ছিল না। পরবর্তী প্রজন্মে, বিশেষত হাদীস সংগ্রহের পর চিত্রকলার প্রতি মুসলিমদের বৈরীভাব দেখা যায়। এই জঘন্য বক্তব্যের মাধ্যমে আর্নল্ড এই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন যে, হাদীসের সমষ্টি রাসূলের বাণী কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাহলে মুসলিমদের মাঝে চিত্রের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব কোত্থেকে এল? আর্নল্ড নিজেই জবাব দিলেন: নিশ্চয় ইহুদিদের কাছ থেকে মুসলিমরা ধার করেছে এই কঠোরতা।

প্রায় ধর্মহীন পশ্চিমে বেড়ে ওঠা পণ্ডিতকূল ও তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বে বিমোহিত একদল প্রাচ্য-সন্তানের এই একটি বড় সমস্যা। মুসলিম ও পার্সিকদের প্রার্থনায় কিছু মিল দেখতে পেয়ে খোদাবক্স-এর মত ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, মুহাম্মাদ তার ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয়াবলীর এক তৃতীয়াংশ পার্সিকদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। কোথাও দু'টি বিষয়ে মিল পেলেই তারা একটিকে অপরটির প্রভাব বলতে বলতে গলার পানি শুকিয়ে ফেলেন। ইসলাম ধর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে এমন ভাবনা মনে উদয় হত না। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আবির্ভাবের সাথে ইসলামের উদ্ভব ঘটেনি। পৃথিবীর প্রথম মানবের সাথে আল্লাহ তা'আলা যে দীন প্রেরণ করেন তার নাম ইসলাম। হাজার হাজার বছরের পরিক্রমায় নানা নবীর মাধ্যমে বর্ধিত হয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাধ্যমে এটি পূর্ণতা লাভ করেছে। সুতরাং অন্যান্য নবীর অনুসারীদের প্রতিপালিত কোন বিষয়ের সাথে মিল থাকলেই তা ঐ ধর্মের প্রভাব হবে, এটি ইসলামের ব্যাপারে

বিস্তারিত জানতে দেখুন, Zubair Mohammad Ehsanul Hoque & Dr. A B M Siddiqur Rahman Nizami, "Women-Imamate in Prayer: An Analysis in the Light of Islamic Shari`ah" Dr. Sirajul Hoque Journal of Islamic Studies; January-December 2006 pp. 161-199

বাস্তবসম্মত নয়। ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণে বিরোধিতা ইহুদি ধর্মে ছিল, এ প্রবন্ধে আমরা তার প্রমাণ উপস্থাপন করেছি। ভাস্কর্য ও ছবির নিষেধাজ্ঞা খৃস্টবাদেও বিদ্যমান ছিল। কারণ নবী ঈসা (আ) নতুন কোন শরী'আহ আনেননি। তিনি বনী ইসরাঈলের নবী ও মূসা (আ)-এর শরী'আহ্-এর অনুসারী ছিলেন। আর তাই ইহুদিবাদের ন্যায় খৃস্টবাদেও মূর্তির নিষেধাজ্ঞা ছিল। পরবর্তীতে মিসরীয় ও রোমানরা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণের ফলে এ ধর্মে যে রদবদল ও সংশোধনী আনীত হয় তার ফলে ঐসব দেশের নব্য খৃস্টানদের মধ্যে ইস্রায়িলীদের আগের দিনের মূর্তি-প্রতিমা পূজার প্রথাই পূর্বের মত বহাল থেকে যায়। পার্থক্য দাঁড়াল এই যে, আগে তারা যেসব দেব-দেবীর মূর্তির পূজা করত তদস্থলে তারা এখন মসীহ্, মারইয়াম ও পবিত্র আত্মা-এর মূর্তির পূজা আরম্ভ করল। তাদের গির্জায় আর ধর্মমন্দিরে দেব-দেবীর মূর্তির আসন অধিকার করল মাতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মূর্তি। পরিশেষে রোমান স্থাপত্য ও কারুশিল্পে ফুল-বোঁটার বদলে পূর্বোক্ত তিন ছবি-মূর্তির প্রচলন হল।

প্রাণীর ভাস্কর্য ও চিত্রের প্রতি নিষেধাজ্ঞা মুসলিম সমাজকে পৌত্তলিকতা থেকে রক্ষা করেছে। ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পেরেছি চিত্রকলা ও ভাস্কর্যশিল্প কীভাবে তাওহিদপন্থী জাতিকে মুশরিক জাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের জ্ঞাতি খৃস্টান পণ্ডিতগণ তাদের চেতনার উষালগ্ন থেকে ইসলামকে খৃস্টবাদের ন্যায় একটি শিথিল ও অকার্যকর ধর্মের কাতারে নামিয়ে আনতে সচেষ্ট। ইসলামে ভাস্কর্যের বৈধতা আছে, এটি প্রমাণ করা গেলে মুসলিমদের মাঝে মূর্তিপূজার সয়লাব বইয়ে দেওয়া খুবই সহজ হবে; আজ আমাদের দেশে যারা মূর্তি ও ভাস্কর্য এক নয় বলে কোরাস তুলছেন তারা জেনে বা না জেনে খৃস্টানদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন। আমরা একটু আগে দেখেছি প্রাচ্যবিদ মি. গিয়োম কীভাবে কৃত্রিম *সীরাতে ইবনু ইসহাক* সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে কা'বাঘরে ছবি থাকার অবাস্তব বর্ণনাটি ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

উপরে মিঃ আর্নল্ডের যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে স্ববিরোধিতা ও ডাবল স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে। চিত্রকরের শাস্তির বর্ণনাসম্বলিত বাণী রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিনা, এ বিষয়ে আর্নল্ড সাহেব সংশয় প্রকাশ করেছেন। যদিও হাদীসটি সহীহাইনসহ সুনান গ্রন্থসমূহে এসেছে। তিনিই আবার পুতুল নিয়ে খেলার অনুমতি সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে পরম আস্থার সাথে গ্রহণ করেছেন। এ হাদীসের উৎসও একই। এটি এক ধরণের মনগড়া কর্মকাণ্ড যা মিঃ আর্নল্ড ও তাঁর অনুসারীরা হরহামেশা করে থাকেন। প্রাথমিক প্রজন্মের মুসলিমদের চিত্রকর্মের প্রতি কোমল মনোভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি ভূগোলের বই চষে বেড়িয়েছেন, অথচ সেই প্রজন্মের দুই পুরোধা ইবনুল আব্বাস (রা) ও আবু হুরাইরা (রা) যে চিত্রকর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করেছেন তা তিনি সযত্নে ও সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন [দেখুন এ রচনার ৩ ও ৪ সংখ্যক হাদীস]। এটিই হল বুদ্ধিবৃত্তিক অসাধুতা।

চিত্রকর্মের ও ভাস্কর্যের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পরবর্তী প্রজন্মের আবিষ্কার নয়, এটি ইহুদি প্রভাবও নয়। বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থগুলোতে চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্যের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরামের কঠোর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যা এ রচনার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া যেসব অভিনব ও অতি দুর্বল বর্ণনার ভিত্তিতে চিত্রকর্মের প্রতি কতিপয় সাহাবীর নমনীয় আচরণ ছিল বলে দাবী করা হয়, নৈর্ব্যক্তিক পর্যালোচনায় সে বর্ণনাগুলোর অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

তিনঃ মুসলিম দেশে ভাস্কর্য স্থাপনের উদাহরণ পেশ

ভাস্কর্যের বৈধতার দাবীদারগণ নানা দেশে ভাস্কর্য স্থাপনের উদাহরণ পেশ করে যুক্তি দিয়ে থাকেন। ইরানে শেখ সাদীর আবক্ষ মূর্তি আছে, মিসরে সা'দ জগলুল পাশার বিশাল ভাস্কর্য আছে, ইরাকে সাদ্দামের মূর্তি ছিল, কঠিন ইসলামী দেশ লিবিয়ায় [যে দেশের প্রেসিডেন্ট সর্বদা নারী দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন।] মসজিদের সামনে ভাস্কর্য আছে। তাদের দেশে তো কোন হইচই হয় না। ইসলাম কি শুধু আমাদের দেশে আছে? এই হল আমাদের খ্যাতনামা এক লেখকের খেদোক্তি। আজকাল সাহিত্যিক-শিল্পী সবাই ইসলামী চিন্তাবিদ বনে গেছেন; ইসলাম নিয়ে হরদম নানা মন্তব্য করেন। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কি ছাইপাশ লিখবেন? তাদের পশ্চিমা গুরুকূল তো লিখে সয়লাব করে দিয়েছেন। আর্নল্ড সাহেব মরক্কো থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত কোন্ মুসলিম দেশে কোন কালে কি চিত্র/ভাস্কর্য পাওয়া গেছে তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন। ঐ ফিরিস্তির ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমরা তো জানি মুসলিমদের কর্মকাণ্ড ইসলামী শরী'আহ-এর উৎস নয়। মুসলিমরা কত অপকাজ করে; তার সবই কি বৈধ। উদাহরণস্বরূপ, মদ্যপান ইসলামে হারাম; এ বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই। এমনকি তথাকথিত প্রগতিবাদীরাও এটি স্বীকার করেন। এখন যদি একদল মুসলিম মদ্যপান শুরু করেন তাহলে এটা কি বলা যাবে মদ্যপান বৈধ? কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিরুদ্ধে মুসলিমদের কর্মকাণ্ডের কোন গুরুত্ব নেই শরী'আহ সংক্রান্ত আলোচনায়।

প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখে অনেকে ইসলামকে শিল্প ও সৌন্দর্য বিরোধী বলে চিত্রিত করতে চায়। এ ধারণা সঠিক নয়, চিত্রকলার বাইরেও শিল্পচর্চা রয়েছে। ইসলামী সভ্যতার সাধারণ স্বরূপ হল এটি মানুষ ও প্রাণীর ছবি/ভাস্কর্যকে উৎসাহিত করে না। ইসলামী সভ্যতা হল মূর্তিমুক্ত সভ্যতা যা ইসলামের তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

মুসলিম শিল্পীর শিল্পবোধ দেখা যায় মসজিদে, কুরআনের পাতায় পাতায়, অট্টালিকা ও বাড়িঘরের সৌন্দর্য বর্ধনে। দেখা যায় দেয়ালে, ছাদে, দরজা-জানালা এবং কখনো কখনো ফ্লোরে। এমনকি বাড়ির ব্যবহার্য জিনিসপত্রে, যেমন তৈজসপত্র, কাপড়-চোপড়, বিছানা ইত্যাদিতে।

ক্যালিগ্রাফি বা লিপিকলায় মুসলিম লিপিকারগণ যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তার কোন নজীর নেই পৃথিবীর ইতিহাসে। এই ক্যালিগ্রাফির নিদর্শন আমরা দেখি মসজিদে, কুরআনে। মসজিদে নববী, দামেশকের উমাইয়া মসজিদ, ইস্তাম্বুলের সুলতান আহমদ ও সোলায়মানিয়া মসজিদ মুসলিম শিল্পীদের শৈল্পিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর বহন করছে।

সভ্যতার ইতিহাস লেখকরা বলেছেন, স্থাপত্যশিল্পে ইসলামী শিল্পকলার সর্বোত্তম প্রতিফলন ঘটেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রতিফলন ঘটেছে। সম্ভবত তার সর্বোত্তম নিদর্শন হল আগ্রার তাজমহল, যা পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এভাবে মূর্তি, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ করার ফলে শিল্প জগতে অনেক নতুন শিল্পের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে যা ইসলামী শিল্পকলাকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে।

এ বিষয়ে আলোচনা সমাপ্ত করার আগে আমরা ফটোগ্রাফী সম্পর্কে যৎসামান্য আলোকপাত করতে চাই।

ক্যামেরায় তোলা ছবি

ক্যামেরা আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত একটি যন্ত্র। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তী ইমামগণের যুগে এ-যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। স্বভাবতই এ-যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে তোলা ছবি সম্পর্কে হাদীসে ও পূর্ববর্তী 'আলিমগণের রচনায় কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। অতএব এ বিষয়ে ইজতিহাদের প্রয়োজন রয়েছে।

ক্যামেরায় ছবি তোলা ও তার ব্যবহার সম্পর্কে আধুনিক যুগের 'আলিমগণ মতভেদ করেছেন। তাদের মতামত ও যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রথম মত: ক্যামেরায় তোলা ছবি বৈধ

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্যসংখক 'আলিম ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা ছবি বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ যন্ত্রের মাধ্যমে তোলা ছবিতে শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির বিধান আরোপ করা যায় না। যারা এ অভিমত পোষণ করেন তাঁদের মাঝে রয়েছেন: মিশরের সাবেক গ্রান্ড মুফতি শায়খ মুহাম্মদ বুখাইত, শায়খুল আযহার জাদ আল-হক আলী জাদ আল-হক, সায়্যিদ সাবিক, সৌদি আরবের বিশিষ্ট 'আলিম শায়খ মুহাম্মদ ইবনু সালিহ আল-উছাইমীন, সিরিয়ার বিশিষ্ট ফকীহ ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলী ও দোহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ইউসুফ আল-কারযাভী প্রমুখ।[৯৩]

উপর্যুক্ত 'আলিমগণ সাধারণভাবে ক্যামেরা ব্যবহারের অনুমতি দিলেও বিস্তারিত অভিমত প্রদানে মতভেদ করেছেন। শায়খ আল-উছাইমীন-এর মতে ক্যামেরায় ছবি

---

৯৩. ওয়ালীদ ইবনু রাশিদ আস-সাইদান, হুকমুত তাসবীরিল ফুতুগ্রাফী পৃ. ১৩-১৪ অনলাইন সংস্করণ

তোলা বৈধ হলেও তা প্রয়োজনের আওতায় সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত; স্মৃতি রক্ষার্থে, বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য ছবি তোলা বৈধ নয়।[৯৪] আল-কারযাভীর মতে ক্যামেরা ব্যবহার করে ছবি তোলা বৈধ হলেও ছবির বিষয়বস্তুর ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত। বৈধতার সুযোগ নিয়ে বেপর্দা নারীর ছবি বা অশ্লীল ছবি তোলা জায়েজ হবে না। তেমনিভাবে বিলাসিতা ও অপচয়-অপব্যয়ের পর্যায়ে পৌঁছলে ছবি তোলা হারাম বলে পরিগণিত হবে।[৯৫]

দলীল[৯৬]

ক্যামেরা আধুনিক যুগের আবিষ্কার বলে এ যন্ত্রের ব্যবহার-বিষয়ে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। আর যে বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় না সেটি মূলতঃ হালাল। لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم 'কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার দলীল পাওয়া না গেলে সেটি মূলতঃ হালাল।' এটি উসূলে ফিকহ-এর একটি বহুল উচ্চারিত ও প্রয়োগকৃত মূলনীতি। ক্যামেরায় তোলা ছবির ব্যাপারে যেহেতু কোন নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়নি সেহেতু এটি হালাল।

নিষিদ্ধ ছবির ব্যাপারে হাদীসে *তাছবীর* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে আর চিত্রকর বোঝাতে *মুছাব্বির* শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। আল-উছাইমীনের মতে تصوير এর অর্থ হল: কোন বস্তুকে নির্দিষ্ট আকৃতিতে তৈরি করা; এই কাজটি ক্রমান্বয়ে সম্পাদিত হয়, চিত্রকর কোন মডেল বা ছবির অনুকরণে চোখ, মুখ, হাত-পা আঁকেন এবং এক পর্যায়ে আঁকার কাজ সম্পন্ন হয়। এভাবে আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ কিছু তৈরির চেষ্টা করা হয়। হাদীসে এ ধরণের তাছবীরকে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু ক্যামেরার মাধ্যমে যে ছবি তোলা হয় তাতে পর্যায়ক্রমিক অনুকরণের মাধ্যমে ছবি আঁকা হয় না। মুহূর্তের মাঝেই যন্ত্র-ব্যবহারে ছবি তোলা হয়। চিত্রকর যেভাবে নিজের হাত ও কর্মকুশলতার প্রয়োগ করেন সেই রকম ভূমিকা একজন ক্যামেরাম্যানকে পালন করতে হয় না। অর্থাৎ ক্যামেরায় ছবি তোলার ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা গৌণ। ক্যামেরায় তোলা ছবি ও শিল্পীর আঁকা ছবির মাঝে আরেকটি বড় পার্থক্য হল: ক্যামেরার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতা বা অনুকরণ করা হয় না। কারণ ক্যামেরার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিকে হুবহু ধরে রাখা হয়। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দেয়া হয়:

---

৯৪. http://www.asir1.com/as/showthread.php?t=62422

৯৫. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলাম ও শিল্পকলা, পৃ. ৭৮-৭৯

৯৬. ক্যামেরায় তোলা ছবির বৈধতার দলীলের জন্য দেখুন http://www.6moo7.com/vb/showthread.php?t=23175; http://www.imanway.com/vb/showthread.php?p

কোন ব্যক্তি যদি কারো হাতের লেখার অনুরূপ লেখার চেষ্টা করে তবে এটা বলা যাবে যে, দ্বিতীয়জন প্রথম ব্যক্তির লেখা নকল করার চেষ্টা করছে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি প্রথম ব্যক্তির হাতের লেখার ছবি ক্যামেরার মাধ্যমে তুলে রাখে তাহলে এটি বলার উপায় নেই যে, সে প্রথম ব্যক্তির লেখা নকল করেছে। বরং বলতে হবে সে প্রথম জনের লেখা হুবহু ধারণ করেছে। তেমনিভাবে ক্যামেরায় ছবি তোলার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর অনুকরণ করা হয় না বরং আল্লাহর সৃষ্টিকে হুবহু ধারণ করা হয়। বস্তুত: ক্যামেরার মাধ্যমে বস্তুর ছায়াকে ধারণ করা হয় এবং তা কাগজ বা অন্য কোন মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত হয়। এটিকে অনেকটা আয়নার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার সাথে তুলনা করা যায়। কেউ যদি আয়নার সামনে দণ্ডায়মান হন তবে আয়না কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই তার ছবিকে ধারণ করে। তাই বলে 'আয়না ব্যবহার হারাম' একথা কেউ বলে না। আর তাই ক্যামেরায় তোলা ছবির ক্ষেত্রে তাছবীর শব্দটি প্রয়োগ করা যায় না এবং ক্যামেরায় তোলা ছবি মুবাহ বা বৈধ।

দ্বিতীয় অভিমত : ক্যামেরায় তোলা ছবি ও শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মাঝে বিধানগত কোন পার্থক্য নেই অর্থাৎ শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির ন্যায় ক্যামেরায় তোলা [প্রাণীর] ছবিও হারাম।

আধুনিক যুগের ভারতীয় উপমহাদেশের বেশীরভাগ 'আলিম এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 'আলিম-এর মতে ক্যামেরায় প্রাণীর ছবি তোলা হারাম বা নিষিদ্ধ। যারা এ অভিমত পোষণ করেন তাঁদের মাঝে রয়েছেন সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতি শায়খ বিন বায (রহ.), মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহিম আল-শায়খ, শায়খ সালেহ আল-ফাওযান, আবু বকর আল-জাযাইরী, নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী প্রমুখ। তাঁদের যুক্তিগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে।[৯৭]

দলীল

এক.

হাদীসে নিষিদ্ধ ছবি বোঝাতে ছূরাহ [صورة], তাছবীর [تصوير] এবং চিত্রকর বোঝাতে মুছাব্বির [مصور] শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। আধুনিক যুগের আরবী ভাষার প্রচলনে শব্দগুলো ক্যামেরায় তোলা ছবির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। চাকুরীর বিজ্ঞাপনে আবেদনপত্রের সাথে ছবি সংযোগ করার কথা বোঝাতে আরবীতে ছূরাহ [صورة] শব্দটি ব্যবহার করা হয়; ক্যামেরাম্যানকে মুছাব্বির [مصور] বলা হয়। বাংলা ভাষায়ও দেখা যায়, শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি ও ক্যামেরায় তোলা ছবি বোঝাতে *ছবি* শব্দটিই ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রচলনে শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি ও ক্যামেরায়

---

৯৭. ওয়ালীদ ইবনু রাশিদ আস-সাইদান, *হুকমুত তাসবীরিল ফুতুগ্রাফী* পৃ. ১৩-১৪

তোলা ছবির মাঝে কোন শব্দগত পার্থক্য করা হয় না। আর হাদীসে সর্বপ্রকারের ছবিকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। দ্বিরুক্তি এড়ানোর জন্য মাত্র দু/তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে:

ক. كل مصور في النار؛ يجعل له بـــكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم

'*প্রত্যেক চিত্রকর* জাহান্নামে যাবে; তার আঁকা *প্রতিটি ছবি*র বিপরীতে একটি করে আত্মা সৃষ্টি করা হবে যে তাকে [চিত্রকরকে] শাস্তি দেবে।'[৯৮]

আরবী ভাষায় ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য সবচাইতে শক্তিশালী যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় তম্মধ্যে অন্যতম হল كل শব্দটি; এ হাদীসে كل শব্দটি দু'জায়গায় এসেছে, كل مصور প্রত্যেক চিত্রকর ও بكل صورة প্রতিটি ছবি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে *ছুরাহ* বলতে ক্যামেরায় তোলা ছবিও বুঝায় আর *মুছাব্বির* বলতে যে ব্যক্তি ক্যামেরা অপারেট করে তাকেও বোঝায়। এতে বোঝা যায় কোনো চিত্রকর ও চিত্রগ্রাহক শাস্তি হতে মুক্তি পাবে না। তদুপরি এ হাদীসে صورة শব্দটি এসেছে অনির্দিষ্ট বা نكرة রূপে এবং হ্যাঁ বোধক ক্রিয়া বা الفعل المثبت এর পর। হ্যাঁ বোধক ক্রিয়ার পর অনির্দিষ্ট বিশেষ্য হলে নিরংকুশতা (مطلق) বুঝায়। অর্থাৎ কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই সব চিত্রকর [প্রাণীর] জাহান্নামে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

খ. إن من أشد الناس عذابا يوم القيمة المصورون

'চিত্রকর/ছবি নির্মাতারা কিয়ামত দিবসে সবচাইতে বেশী শাস্তিপ্রাপ্ত মানুষের দলভুক্ত হবে।'[৯৯]

এ হাদীসে المصور [মুছাব্বির] শব্দটি বহুবচনের রূপে এসেছে; তদুপরি এর সাথে ব্যাপকতাবোধক أل যুক্ত হয়েছে। একবচন বা বহুবচনের বিশেষ্যের পূর্বে أل আসলে ব্যাপকতা নির্দেশ করে। সেই হিসেবে এই হাদীসের অর্থ হবে: '[প্রাণীর] সকল চিত্রকর কিয়ামত দিবসে সবচাইতে বেশী শাস্তিপ্রাপ্ত মানুষের দলভুক্ত হবে।'

গ. إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيمة؛ يقال لهم: احيوا ما خلقتم

'যারা এসব ছবি আঁকে কিয়ামত দিবসে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে; বলা হবে- তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তাতে প্রাণসৃষ্টি কর।'[১০০]

---

৯৮. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল লিবাস: বাবু তাহরীম তাসবীর ছুরাতিল হাইওয়ান, খ. ৩, পৃ. ৫৩৬
৯৯. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল লিবাস: বাবু 'আযাবিল মুসাব্বিরীনা ইয়াওমাল কিয়ামাহ, খ. ৩, পৃ. ২০৫
১০০. প্রাগুক্ত

এখানে ছবি বোঝাতে صورة শব্দের বহুবচনের রূপ صور আনা হয়েছে। তৎপূর্বে যোগ হয়েছে ব্যাপকতাজ্ঞাপক ال। অর্থাৎ সব মাধ্যমের ছবি নির্মাতাকে কিয়ামত দিবসে শাস্তি দেয়া হবে।

দুই. ক্যামেরা ও আয়নার মাঝে তুলনা করার মত সদৃশতা নেই। আর তাই আয়নার সামনে দণ্ডায়মান হলে যে প্রতিবিম্ব দেখা যায় তার ওপর অনুমান করে ক্যামেরায় তোলা ছবির বৈধতা দেয়া যাবে না। কারণ এ দু'টি জিনিসের মাঝে তেমন কোন সাদৃশ্য তো নেই বরং অনেক বৈসাদৃশ্য রয়েছে। প্রথমত: আয়নার সামনে দণ্ডায়মান হলেই প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এর জন্য কোন অপারেটর দরকার হয় না। অপরদিকে অপারেটর ব্যতিত ক্যামেরা চালানো সম্ভব নয়। এমনকি সিসি ক্যামেরা যা নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপিত থাকে তার সুইপ অফ-অন করার জন্য হলেও অপারেটর দরকার। অতএব ক্যামেরার ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা পালনের অনেক সুযোগ রয়েছে। দ্বিতীয়ত: ক্যামেরার মাধ্যমে স্থির ছবি তোলা হয়। আয়নার মাধ্যমে স্থির ছবি তোলা যায় না। তৃতীয়ত: আয়নার সামনে যে দণ্ডায়মান হয় তাকে মুছাব্বির, চিত্রকর বা চিত্রগ্রাহক কোন কিছুই বলা হয় না। চতুর্থত: ছবি আঁকার নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে যেসব কারণ রয়েছে তার কোনটিই আয়নায় প্রতিবিম্বিত ছবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। আয়নার ছবিতে সৃষ্টির কাজে আল্লাহর অনুকরণ, সম্মান প্রদর্শন বা অপচয় কোনটাই প্রাসঙ্গিক নয়, অপরদিকে ক্যামেরায় ছবি তোলার ক্ষেত্রে সব ক'টি প্রযোজ্য হয়। আর তাই ক্যামেরা ও আয়নার মাঝে কোন তুলনা চলে না এবং আয়না ব্যবহারের বৈধতার ওপর কিয়াস করে ক্যামেরায় তোলা ছবির বৈধতা দেয়া যাবে না।[১০১]

তিন. শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি ও ক্যামেরায় তোলা ছবির মাঝে হুকুম ভিন্ন হওয়ার মত বৈশাদৃশ্য নেই। ক্যামেরার ছবির বৈধতা জ্ঞাপনকারীরা যুক্তি দেখিয়ে বলেন, 'ক্যামেরায় তোলা ছবির ক্ষেত্রে সৃষ্টিকাজে আল্লাহর অনুকরণের ব্যাপারটি প্রযোজ্য হয় না। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিকে হুবহু ধারণ করা হয়।' তাঁদের এ যুক্তি ধোপে টিকছে না। কারণ ক্যামেরার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিকে যতটা নিখুঁতভাবে ধারণ করা সম্ভব শিল্পীর তুলিতে ততটা নিখুঁতভাবে ধারণ করা সম্ভব নয়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় যে ক্যামেরার মাধ্যমে সৃষ্টিকাজে আল্লাহর অনুকরণ করা হয় না তবুও ক্যামেরার ছবিকে বৈধতা দেয়া যেতে পারে না। কারণ ছবি নিষিদ্ধ করার একমাত্র কারণ সৃষ্টিকাজে আল্লাহর অনুকরণ করা নয়; এর পশ্চাতে আরো অনেক কারণ রয়েছে। ছবির ব্যবহার ধীরে ধীরে ব্যক্তিপূজা ও মূর্তিপূজায় পর্যবসিত হয়। শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি হোক বা ক্যামেরায় তোলা ছবি হোক ঘরে [প্রাণীর] ছবি থাকলে

---

১০১. ওয়ালীদ ইবনু রাশিদ আস-সাইদান, *হুকমুত তাসবীরিল ফুতুগ্রাফী*, পৃ. ২৬-২৭

ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আবার এতে অপচয় তথা সম্পদও নষ্ট হয়। ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার এ কারণগুলো ক্যামেরায় তোলা ছবিতেও পাওয়া যায়। আর তাই এটি নিষিদ্ধ।

চার. ক্যামেরায় ছবি তোলার ক্ষেত্রে মানুষের হাতের তেমন কোন ভূমিকা নেই বলে যে দাবী করা হয় তা সত্যি নয়। ক্যামেরা অপারেশনে যদি মানুষের কোন ভূমিকাই না থাকত তবে একই ক্যামেরা ব্যবহার করে সব ফটোগ্রাফার সমান কোয়ালিটির ছবি তুলতে পারতেন। অথচ বাস্তবে দেখা যায় ছবির কোয়ালিটি ক্যামেরাম্যানের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। অতএব তুলি দিয়ে ছবি আকাঁর ক্ষেত্রে যেমন শিল্পীর ভূমিকা মূখ্য তেমনি ক্যামেরা ব্যবহারে ছবি তোলার ক্ষেত্রেও চিত্রগ্রাহকের ভূমিকাই মুখ্য। এ প্রসঙ্গে শায়খ মুস্তাফা আল-হামীমী লিখেছেন:

> আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, হাতে আঁকা ছবি ও ক্যামেরায় তোলা ছবি সম্পূর্ণ এক। অতএব ছবি তোলার যন্ত্র ব্যবহার করা হারাম। তেমনিভাবে অন্য কাউকে ক্যামেরা ব্যবহার করে নিজের ছবি তুলতে দেয়াও নিষিদ্ধ। কারণ এর মাধ্যমে হারাম কাজে সহযোগিতা করা হয়। 'ক্যামেরার ছবিতে ফটোগ্রাফারের হাতের কোন ভূমিকা নেই' এ যুক্তিতে আমাদের যুগের কোন কোন 'আলিম ক্যামেরায় তোলা ছবির বৈধতার বিষয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। একটা উদাহরণ দেয়া হচ্ছে: এক ব্যক্তি একটি হিংস্র বাঘ ছেড়ে দিল, সে কিছু মানুষ হত্যা করল, কিংবা বিষমিশ্রিত খাবার খাইয়ে মানুষ হত্যা করল। অতঃপর তাকে যখন অভিযুক্ত করা হল তখন সে বলল, আমি তো হত্যা করিনি; হত্যা করেছে বাঘ অথবা বিষ।[১০২]

শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী آداب الزفاف গ্রন্থে বলেন:

> কেউ কেউ হাতে আঁকা ছবি ও ক্যামরায় তোলা ছবির মাঝে পার্থক্য করেন এবং মনে করেন ক্যামেরায় তোলা ছবিতে মানুষের সক্রিয় ভূমিকা নেই যেমনটি রয়েছে হাতে আঁকা ছবিতে। ক্যামেরা দিয়ে মানুষ কেবল ছায়া সংরক্ষণ করে, ব্যাস এতটুকুই! আচ্ছা, বহু সাধনায় ক্যামরা নামক যন্ত্রটি কে আবিষ্কার করেছে? ফিল্ম ভরা, লেন্স ঠিক করা, টার্গেট ঠিক করা এ কাজগুলি কে করে? এগুলি কি মানুষের কাজ নয়? ওঁদের মতে কেউ যদি হাতে আঁকা ছবি বাসায় টাঙায় তবে তা হারাম আর কেউ ক্যামেরায় তোলা ছবি টাঙায় তবে তা জায়েয!!! মতামত প্রদানে এ ধরণের একদেশদর্শিতা ও নিস্প্রাণ জড়তা আমি কেবল পূর্বকালের কিছু যাহেরী মতাবলম্বীদের কাছে পেয়েছি।

---

১০২. শায়খ মুস্তাফা আল-হামামী, *আল-নাহদাহ আল-ইসলাহিয়্যা*, পৃ. ২৬৪-৬৫, তকী আল-উছমানী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬১-৬২ হতে উদ্ধৃত

একটি উদাহরণ দিচ্ছি: 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদ্ধ পানিতে মূত্রত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন' এ হাদীসের ব্যাপারে জনৈক যাহেরী মতাবলম্বী বলেন, বদ্ধ পানিতে মুত্রত্যাগ করা হারাম, তবে পাত্রে মুত্রত্যাগ করে বদ্ধ পানিতে ফেলা হারাম নয়!![১০৩]

শায়খ মুহাম্মদ আলী সাবূনী বলেন:

ফটোগ্রাফীও *তাছবীরের* একটি প্রকার; ঐ যন্ত্র দিয়ে যা তোলা হয় তাকে *ছূরাহ* আর ক্যামেরা অপারেটরকে *মুসাব্বির* বলে। যদিও সুস্পষ্ট নস এই প্রকারের ছবির ব্যাপারে নিরব [সেটিই স্বাভাবিক; কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় ক্যামেরা আবিস্কৃত হয়নি।] এবং এতে সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি নেই তবুও এটি *তাসবীরের*-ই একটি প্রকার। আর তাই ক্যামেরা ব্যবহারের বৈধতা 'প্রয়োজনের শর্তে' সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।[১০৪]

শায়খ হামূদ ইবনু 'আবদিল্লাহ আল-তুওয়াইজিরী বলেন:

বিভ্রান্তিকর মন্তব্য হল: আধুনিক যুগের কতিপয় 'আলিমের বক্তব্য: 'হাতে আঁকা ছবি হারাম, কিন্তু ক্যামেরায় তোলা ছবি হারাম নয়।' এটি অত্যন্ত অভিনব এক সাদৃশ্য (!) যা বক্তার মুর্খতা ও অজ্ঞতা প্রকাশ করে।

এ ধরণের বক্তব্যের জবাব দেয়া লাগে না; কারণ এর এ যুক্তির অসারতা স্বপ্রকাশিত। যদি কেউ বলে হাতে আঙ্গুর নিংড়িয়ে রস বের করে মদ বানালে তা হারাম, আর মেশিনে মদ বানালে তা হালাল-যদিও তা হাতে বানানো মদের চাইতে বেশী নেশাদায়ক হয়, সেই ব্যক্তি ও এই ব্যক্তির মাঝে [যে বলে ক্যামেরায় ছবি তোলা বৈধ] কোন পার্থক্য নেই; দু'জনেই একটি জিনিসকে হারাম করছেন আবার তার চাইতে অধিক হারাম হওয়ার উপযুক্ত একটি জিনিসকে হালাল বলছেন।

একটু আগে আমি উল্লেখ করেছি যে, ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ হল সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর অনুকরণের চেষ্টা, যেমন আবু হুরাইরা ও আয়িশার হাদীস হতে বুঝা যায়। আর এ কারণটি হাতে আঁকা ছবি ও ক্যামেরায় তোলা ছবি-সব ছবিতে পাওয়া যায়। ছবি যদি মূলের কাছাকাছি বেশী হয় সেক্ষেত্রে অনুকরণও বেশী হয়।

---

১০৩. তকী আল-উছমানী, প্রাগুক্ত

১০৪. মুহাম্মদ আলী সাবূনী, *হুকম আল-ইসলাম ফি আল-তাসবীর*, পৃ. ১৫, তকী আল-'উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩ হতে উদ্ধৃত

> বুদ্ধিমান যে কেউ জানে যে, শিল্পীর তুলির চেয়ে ক্যামেরার মাধ্যমে নিখুঁত ও আসলের কাছাকাছি ছবি তোলা যায়, তার মানে অনুকরণের বিষয়টি ক্যামেরায় তোলা ছবির ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য।[১০৫]

চার. ছবির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ধরণের প্রোডাক্ট হারাম করা হয়েছেন, কোন মাধ্যম হারাম করা হয়নি। প্রোডাক্টটি যদি হয় প্রাণীর ছবি তবে তা হারাম-যে মাধ্যমেই তা অঙ্কন করা হোক না কেন-শিল্পীর তুলিতে আঁকা হোক বা ক্যামেরায় তোলা হোক সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ প্রোডাক্ট তথা প্রাণীর ছবি হারাম। তবে মাধ্যম হারাম নয়, ক্যামেরা বা শিল্পীর তুলির ব্যবহার হারাম হবে না যদি তা দিয়ে নিসর্গের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়। অর্থাৎ শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা সব ছবি হারাম নয় আবার ক্যামেরা তোলা সব ছবি বৈধ নয়।[১০৬]

পাঁচ .

হারাম কাজের ছিদ্রপথ বন্ধ করা: [سد الذرائع]

শরী'আহ-এ নিষিদ্ধ কাজগুলো দু'ভাগে ভাগ করা হয়: এক. স্বতই যা হারাম, যেমন প্রাণীর ভাস্কর্য বানানো ও ছবি আঁকা। দুই. আনুসঙ্গিকতার কারণে যা হারাম হয়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয়, সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে ক্যামেরায় তোলা ছবি হারাম হয়নি তবুও হারাম কাজের পথ বন্ধ করার মূলনীতিতে এ ধরণের ছবিকে হারাম বলা যায়। আজকাল ছবির ব্যাপারে এত বেশী শৈথিল্য দেখানো হচ্ছে যে, মুসলিম সমাজগুলো ছবিময় সমাজে পরিণত হয়েছে। অফিস-আদালতে রাষ্ট্রপ্রধানের ছবি ঝুলানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকার পরিবর্তনের সময় ছবি ঝুলানো ও নামানোকে কেন্দ্র করে রীতিমত সংঘাত-হানাহানির ঘটনা ঘটে। রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যালয়ে নেতা-নেত্রীদের বিশাল আকৃতির ছবি টাঙানো হয়, এসব ছবিতে ফুল দেয়া হয়। আবার সামান্য ছবি সম্বলিত পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। মুসলিমদের বাড়িগুলো আজ ছবিময় হয়ে গেছে। পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়ের ছবি বাঁধাই করে রাখা হয়। আবার পিতা-মাতা বা ভাই-বোনের কেউ মারা গেলে তাদের ছবি বাঁধাই করে রাখা হয়। এসব ছবি দেখে স্মৃতিচারণ করা হয় আবার কখনো-সখনো বেদনা বা আনন্দের মূহুর্তে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকে কথাবার্তা বলে। এভাবে ছবি মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিনাশর্তে ছবি তোলার বৈধতা দেয়া হলে এ পৌত্তলিক সংস্কৃতি রোধ করা যাবে না। অতএব হারামের ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্য হলেও ছবি হারাম হওয়া উচিত।

---

১০৫. http://www.asir1.com/as/showthread.php?t=62422

১০৬. ২৬/০২/২০০৯ তারিখে 'চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ: ইসলামী দৃষ্টিকোণ' বিষয়ে অনুষ্ঠিত বিআইসি সেমিনারে অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদের সমাপনী বক্তৃতা।

ছয়

সন্দেহপূর্ণ বস্তু হতে বেঁচে থাকার জন্য ক্যামেরার ছবি বর্জন করা উচিত: [اتقاء المشتبهات]

নু'মান ইবনু বশীর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام

'হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, এ–দু'টির মাঝে কিছু সন্দেহপূর্ণ বিষয় আছে; যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে বিরত থাকবে সে তার দীন ও সম্মান অটুট রাখবে আর যে সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে পড়বে সে হারামে লিপ্ত হবে।' [মুত্তাফাকুন আলাইহি]

আমরা যদি ক্যামেরায় তোলা ছবিকে সুস্পষ্ট ও অবিতর্কিত হারাম বলে গণ্য নাও করি তবুও অন্তত এটুকু তো বলা যায় যে এটি সন্দেহপূর্ণ বিষয়; যেহেতু এর সাথে হারাম বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে। ক্যামেরার ছবি যদি সুস্পষ্ট হারাম হয় তো কথা নেই, আর যদি তা নাও হয় তবুও সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নীতিমালা অনুসরণে এটিকে হারাম বলে গণ্য করাই নিরাপদ।

প্রয়োজনে ছবি তোলা ও ব্যবহার করা

আজকাল পাসপোর্ট, আইডি কার্ডসহ নানা প্রয়োজনে ছবি তোলার দরকার হয়। যে 'আলিমগণ ছবি তোলা হারাম বলে মত দিয়েছেন তারাও অনিবার্য প্রয়োজনে ছবি তোলা ও ব্যবহার করা বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। প্রয়োজনের সময় অবৈধ বিষয়ে প্রয়োজনমাফিক ছাড় দেয়ার নজির আল-কুরআনে রয়েছে:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ والدَّمَ وَلَحمَ الخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغٍ ولا عَادٍ فَلا إِثمَ عَلَيهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'তিনি কেবল তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত, রক্ত, শুকরের গোশত, এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবেহ করা হয়েছে; তবে বিদ্রোহী না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে কেউ যদি [উপরোক্ত বস্তুসমূহ খেতে] বাধ্য হয় তবে তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু। [আল-কুরআন ২: ১৭৩]

অনিবার্য প্রয়োজনে ছবি ব্যবহার যে বৈধ তা প্রথম যুগের ইমামগণের বক্তব্যেও পাওয়া যায়। ইমাম মুহাম্মদ রহ. *আল-সিয়ার আল-কাবীর* গ্রন্থে বলেন:

وإن تحققت الحاجة له إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال فلا بأس باستعماله

'যদি ছবিযুক্ত তরবারী ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে তবে তা ব্যবহারে কোন বাঁধা নেই।'[১০৭]

আল-সারাখসী *আল-সিয়ার আল-কাবীর*-এর ব্যাখ্যগ্রন্থে বলেন:

إن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان، ولا يمنع أحد عن المعاملة بذلك.. .. ولا بأس بأن يحمل الرجل في حال الصلاة دراهم العجم وإن كان فيها تمثال الملك على سريره وعليه تاجه.

'মুকুটধারী অনারব রাজার ছবিযুক্ত মুদ্রা মুসলিমরা ব্যবহার করে আসছে, কেউ এই লেনদেনে বাঁধা দেননি। .. কেউ নামাযরত অবস্থায় অনারব মুদ্রা বহন করলে তাতে কোন অসুবিধা নেই, যদিও সে মুদ্রায় সিংহাসনে বসা মুকুটধারী রাজার ছবি থাকে।'[১০৮]

নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রয়োজনমাফিক ছাড় দেয়ার ব্যাপারে উসূলে ফিকহ-এ কিছু মূলনীতিও রয়েছে:

الضرورات تبيح المحظورات 'প্রয়োজনে নিষিদ্ধ বস্তু হালাল হয়ে যায়।'[১০৯]

لا محرم مع الضرورة 'অনিবার্য প্রয়োজন থাকলে হারাম থাকে না।'[১১০]

প্রয়োজনীয় বিষয়ের নমুনা

কোন্ কোন্ প্রয়োজনে ছবি তোলা জায়েয হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা দরকার; কারণ এই সুযোগ অবারিত থাকলে হারামে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এখানে প্রয়োজন বলতে অনিবার্য প্রয়োজনকে বুঝানো হচ্ছে- পার্থিব বা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন বা মৌলিক প্রয়োজন পূরণ বা জীবিকা আহরণের জন্য ছবি ব্যবহারের দরকার হলে তা বৈধ। মুসলিমদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য হজ্জ আদায় করা। এই ফরয আদায় করতে হলে পাসপোর্ট করতে হয় এবং সেজন্য ছবির দরকার হয়। আজকাল ছাত্র হোক কর্মজীবি হোক সবার আইডি কার্ড বা পরিচয় পত্র রাখতে হয়, পরিচয় পত্রে ছবি ব্যবহার করতে হয়। এভাবে ছাত্রদের পরীক্ষার প্রবেশপত্র, গাড়ীচালকের ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ নানা ডকুমেন্টে ছবি ব্যবহার করতে হয়। এসব প্রয়োজন পূরণের জন্য ছবি তোলা ও ব্যবহার করা জায়েয। পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন নিউজ আইটেমে ছবি

---

১০৭. তাকী আল-উছমানী, *তাকমিলাহ*, পৃ. ১৬৩

১০৮. প্রাগুক্ত

১০৯. ওয়ালীদ ইবনু রাশিদ আস-সা'ইদান, হুকমুত তাসবীরুল ফুতুগ্রাফী পৃ. ২৩

১১০. প্রাগুক্ত

সংযোজন করা হয়। অনেক সময় অপরাধমূলক খবরের ক্ষেত্রে ছবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। এগুলি নাজায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই। চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্ররা মানবদেহ নিয়ে কাজ করে। বিজ্ঞানের এই শাখার গ্রন্থগুলিতে মানবদেহের ছবি ব্যবহার করা হয়। এভাবে অনিবার্য প্রয়োজনের অনেক উদাহরণ দেয়া যায় যেসব ক্ষেত্রে ছবি তোলা ও ব্যবহার করা জায়েজ বলে ফকীহগণ মত প্রকাশ করেছেন।

'অনিবার্য প্রয়োজন'-এর উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না। এ ব্যাপারে সুযোগ-সন্ধানী শৈথিল্য যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত, তেমনি অপ্রয়োজনীয় কড়াকড়িও কাম্য নয়। কোন্‌টা অনিবার্য প্রয়োজন, কোন্‌টা জরুরী নয়- সেটি নির্ধারণে কুরআন-সুন্নাহর চেতনা ও বিবেকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

ক্যামেরায় ধারণ করা ছবি সম্পর্কে আধুনিক যুগের 'আলিমগণ যে মতভেদ করেছেন তা অনেকটা শাব্দিক মতভেদের পর্যায়ে পড়ে, বাস্তবে এই মতভেদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। যারা ছবি তোলাকে বৈধ বলেছেন তারা ছবির বিষয়বস্তু ও ব্যবহার বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন- ছবির ব্যবহার যেন প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তা যেন অশ্লীলতা, বিলাসিতা ও অপচয়ের পর্যায়ে না পৌঁছে। আবার যাঁরা ছবি তোলা হারাম বলে মত প্রকাশ করেছেন তাঁরাও অনিবার্য প্রয়োজনে ছবি তোলা ও ব্যবহার করা বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

ভাস্কর্য ও ছবির বিধানের সারমর্ম

ভাস্কর্য:

প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ হারাম, পূজার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করুক বা সৃষ্টিকর্মে আল্লাহর সাথে প্রতিযোগিতা করার নিয়তে করুক বা কেবল শিল্পচর্চার জন্য করুক বা স্মৃতি রক্ষার্থে করুক; সর্বাবস্থায় প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ হারাম। এটি সর্বকালের সর্বস্থানের 'আলিমগণের সর্বসম্মত অভিমত।

শিল্পীর আঁকা ছবি:

ক. প্রাণীর ছবি আঁকা হারাম। প্রাণীর ছবির সম্মানজনক ব্যবহারও হারাম। ছবিযুক্ত কাপড় দেয়ালে টাঙানো কিংবা প্রাণীর ছবিসম্বলিত পর্দা ব্যবহার সংখ্যগরিষ্ঠ আলিমগণের মতে হারাম। গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে ঘরের দেয়ালে প্রাণীর ছবিযুক্ত ওয়ালমেট ব্যবহার হারাম। তবে একদল 'আলিম মনে করেন প্রাণীর ছবির ব্যবহার মাকরূহ; হারাম নয়।

খ. ছবিযুক্ত কাপড় যদি কেটে টুকরা করে ছবির আকৃতি বিনষ্ট করা হয় তবে তা ব্যবহার করা বৈধ।

গ. প্রাণীর ছবির মাথায় কেটে ফেললে তা ব্যবহার করা যায়। তবে আবক্ষ মূর্তি/ছবি হারাম।

ঘ. প্রাণীর ছবিযুক্ত বস্তুর অসম্মানজনক ব্যবহার বৈধ; যেমন বিছানার চাদর, পাপোষ বা ফ্লোরমেটে ব্যবহৃত ছবি।

ঙ. গাছপালা ও অপ্রাণী তথা নদীনালা, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত. আকাশ-নক্ষত্র ইত্যাদির ছবি আঁকা বৈধ যদি তা এবাদত বন্দেগী থেকে বিমুখ না করে এবং বিলাসিতার পর্যায়ে না পড়ে।

ক্যামেরায় তোলা ছবি

ক্যামেরায় তোলা ছবি ও শিল্পীর আঁকা ছবির বিধান এক ও অভিন্ন; তবে পাসপোর্ট-আইডিসহ নানা প্রয়োজনে প্রয়োজনমাফিক ছবি তোলা জায়েয।

উপসংহার :

প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্যের ব্যাপারে ইসলাম কি মনোভাব পোষণ করে ওপরের পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা তা আলোচনা করেছি। আমরা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দু'পক্ষের যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করেছি। আমরা দেখেছি ভাস্কর্যের বৈধতার পক্ষে যেসব যুক্তি দেয়া হয় সেগুলির কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরামসহ প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। ভাস্কর্যের বিরোধিতা পরবর্তী প্রজন্মের আবিষ্কার বলে যে দাবী করা হয় তাও অসার প্রমাণিত হয়েছে। অনুসারীদের কাছে ইসলাম শর্তহীন আনুগত্য দাবী করে। কেন, কিভাবে এসব প্রশ্নের জবাবের ওপর ইসলামী বিধানের সৌধ প্রতিষ্ঠিত নয়। আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর শর্তহীন আনুগত্যের নাম ইসলাম। নিজেদের খাহেশের প্রতিকূলে কোন বিধান না মানা কিংবা মনগড়া মতবাদের পক্ষে শরী'আহ-এর দলীলসমূহের অপব্যাখ্যা দেওয়া মুসলিমের কাজ হতে পারে না। নিজের পছন্দ অনুযায়ী ইসলামকে সাজানো নয়, বরং ইসলামের দাবী অনুযায়ী নিজেকে সাজাতে হবে। আমাদের দেশে একদল মুসলিম আছেন যারা নিজেদেরকে প্রাকটিচিং মুসলিম দাবী করেন এবং ইসলামকে অনুসরণের চেষ্টাও করেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে জেনে বা না জেনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি অনেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন, নিয়মমাফিক রোযা রাখেন আবার বাসায় মাতা-পিতার ছবি বাঁধাই করে ঝুলিয়ে রাখেন কিংবা প্রাণীর ছবি সম্বলিত ওয়ালমেট ব্যবহার করেন। তাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন: যে হাদীসের অনুসরণে আপনি নামায আদায় করছেন সে হাদীসেই রয়েছে প্রাণীর ছবিওয়ালা ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আমরা কেন একগুচ্ছ হাদীস গ্রহণ করব অপরগুলো অমান্য করব? জরুরী পরিস্থিতিতে অনেক হারাম কাজ হালাল হয়ে

যায়, যেমন ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে শুকরের মাংসও খাওয়া যায়। বাসার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য প্রাণীর ছবি সম্বলিত ওয়ালমেট বা পোস্টার ব্যবহার কি অপরিহার্য? পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের স্মৃতি রক্ষার্থে ছবি ঝোলানো কি খুবই প্রয়োজন? গৃহসজ্জার প্রয়োজনীয়তা ইসলাম অস্বীকার করেনা; আল্লাহ সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে তিনি ভালবাসেন। কিন্তু সৌন্দর্য চর্চার নামে শরী'আহ-এর বিধান লংঘন করা যেতে পারে না। বাজারে প্রাণীর চিত্র ছাড়াও বহু সুন্দর ওয়ালমেট পাওয়া যায়। গৃহসজ্জার বিকল্প সামগ্রী থাকার পরও কেন আমরা শরী'আহ লংঘন করতে যাব? এটাতো বিনা প্রয়োজনে গুনাহ কামাই করা। পিতা-মাতা বা প্রিয় ব্যক্তিত্বের স্মৃতি রক্ষার্থে ছবি টাঙানো অপরিহার্য নয়। পিতা-মাতাকে স্মরণে রাখার সর্বোত্তম উপায় হল তাঁদের জন্য হরহামেশা দোয়া করা। প্রিয় ব্যক্তিত্বের স্মৃতি ধরে রাখার সর্বোত্তম উপায় তার আদর্শকে অনুসরণ করা, লেখালেখি ও আলোচনা-পর্যালোচনায় তার স্মৃতি জাগরূক রাখা। সৌন্দর্য চর্চা ও স্মৃতি রক্ষার এত বিকল্প উপায় থাকতে আমরা কেন শরী'আহ-এর বিধান লংঘন করব? ■

বরাত

ক. *আল-কুরআনুল করীম*

খ. *সহীহ আল-বুখারী* (কায়রো: দার আল-তাকওয়া ২০০১)
সহীহ মুসলিম (কায়রো: দার আল-হাদীস ১৯৯৭)
সহীহ মুসলিম বি শারহ আল-নওয়াবী (কায়রো: দার আল-হাদীস ১৯৯৪)
সুনান আত্-তিরমিযী (আল-মদীনা: মুহাম্মদ আবদুল মুহসিন আল-কাতবী তা.বি.)
সুনান আবি দাউদ (কায়রো: দার আল-হাদীস)
সুনান আন-নাসাঈ
সুনান ইবনু মাজাহ
ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-কিতাব আল-মুসান্নাফ ফি আল-আহাদীস ওয়া আল-আছার* (বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা ১৯৯৫)

গ. ইবনু জারীর আত্-তাবারী, *জামি'উল বয়ান,* (কায়রো: মুস্তাফা আল-বাবী ওয়া আওলাদুহূ ১৯৫৪)
তাফসীর আবিস্সা'উদ, কায়রো: মাকতাবাহ ওয়া মাতবা'আহ মুহাম্মদ আলী সুবাইহ ওয়া আওলাদুহূ
তাফসীর আল-মাওয়ার্দী, (বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা তা.বি.)
আল-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ* (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরাবী তা.বি.)
আশ-শাওকানী, *ফাতহ আল-কাদীর* (কায়রো: দার আল-হাদীস ১৯৯৭)
আল-তাবাতাবাঈ, *আল-মীযান ফি তাফসীর আল-কুরআন* (বৈরুত: মাতবা'আহ শা'আরকর ১৯৭৩)
সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (মুহাম্মাদ আবদুর রহীম অনূদিত), *তাফহীমুল কুরআন* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী ২০০৪)
ইবনু হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহ আল-বারী* (দার আল-তাকওয়া লি আল-তুরাছ)
তকী আল-উছমানী, *তাকমিলাহ ফাতহ আল-মুলহিম* (দেওবন্দ: আল-মাকতাবা আল-আশরাফিয়া ১৯৯৪) ৩য় খণ্ড
আল-মিয্যি, *তাহযীব আল-কামাল* (বৈরুত: মুআস্সাসাহ আল-রিসালাহ ১৯৯১)
ইবনু হাজার আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*
ইবনু তাইমিয়্যা, *উসূল আল-তাফসীর*

ড. মুহাম্মাদ আবদুল আযীয খতীব, *উসূল আল-হাদীস* (বৈরুত: দার আল-ফিকর ১৯৮৯)
ড. ওয়াহবা আল-যুহাইলি, *আল-ফিকহ আল-ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু* (দামেশক: দার আল-ফিকর ১৯৮৪)
সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহ আল-সুন্নাহ*
আল-আযরাকী, *আখবার মক্কা* (মক্কা আল-মুকার্‌রমা: মাতাবি' দার আল-ছকাফাহ ১৯৯৪)
ইবন খলদূন, *কিতাব আল-'ইবার* (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-লুবনানি ১৯৮৬)
ইবনু আল-আছীর, *আল-কামিল ফি আল-তারীখ* (বৈরুত: মুআস্‌সাসাহ আল-তারীখ আল-'আরাবী ১৯৯৪)
ইবনু সা'দ, *আল-তাবাকাত আল-কুবরা* (বৈরুত: দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-আরাবী তা. বি.)
ইবনু হিশাম, *আল-সীরাহ আল-নাবাবীয়্যাহ* (বৈরুত: দার আল-খাইর ১৯৯৫)
ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নিহায়াহ* (বৈরুত: দার ইহয়াহ আল-তুরাছ আল-'আরাবী)
আল-কাস্তলানী, *আল-মাওয়াহিব আল্লাদুনিয়্যাহ* (বৈরুত, দামেশক ও আম্মান: আল-মাকতাব আল-ইসলামী ১৯৯১)
ইবনু আল-কায়্যিম আল-জুযিয়্যাহ, *যাদ আল-মা'আদ* (বৈরুত: মুআস্‌সাসাহ আল-রিসালাহ ১৯৯৭)
আল-ওয়াকিদী, *কিতাব আল-মাগাযী* (বৈরুত: আলম আল-কুতুব ১৯৮৪)
ইবউ আল-আছীর, *উসুদুল গাবাহ* (বৈরুত: দার আল-শা'ব তা.বি.)
আল-যুরকানী, *শারহ আল-মাওয়াহিব*
মুহাম্মাদ আলী আস্‌-সাবূনী, *হুকম আল-ইসলাম ফি আল-তাসবীর*
ড. মুহাম্মদ সাঈদ রমাদান আল-বূতী, *ফিকহ আল-সীরাহ*
ইবনু মানযূর, *লিসান আল-আরব* (বৈরুত: দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-আরাবী ১৯৯৭)
আল-রাযী, *মুখতার আল-ছিহাহ* (দার আল-মানার ১৯৯৩),
ইউসূফ আল-কারযাভী (ড. মাহফুজুর রহমান অনূদিত), *ইসলাম ও শিল্পকলা* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী ২০০৭)
ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা এপ্রিল-জুন ১৯৬৩

ঘ. Ibn Ishaq (tr. Alfred Guillaume), *The Life of Muhammad* (Oxford University Press 1955)
Ibn Rusta, *Al-A`laq al-Nafisa* (Laiden: E. J. Brill 1967)
Al-Tabari, *Annales* (Laiden: E. J. Brill 1964)
Al-Balazuri, *Futuh al-Buldan* (Laiden: E. J. Brill 1968)
Holy Bible in Bengali, Kolkata 1874
Sir T. W. Arnold, *Painting in Islam*, (New York: Dover Publications Inc. 1995)
Oleg Grabar, *The Formation of Islamic Art* (New Haven and London: Yale University Press 1987)
Dr. Ruhi al-Ba`labakki, *Al-Mawrid* (Beirut: Dar al-`ilm li al-Malaeen 1997)

প্রকাশকের কথা

জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহ্সানুল হক ২৫শে জুন, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত স্টাডি সেশনে **"মহিলাদের জামা'আতে নামায ও ইমামতি সম্পর্কে ইসলামের বিধান"** শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। গবেবষণাপত্রটির উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে মূল্যবান পরামর্শ সম্বলিত বক্তব্য পেশ করেন ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, অধ্যাপক এ.এন.এম. রফীকুর রহমান, অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম, ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, ড. আ.জ.ম. কুত্বুল ইসলাম নু'মানী, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, ড. মুফতী মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ খান, মাওলানা নাজমুল ইসলাম, মুহাদ্দিস ইমদাদুল্লাহ্, ড. আহমদ আলী, জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া, জনাব মুহাম্মাদ শাফীউদ্দীন, অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ মুজ্জাম্মেল হক, ড. মুহাম্মাদ ছামিউল হক ফারুকী ও জনাব এ.কিউ.এম. আবদুশ্ শাকুর।

সম্মানিত আলোচকদের পরামর্শের নিরিখে বিজ্ঞ গবেষক তাঁর গবেষণাপত্রটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে বক্ষ্যমাণ রূপ দান করেছেন।

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

সূচীপত্র

মহিলাদের জামা'আতে নামায ও ইমামতি সম্পর্কে ইসলামের বিধান

মহিলাদের জামা'আতে নামায ও ইমামতি সম্পর্কে ইসলামের বিধান

ভূমিকা

ইসলামের বিভিন্ন মীমাংসিত ও অবিতর্কিত বিষয়ে বর্তমানে নতুন করে বিতর্ক করা হচ্ছে। কোন কোন মহল পাশ্চাত্যের নিকট ইসলামকে সুশোভিত করে উপস্থাপনের জন্য নতজানু দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করছে। এতদসত্ত্বেও ইসলামের ওপর পাশ্চাত্যের পণ্ডিত মহলের আক্রমণ থেমে নেই। যেসব বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী বিকৃত করে উপস্থাপন করা হচ্ছে তন্মধ্যে অন্যতম হল নারী অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়ন এই সময়ের সবচাইতে আকর্ষণীয় ও স্পর্শকাতর এজেন্ডা। পশ্চিমা নারীবাদের অনুকরণে এক শ্রেণীর মুসলিম আল্লাহ্ প্রদত্ত ন্যায্য অধিকারের পরিবর্তে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলছে। তথাকথিত নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম অনুষঙ্গ হল ধর্মীয় ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন। মুসলিম নারীদের তথাকথিত ধর্মীয় সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ২০০৫ সালের ১৮ মার্চ নিউইয়র্কের এক ক্যাথেড্রালে নারী-পুরুষের সম্মিলিত জুম'আর নামাযে ইমামতি করেন মুসলিম নামধারী জনৈক আমিনা ওয়াদুদ। যুক্তরাষ্ট্রের কোন মসজিদ কর্তৃপক্ষ এই আয়োজকদেরকে জায়গা দেয়নি। শুধু তাই নয়, ঐ দেশের কোন মুসলিম সংগঠনও তাদের কর্মকাণ্ড সমর্থন করেনি।

যেসব বিষয়ে ইসলামের বিভিন্ন ফিকহী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ ঐকমত্য পোষণ করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হল: নারী-পুরুষের সম্মিলিত জামা'আতে ইমামতি করবেন একজন পুরুষ ইমাম। নিউইয়র্কে নারীর ইমামতিতে জুম'আর নামাযের আয়োজকদের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে যে, ইসলামের সুমহান আদর্শ সম্পর্কে মুসলিম মানসে সংশয় সৃষ্টির জন্যই গীর্জার অভ্যন্তরে ঐ নামাযের আয়োজন করা হয়েছিল। ঐদিন আয়োজকসহ অনেক নারী অংশগ্রহণকারী ত্বকঘনিষ্ঠ জিন্স পরে স্কার্ফবিহীন অবস্থায় নামায আদায় করেছিলেন। এইসব নামধারী মুসলিমরা একটি হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে নামায আদায় করেছিলেন।

সম্মিলিত নামাযে নারীর ইমামতির পক্ষে যেসব যুক্তি দেয়া হয়। সেগুলো এ রচনায় সবিস্তারে পর্যালোচনা করা হবে। প্রাসঙ্গিকতার কারণে কেবল নারীদের জামা'আত সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে। নামাযের জামা'আতে অংশগ্রহণের জন্য মহিলাদের মসজিদে গমণ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী এ রচনার শেষের দিকে উপস্থাপন করা

হবে। মিশ্র-জামা'আতে নারীর ইমামতি সর্বসাম্প্রতিক বিষয় হওয়ার এর পক্ষ-বিপক্ষে যুক্তিগুলো প্রধানত অনলাইন প্রবন্ধ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মহিলাদের জামা'আতে মহিলার ইমামতি

কেবল মহিলাদের নামাযে মহিলা ইমামতি করতে পারবে কি? সামান্য মতপার্থক্যসহ চার মাযহাবের ইমামগণ এ বিষয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন; মহিলাদের নামাযে মহিলা ইমামতি করতে পারবে, তবে তাদের ইমাম প্রথম কাতারের মাঝখানে দাঁড়াবেন। বিস্তারিত মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হল:

এক. শাফি'ঈ মাযহাব মতে মহিলাদের নামাযে মহিলার ইমামতি শুধু বৈধই নয়; বরং তা মুস্তাহাবও বটে।[১] ইমাম শাফি'ঈ এ অভিমতের সমর্থনে নিজ সনদে কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন। তম্মধ্যে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে :

قال الشافعي أخبرنا سفيان عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة أن أم سلمة أمتهن فقامت وسطهن.

ক. হুজাইরা বলেন, উম্মু সালামাহ (রা) তাদের (মহিলাদের) নামাযে ইমামতি করেছিলেন তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।[২]

হাদীসটি ইবনু আবি শায়বা, আবদুর রায্যাক এবং আল-বাইহাকীও (রাহ) বর্ণনা করেছেন।[৩]

روى الليث عن عطاء عن عائشة أنها صلت بنسوة العصر فقامت في وسطهن

খ. 'আতা (রাহ), আয়িশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ['আয়িশা (রা)] মহিলাদের নিয়ে 'আসর' নামায আদায়কালে তাদের মাঝখানে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন।[৪]

এ হাদীসটি সামান্য সংযোজনীসহ আল-বাইহাকীও (রাহ) বর্ণনা করেছেন:

أخبرنا عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا عبد الله بن إدريس، ثنا ليث عن عطاء عن عائشة: أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن.

---

১. আল-মাওয়ার্দী, আল-হাভী আল-কাবীর (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা ১৯৯৪), খ. ২, পৃ. ৩৬৫; আবদুর রহমান আল-জাযিরী, কিতাবুল ফিক্‌হ 'আলাল মাযাহিবিল 'আরবা'আহ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা ১৯৯৯), খ. ১, পৃ. ৩৭২

২. আশ্ শাফি'ঈ, কিতাবুল উম্ম (কায়রো: বুলাক ১৩২১ হি.), খ. ১, পৃ. ১৪৫

৩. আল-বাইহাকী, আস্ সুনানুল কুবরা (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা ১৯৯৯), খ. ৩, পৃ. ১৮৭; http://www.islamonline.net

৪. কিতাবুল উম্ম খ. ১, পৃ. ১৪৫

... 'আয়িশা (রা) আযান-ইকামত দিতেন আর মহিলাদের ইমামতি করতেন তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।[৫]

وكان علي بن الحسين يأمر جارية له تقوم بأهله في شهر رمضان وكانت عمرة تأمر المرأة أن تقوم للنساء في شهر رمضان

গ. 'আলী ইবনুল হুসাইন (রা) এক দাসীকে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে রমাদানে তারাবীহ নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'আমরাহ (রা) এক মহিলাকে রমাদানে মহিলাদের নিয়ে তারাবীহ নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।'

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان عن ميسرة أبي حازم، عن رائطة الحنفية أن عائشة أمّت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطا.

ঘ. রা'ইতা আল-হানাফিয়্যাহ হতে বর্ণিত, 'আয়িশা (রা) মহিলাদের ফরয নামাযে ইমামতি করেছিলেন তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।[৬]

নারীদের নামাযে মহিলার ইমামতির আইনানুগতার সমর্থনে আরো হাদীস উল্লেখ করা যায়। সংক্ষেপণের জন্য বর্জন করা হল। ফিকহ-এর ইমামগণের মাঝে আশ্-শাফি'ঈ ছাড়াও আল-আওযা'ঈ, আছ্-ছাওরী এবং ইসহাক (রাহ) মহিলাদের নামাযে মহিলাদের ইমামতি মুস্তাহাব বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৭]

দুই. হাম্বলী মাযহাব মতে মহিলাদের নামাযে মহিলার ইমামতি বৈধ; তবে তা মুস্তাহাব নয়:

وروي عن أحمد أن ذلك غير مستحب

'আহমাদ (ইবনু হাম্বল রাহ.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি মুস্তাহাব নয়।'[৮]

তিন. হানাফী মাযহাব: অগ্রবর্তী হানাফী ইমামগণ মহিলাদের নামাযে মহিলার ইমামতিকে মাকরূহ বলে গণ্য করেছেন। আল-মারগিনানী (রাহ) লিখেন:

ويكره للنساء أن يصلين وحدهن الجماعة، لأنها لا تخلو من ارتكاب المحرم وهو قيام الإمام وسط الصف فيكره كالعراة؛ فإن فعلن قامت الإمام وسطهن؛ لأن عائشة فعلت كذلك، وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام، ولأن في التقدم زيادة الكشف.

---

৫. আস্-সুনানুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ৬০০; খ. ৩, পৃ. ১৮৭
৬. আস্-সুনানুল কুবরা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮৭
৭. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, তাবি), খ. ৩, পৃ. ৩৪
৮. ইবন কুদামা, আল-মুগনী, খ.২, পৃ. ৩৬

'কেবল মহিলাদের জামা'আতে নামায আদায় করা মাকরূহ; কারণ সে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত নয়। আর তা (হারাম কাজ) হলঃ ইমামের মধ্য কাতারে দণ্ডায়মান হওয়া। অতএব উলঙ্গদের জামা'আতের ন্যায় মহিলাদের জামা'আতও মাকরূহ। যদি তারা তা করে তবে ইমাম মাঝখানে দাঁড়াবেন; কারণ 'আয়িশা (রা) তেমনটি করেছিলেন। নামাযে তাঁর ইমামতিকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের অনুমোদন বলে চালিয়ে দেয়া যায়। তাছাড়া মহিলারা সামনে গেলে অত্যধিক উন্মোচনের আশঙ্কা থাকে।[৯]

ইবনু 'আবিদীন (রাহ) একটু এগিয়ে বলেছেন : ويكره تحريما جماعة النساء ولو في التراويح 'মহিলাদের জামা'আত মাকরূহ তাহরীমী, যদিও তা হয় তারাবীহ্ নামাযের জামা'আত।[১০]

আল-আতরাযী আরেকটু এগিয়ে বলেছেন, মহিলাদের জামা'আত বিদ'আত।[১১]

প্রাথমিক যুগের হানাফী 'আলিমগণের এ মন্তব্যগুলোর কড়া সমালোচনা করেছেন পরবর্তী প্রজন্মের হানাফী 'আলিম আল-'আইনী (রাহ)। তিনি 'আয়িশা ও উম্মু সালামাহ (রা) কর্তৃক মহিলাদের নামাযে ইমামতির হাদীস উল্লেখ করে প্রশ্ন তুলেছেন, যে কাজ 'আয়িশা ও উম্মু সালামাহ (রা) করেছেন তা কী করে বিদ'আত হয়? কাতারের মাঝখানে ইমামের দাঁড়ানো হারাম বলে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন হিদায়া প্রণেতা, তারও সমালোচনা করেছেন আল-'আইনী; 'আয়িশা ও উম্ম সালামাহ (রা) কি তবে হারাম কাজ করেছিলেন?' 'আয়িশা (রা) কর্তৃক মহিলাদের জামা'আতে ইমামতির ঘটনা ইসলামের প্রারম্ভে প্রদত্ত অনুমোদন যা পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে' এমন দাবীর শক্ত বিরোধিতা করেছেন তিনি। আল-'আইনী (রাহ) বলেন :

وهذا كلام من لم يطلع في كتب القوم، وأمضى فيه لأنه عليه السلام أقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة كما رواه البخاري ومسلم ثم تزوج عائشة وبنى بها بالمدينة وهي تسع وبقيت عند النبي عليه السلام تسع سنين وما صلت إماما إلا بعد بلوغها، فكيف يستقيم حمله على ابتداء الإسلام؟

'এ জাতির গ্রন্থসমূহ যারা অধ্যয়ন করেনি তারাই এ ধরণের কথা বলে; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াতের পর তের বছর মক্কায় অবস্থান করেন- যেমন আল-বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন- তারপর মদীনায় 'আয়িশা (রা) কে বিয়ে

---

৯. আল-'আইনী, আল-বিনায়াহ (হিদায়াহ-সহ), (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা ১৯৯৯), খ. ২, পৃ. ৩৩৪-৩৬; আরো দেখুন, আল-কাসানী, বাদাইউস সানাই' (মিসরঃ মাতবাআ' শিরকাতিল মাতবু'আত আল-ইলমিয়্যা ১৩২৭ হি.), খ. ১, পৃ. ১৫৭

১০. ইবনু আবিদীন (মৌলভী করম আলী কৃত উর্দু অনুবাদ), রদ্দুল মুখতার (লক্ষ্ণৌঃ মুনশী নওল কিশোর ১৯০০), খ. ১, পৃ. ২৬২

১১. আল-'আইনী, আল-বিনায়াহ, খ. ২, পৃ. ৩৩৫

করেন; তাঁর সাথে বাসর করেন যখন কনের বয়স ছিল নয়। 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে নয় বছর ছিলেন, বালিগ হওয়ার আগে তিনি নিশ্চয় নামাযে ইমামতি করেননি। এখন এ দাবী কীভাবে যথার্থ হতে পারে যে তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলাদের নামাযে ইমামতি করেছিলেন?[১২]

আরো অনেক হানাফী 'আলিম মহিলাদের জামা'আতের ব্যাপারে তাঁদের পূর্বসূরিদের সাথে দ্বিমত করেছেন। আল-হিদায়াহ এর ভাষ্যকার কামালুদ্দিন ইবনুল হুমাম (রাহ) মহিলাদের জামা'আতের ব্যাপারে আলোচনা সমাপনান্তে জোর দিয়ে দাবী করেছেন যে, মহিলাদের স্বতন্ত্র জামা'আত মাকরূহ হওয়ার কোন কারণ নেই। এমনকি বিগত শতাব্দীর ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হানাফী 'আলিম আবদুল হাই লখেনৌবীও (রাহ) পূর্বসূরি হানাফী 'আলিমগণের অভিমত প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১৩]

চার. মালিকী মাযহাব: ইবনু রুশ্দ আল-হাফীদ (রাহ) জোর দিয়ে বলেছেন যে, মালিকী মাযহাব মতে মহিলাদের স্বতন্ত্র জামা'আত ও তাতে মহিলার ইমামতি বৈধ নয়। কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে ইমাম হওয়ার জন্য সাধারণ শর্ত হল 'পুরুষ হওয়া'-মুক্তাদী যে-ই হোক না কেন।[১৪] তাছাড়া মহিলাদের জন্য আযান দেয়া বৈধ নয়; অতএব আযানের মাধ্যমে যেদিকে আহবান করা হয় তাতে [নামাযে] ইমামতি করাও তাদের জন্য বৈধ নয়। হাসান ও সালমান ইবনু ইয়াসারও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন। অবশ্য আল-মাওয়ার্দি (রাহ) উল্লেখ করেছেন যে, পরবর্তী কালের মালিকী ইমামগণ নারীদের স্বতন্ত্র জামা'আত ও তাতে মহিলার ইমামতিকে বিনা মাকরূহ বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।[১৫]

* আশ্-শা'বী, আন্-নাখ'ঈ ও কাতাদা (রাহ)-এর মতে, মহিলারা স্বতন্ত্রভাবে শুধু নফল নামাযে নারীর ইমামতিতে নামায আদায় করতে পারবেন; ফরয নামাযে নয়।[১৬]

ফিকহী ধারার প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ অনেক ক্ষেত্রে হাদীস সংকলন সমাপ্ত হওয়ার আগেই মতামত জ্ঞাপন করতে বাধ্য হয়েছেন পরিস্থিতির কারণে। ফলে ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের মতামতে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং তাতে অনিচ্ছাকৃত একদেশদর্শিতা পরিদৃষ্ট হয়। কোন অনুশীলন-বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের (রা) 'আমল পাওয়া গেলে এবং তাঁদের মধ্য হতে কারো বিরোধিতার কথা জানা না গেলে সে অনুশীলন নাজায়েয হওয়া উচিত নয়।

---

১২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩৮
১৩. আবদুল হাই লাখনৌবি (টীকাকার), শারহুল বিকায়াহ মাআ' উমদাতির রি'আয়াহ, খ. ১, পৃ. ১৫২, টীকা ৯
১৪. ইবনু রুশদ আল-হাফীদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ (কায়রো: মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী ১৯৯৩), খ. ১, পৃ. ১৩৪
১৫. আল-হাবী আল-কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩৫৬
১৬. আল-মুগনী, খ. ২, পৃ. ৬৩

মহিলাদের নামাযে মহিলার ইমামতি তেমন একটি বিষয়; সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা)-এর মত সাহাবীয়াগণ মহিলাদের নামাযে প্রথম কাতারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করেছেন। কোন সাহাবী এ-অনুশীলনের বিরোধিতা করেননি। অতএব এটি নাজায়েয হতে পারে না।

তদুপরি মহিলাদের জামা'আত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিম্নোক্ত বাণীর আওতাভুক্ত হতে পারে :

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.

'জামা'আতে নামায, একাকী নামাযের চাইতে সাতাশ গুণ মর্যাদার অধিকারী।'[১৭] এ হাদীসটি ব্যাপক; এখানে কোন লিঙ্গ বিশেষকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা সংশ্লিষ্ট হাদীস উল্লেখ করে মহিলাদের স্বতন্ত্র জামা'আত এবং তাতে মহিলার ইমামতি মুস্তাহাব বলে দাবী করেছেন। পরিশেষে তিনি বলেন:

ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله عليه السلام: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، لكفى.

'এই মাসআলায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই হাদীসটি- জামা'আতে নামায, একাকী নামাযের চাইতে সাতাশ গুণ মর্যাদার অধিকারী- ছাড়া অন্য কিছু না থাকলেও যথেষ্ট হত।[১৮]

ইবনু হাযম বলেন:

بل صلاة المرأة بالنساء داخل تحت قول رسول الله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

'বরং মহিলার জামা'আতে মহিলার ইমামতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণী صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة -এর অন্তর্ভুক্ত।[১৯]

মহিলাদের স্বতন্ত্র জামা'আতের কয়েকটি দিক

- মহিলাদের আলাদা জামা'আতের ব্যবস্থা করা ও তাতে মহিলার ইমামতি করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে অনুমোদিত।

---

১৭. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুস সালাত: বাবু ফাযলি সালাতিল জামা'আহ (কায়রো: দারুত তাকওয়া ২০০১), খ. ১, পৃ. ১৫৮

১৮. ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন (কায়রো: দারুল হাদীস ১৯৯৩), খ. ২, পৃ. ৩১৮

১৯. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা, অনলাইন সংস্করণ খ. ৩, পৃ. ১২৮

- মহিলারা বাড়িতে জামা'আতের ব্যবস্থা করতে পারেন। বাড়ির কোন অংশকে নির্দিষ্ট করে নামাযের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- মহিলা ইমাম প্রথম সারির মাঝখানে দাঁড়াবেন, পুরুষের ন্যায় সামনে দাঁড়াবেন না। মুসল্লি বেশী হলে দ্বিতীয়-তৃতীয় কাতারে এভাবে পেছনের দিকে দাঁড়াবে।
- মহিলাদের জন্য আযান-ইকামত নেই। ইমাম শাফি'ঈ ব্যতিত অন্যরা বলেন, মহিলাদের আযান ও ইকামত মাকরুহ। শাফি'ঈ বলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে পুরুষের অনুকরণের ইচ্ছা থাকলে মাকরুহ হবে। আর অনুচ্চ স্বরে আযান-ইকামত দিলে তা যিকর বলে পরিগণিত হবে। 'আয়িশা (রা) অনুচ্চস্বরে আযান ও ইকামত দিতেন।

নারী-পুরুষের মিশ্র জামা'আতে নারীর ইমামতি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ২০05 সালের পূর্বে মিশ্র-জামা'আতে নারীর ইমামতির বিষয়টি একেবারেই অনালোচিত একটি বিষয় ছিল। তবুও ফিকহ-এর গ্রন্থে এ বিষয়ে নির্দেশনা পাওয়া যায়; ইমামগণ অনেক উপপ্রমেয়মূলক (হাইপোথিটিক্যাল) বিষয়ে মতামত দিয়েছেন। সম্মিলিত নামাযে নারীর ইমামতি তেমন একটি বিষয়। মিশ্র-জেণ্ডারের ফরয ও নফল নামাযে নারীর ইমামতির বিষয়ে মতামতের কিছুটা তারতম্য পাওয়া যায়। তাই বিষয় দু'টিকে আলাদা শিরোনামে আওতায় আলোচনা করা হচ্ছে।

- নফল নামাযে নারীর ইমামতি
- ফরয নামাযে নারীর ইমামতি

এখানে দ্বিতীয় পয়েন্টে গুরুত্ব দেয়া হবে; কারণ এটি একটি সাম্প্রতিক ইস্যু। তারপরও প্রাসঙ্গিকতার কারণে প্রথম শিরোনামের ওপর যৎকিঞ্চিত আলোচনা উপস্থাপন করা হচ্ছে:

নফল নামাযে নারীর ইমামতি

নারী-পুরুষের মিশ্র নফল নামাযে নারীর ইমামতির বিষয়ে ইমামগণের মাঝে সামান্য মতভেদ রয়েছে।

প্রথম অভিমত : পুরুষ বা নারী-পুরুষের মিশ্র নফল বা ফরয নামায- কোন নামাযেই নারীর ইমামতি বৈধ নয়। এটি মদীনার সাত ফকীহ[২০], ইমাম আবু

---

২০. মদীনার সাত ফকীহ হলেনঃ ১) 'উরওয়া ইবনুয্ যুবাইর (রাহ), ২) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাহ), ৩) আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবি বকর (রাহ), ৪) খারিজা ইবনু যাইদ ইবনু সাবিত (রাহ), ৫) 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু 'উতবাহ (রাহ), ৬) আবু বকর ইবনু আবদুর রহমান ইবনুল-হারিছ (রাহ) ও ৭) উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনাহ বিনতুল হারিছ (রা)-এর আযাদকৃত দাস সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (রাহ)।
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9

হানিফা, মালিক ও শাফি'ঈসহ ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম ও মুজতাহিদের অভিমত।[২১]

দ্বিতীয় অভিমত : মহিলা যদি উপস্থিত পুরুষদের চাইতে কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়নে অধিক পারঙ্গম হয় তবে মহিলাদের পক্ষে পুরুষের নফল নামাযে/তারাবীহ নামাযে ইমামতি করা বৈধ। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এটি কেবল বৃদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য। তবে এক্ষেত্রে পুরুষ মুক্তাদি সামনে দাঁড়াবে এবং মহিলা ইমাম পেছনে দাঁড়াবে।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল হতে এ ধরণের অভিমত বর্নিত হয়েছে। তাঁর সূত্রে কেউ কেউ বলেছেন, তিনি পুরুষের নফল নামাযে নারীর ইমামতির বৈধতা দিয়েছেন; আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি পুরুষের তারাবীহ নামাযে নারীর ইমামতি বৈধ বলে মত দিয়েছেন। তবে শর্ত হল পুরুষদের মধ্যে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী থাকতে পারবে না।[২২] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রাহ) বলেন:

ولهذا جوز أحمد على المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال لحاجة، مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلى بهم التراويح، كما أذن رسول الله لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذنا، تتأخر خلفهم.

'আর এ কারণে আহমাদ-তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত মশহূর মতানুসারে- পুরুষের নামাযে নারীর ইমামতির বৈধতা দিয়েছেন; যেমন মহিলা বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী, পুরুষরা তেমন নয়, এমতাবস্থায় সে (রমণী) পুরুষদেরকে নিয়ে তারাবীহ নামায আদায় করতে পারবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু ওয়ারাকা (রা)-কে তার পরিবার-পরিজনের নামাযে ইমামতির অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর জন্য মুআয্যিন নির্ধারণ করেছিলেন। অবশ্য এক্ষেত্রে মহিলা ইমাম পুরুষ মুসল্লিদের পেছনে দাঁড়াবে।[২৩]

অবশ্য পরক্ষণেই তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ও তাঁদের সমর্থনে হাদীস উল্লেখ করেছেন:

هذا مع ما روي عنه من قوله: لا تؤمن امرأة رجلا وان المنع من إمامة المرأة بالرجال قول عامة الفقهاء.

[আহমাদ উপর্যুক্ত অভিমত জ্ঞাপন করেছেন] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিম্নোক্ত বাণী সত্ত্বেও: 'কোন নারী যেন পুরুষের নামাযে ইমামতি না

---

২১. Abu Yousuf Tawfique Chowdhury, Women Leading men in Prayer, http://www.islamwakening.com/viewarticle.php? articleID=1212

২২. আল-ইনসাফ, খ. ২, পৃ. ২৫৬

২৩. ইবনু তাইমিয়া, মাজমূ'আতুল ফাতওয়া, খ. ২৩, পৃ. ২৪৭

করে'[২৪] এবং ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ পুরুষের নামাযে নারী ইমামতি নিষিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২৫]

এখানে বিস্তারিত যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হচ্ছে না। পরবর্তী পয়েন্টে যুক্তি উপস্থাপন করা হবে। ইবনু তাইমিয়া ও হাম্বলী 'আলিমগণ উম্মু ওয়ারাকা (রা)-এর[২৬] হাদীস উল্লেখ করে যে যুক্তি দিয়েছেন তা অসার। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু ওয়ারাকা (রা)-কে ফরয নামাযে ইমামতির অনুমতি দিয়েছিলেন। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিসের মতে উম্ম ওয়ারাকা (রা)-কে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুমতি কেবল মহিলাদের স্বতন্ত্র জামা'আতে সীমাবদ্ধ ছিল। উম্মু ওয়ারাকা (রা)-এর হাদীসকে যদি পুরুষের নামাযে মহিলার ইমামতির বৈধতার জন্য ব্যবহার করা হয় তবে তা নফল বা তারাবীহ নামাযে সীমাবদ্ধ করার উপায় নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), উম্মু ওয়ারাকা (রা)-কে ফরয নামাযে ইমামতির অনুমতি দিয়েছিলেন। অথচ হাম্বলী 'আলিমগণ পুরুষের ফরয নামাযে মহিলার ইমামতি অবৈধ বলে মত প্রদান করেন। পুরুষের ফরয নামাযে মহিলার ইমামতি অবৈধ হলে নফল/তারাবীহ নামাযে তা বৈধ হওয়ার কোন উপায় নেই।

ফরয/জুম'আর নামাযে নারীর ইমামতি

নারী-পুরুষের সম্মিলিত ফরয বা জুম'আর নামাযে নারীর ইমামতির বিষয়টি এ রচনার মূখ্য বিষয়। ২০০৫ সনের ১৮ মার্চ নিউইয়র্কের এক ক্যাথেড্রালে ড. আমিনা ওয়াদুদ নারী-পুরুষের সম্মিলিত জুম'আর নামাযে খুতবা দেন, ইমামতি করেন। এটি একদিনে সম্ভব হয়নি। এর পেছনে মুসলিম নামধারী নারীবাদীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টা ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগ থেকে শুরু করে ২০০৫ সাল পর্যন্ত, প্রায় দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে কোন নারীর ইমামতিতে মিশ্র-লিঙ্গের নামায অনুষ্ঠানের নজির পাওয়া যায় না। এটি এতটা অপ্রাসঙ্গিক ছিল যে ফিকহ সম্পাদনাকালে নেতৃস্থানীয় অনেক ফকীহ এ বিষয়ে তেমন কোন আলোচনা করেননি। অথচ তথাকথিত মধ্যযুগেও মুসলিম জাহানে মহিলা রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন; সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-৪০) ভারত শাসন করেছেন, শাজরাতুদ দুর (১২৫৮-৬১) মিশর শাসন করেছেন। এই দু'রমণী বা তাদের যুগের অন্য কোন রমণী নামাযে ইমামতি করেননি বা ইমামতির খায়েশও প্রকাশ করেননি।

২০০৫ সালের প্রারম্ভে ঘোষণা করা হয়, ড. আমিনা ওয়াদুদ, এক আফ্রিকান আমেরিকান ও ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, জুম'আর নামাযে

---

২৪. পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল।
২৫. মাজমূ'আতুল ফাতওয়া, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা।
২৬. উম্মু ওয়ারাকার হাদীস সম্পর্কে পরবর্তীতে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

ইমামতি করবেন। তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন আসরা নোমানীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম উইমেনস ফ্রিডম ট্যুর ও প্রগ্রেসিভ মুসলিম ইউনিয়ন। তিনটি মসজিদের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেন আয়োজকরা। কোন মসজিদ-কর্তৃপক্ষ রাজী না হওয়ায় সিদ্ধান্ত হয় ম্যানহাটনের সোহো ডিস্ট্রিকের একটি আর্ট গ্যালারিতে নামায আদায় করা হবে। পরবর্তীতে ভেন্যু পরিবর্তন করে এপিসকোপাল ক্যাথেড্রাল অভ সেন্ট জন দ্য ডিভাইন-এর মালিকানাধীন সাইনড হাউসে ১৮ মার্চ ২০০৫ তারিখে নারী-পুরুষের সম্মিলিত জুম'আর নামাযে ইমামতি করেন ড. আমিনা ওয়াদুদ। ৬০ মহিলা ও ৪০ পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামায আদায় করেন। আযান দেন আরেক মহিলা, সোহেইলা আল-আত্তার। এ নামাযের কিছু ছবি ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। অংশগ্রহণকারী মহিলাদের অনেকে ত্বকঘনিষ্ঠ জিন্সের প্যান্ট পরিধান করেছিলেন। অনেকের মাথায় স্কার্ফও ছিলো না।

প্রতিক্রিয়া

ড. আমিনা ওয়াদুদ কর্তৃক জুম'আর নামাযে ইমামতিতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ প্রতিক্রিয়ায় এটিকে বিদ'আতী কর্মকাণ্ড ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে চিহ্নিত করা হয়। যারা প্রতিবাদ করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শায়খুল আযহার সাইয়েদ তানতাবী, সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতি, মসজিদুল হারাম ও মসজিদ-ই-নববীর ইমাম এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্যান্য ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ। উত্তর আমেরিকার বেশ কয়েকটি মুসলিম সংগঠনও এ ঘটনার নিন্দা জানায়, এসেম্বলি অভ মুসলিম জুরিস্ট ইন আমেরিকা, ইসলামিক সোসাইটি অভ নর্থ আমেরিকা তীব্র ভাষায় এ কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানায়। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাভিত্তিক দু'একটি তথাকথিত মুসলিম সংগঠন, যেমন প্রগ্রেসিভ মুসলিম ইউনিয়ন ও মুসলিম ওয়েক আপ, ড. আমিনা ওয়াদুদের কর্ম সমর্থন করেন। এখানে বাছাইকৃত কয়েকটি প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হচ্ছে:

নিন্দা

১. মিশরের গ্রাণ্ড মুফতি আলী জুম'আ এক অফিসিয়াল ফাতওয়া-এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন:

   পুরুষের নামাযে মহিলার ইমামতির বিষয়ে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম বলেন, এটি নিষিদ্ধ এবং এ ধরনের নামায বৈধ বলে পরিগণিত হবে না।

   সমগ্র বিশ্বে আজ আমরা দু'টি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলতে দেখছি, নামাযে ইমামতি ও জুম'আর খুতবা প্রদান। সমগ্র ইসলামী ইতিহাসে হাতেগোনা দুয়েক জন মনীষী মিশ্র নামাযে নারীর ইমামতির পক্ষে বললেও এ পর্যন্ত কোন কালের কোন 'আলিম বা ইমাম জুম'আর নামাযে নারীর খুতবা বৈধ বলে মত প্রদান করেননি। আজ যারা নারীর ইমামতির বৈধতা দাবী করছে তারা আবার কয়েক গ্রুপে বিভক্ত: একদল সুন্নাহ ও 'ইজমা অস্বীকার করে, কেউ কেউ আরবী শব্দের অর্থ বিকৃত

করে, কেউ আবার সমকামিতা, বিবাহ্ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক ও গর্ভপাতের বৈধতা দাবী করে, অন্য এক দল উত্তরাধিকার অংশের পরিবর্তন চায়।
প্রায় সকল যুগে এদের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং আপসেআপ এদের শোরগোল উবে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমগণ ঠিকই আল্লাহ-প্রদর্শিত আলোকোজ্জ্বল পথ অনুসরণ করেন:

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ

'যাহা আবর্জনা তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে তাহা জমিয়া থাকিয়া যায়।' [আল-কুরআন ১৩ : ১৭][২৭]

২. আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি আহমাদ ওমর হাশিম বলেন,
'সর্ব-পুরুষ জামা'আতে বা মিশ্র-জামা'আতে নারীর ইমামতি কোনভাবেই ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম, পুরুষের সামনে নারী দেহের প্রদর্শন অনুমোদন করে না। তাহলে কীভাবে পুরুষের সামনে একজন নারীর হাঁটু ভাজ করা, শরীর বাঁকানো অনুমোদিত হতে পারে?'[২৮]

৩. আমিনা ওয়াদুদের ইমামতির প্রতিক্রিয়ায় ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন:
মুসলিম ইতিহাসে কখনো কোন নারী কর্তৃক জুম'আর খুতবা প্রদান বা নামাযে ইমামতির কথা শোনা যায়নি। এমনকি শাজারাতুদ দুর-এর শাসনামলেও না, যিনি মামলুকদের আমলে মিশর শাসন করেছিলেন। এটি সর্বজনমান্য বিষয় যে সম্মিলিত জামা'আতে ইমামতি করবেন একজন পুরুষ।
যুক্তরাষ্ট্রে যেসব বোন নারীর ইমামতিতে জুম'আর নামায আদায় করেছেন তাদের প্রতি আমার উপদেশ হল, তারা যেন আল্লাহর কাছে তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসেন। ঐ দেশের মুসলিম ভাইদেরকেও আমি অনুরোধ করছি তারা যেন এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক আহবানে সাড়া না দেন।[২৯]

৪. এ রচনাকারের এক প্রশ্নের জবাবে শায়খ সামী আল-মজিদ বলেন:
ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম নারীর ইমামতিতে মিশ্র-লিঙ্গের নামায আদায় করা অবৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। মাত্র দু'জন ফকীহ ভিন্নমত পোষণ করেছেন, আবু ছাওর ও আল-মুযানী।
তবে কোন কালের কোন আলিম কখনো এই অভিমত প্রকাশ করেননি যে, জুম'আর নামাযে নারীর ইমামতি বৈধ। হাতেগোণা যে ক'জন 'আলিম পুরুষের

---

২৭ http://www.pmuna.org/archives/the_womenled_prayer_initiative/index.php
[এ প্রবন্ধে উল্লেখিত আর-কুরআনের আয়াতসমূহের অনুবাদ ইফাবা প্রকাশিত আল-কুরআনুল কারীম হতে নেয়া হয়েছে।

২৮. রেহনুমা আহমেদ, ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠন (ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড ২০০৬), পৃ. ২৯৬

২৯. http://www.islamonline.net/servlet/satellite?cid=1119503549588

নামাযে নারীর ইমামতি বৈধ বলেন তারাও কখনই জুম'আর নামাযে নারীর ইমামতি ও খুতবা প্রদান বৈধ বলে মত দেননি।[৩০]

৫. ইসলামিক সোসাইটি অভ নর্থ আমেরিকা (ইসনা)-এর প্রধান শায়খ নূর আবদুল্লাহ তীব্র ভাষায় ড. আমিনা ওয়াদুদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা জ্ঞাপন করেন। পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তিসমূহ সবিস্তারে আলোচনা করার পর তিনি বলেন, 'ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা নেই যাতে প্রমাণ করা যায় মহিলা তার পরিবারের বাইরে কারো নামাযে ইমামতি করেছে। আর আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছ সেভাবেই নামায আদায় করবে এ হাদীসের সাথে গেলে আমরা নামায আদায়ের নতুন কোন পন্থা আবিষ্কার করতে পারি না।'[৩১]

৬. দি এসেম্বলি অভ মুসলিম জুরিস্ট অভ আমেরিকা-এর প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপঃ
প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকল 'আলিম এ বিষয়ে একমত যে নারীর পক্ষে জুম'আর নামাযে ইমামতি করা বা খুতবা দেয়া বৈধ নয়। কেউ যদি এ ধরণের নামাযে অংশ নেয় তাঁর নামায বাতিল বলে গণ্য হবে। হানাফী, শাফিঈ, মালিকী, হাম্বলী এমনকি শিয়াদের কোন ফিকহ গ্রন্থে এ মতামতের সমর্থন পাওয়া যায় না। অতএব এটি একটি নব আবিষ্কার এবং ফলশ্রুতিতে বিদ'আত বলে পরিগণিত। যে-ই এধরণের নামাযে অংশগ্রহণ করবে বা আয়োজন করবে বা সমর্থন করবে সে-ই বিদআতি হিসেবে পরিগণিত হবে।[৩২]

৭. জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম এর সাবেক খতিব মরহুম উবায়দুল হক-স্বাক্ষরিত একটি ফাতওয়া এই রচনাকারের হাতে রয়েছে, তিনি লিখেছেন, ইমামগণের ইজমা'-এর মাধ্যমে মহিলাদের ইমামতি অবৈধ। ভিন্নমত পোষণকারীরা ইজমা' সম্পাদিত হওয়ার পর মত প্রকাশ করায় তাদের মতভিন্নতার কোন গুরুত্ব নেই।'

সমর্থন

সমগ্র মুসলিম বিশ্বে 'আলিম পদবাচ্যধারী কেউ জুম'আর নামাযে আমিনা ওয়াদুদের ইমামতিকে সমর্থন করেননি।

একটু আগে মিশরের গ্রান্ড মুফতি শায়খ আলী জুম'আর উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে যাতে তিনি নারীর ইমামতিতে নামায আদায়ের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু নারীর ইমামতিতে নামায আদায়ের সমর্থনেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আল-আরাবিয়ার একটি প্রতিবেদন মতে, শায়খ জুম'আ মিশরীয় টিভিতে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আলিমগণের মাঝে মিশ্র-জামা'আতে নারীর ইমামতি নিয়ে

৩০. http://www.islamtoday.com fatwa ID 34832
৩১. http://wwwpmuna.org/archives/2005/04hina_azams_crit.php#more
৩২. ibid

মতৈক্য নেই। ইমাম তাবারীর মত পণ্ডিত এই অনুশীলন অনুমোদনযোগ্য মনে করেছিলেন।

আল-আরাবিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, মুফতি যোগ করেন, 'মতানৈক্যের বিষয়ে পরিস্থিতি নির্ভর করে তাদের ওপর যারা জড়িত। যদি জামা'আত নারী ইমাম গ্রহণ করেন তবে সেটা তাদের ব্যাপার, তাতে কোন সমস্যা নেই; কারণ তাতেই তারা অভ্যস্ত।[৩৩]

এ রচনাকার-এর পক্ষ থেকে আল-আরাবিয়া ও দারুল ইফতা কর্তৃপক্ষ- দু'পক্ষের নিকট ইমেইল পাঠানো হয়েছিল। আল-আরাবিয়া কোন উত্তর দেয়নি। পক্ষান্তরে দারুল ইফতা থেকে জানানো হয় অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আলী জুম'আ যে ফাতওয়া দিয়েছেন এ বিষয়ে সেটিই তার চূড়ান্ত বক্তব্য।

পূর্বসূরি 'আলিমগণের অভিমত

পূর্বসূরি 'আলিমগণের অতি ক্ষুদ্র অংশ [যাদের সংখ্যা এক হাতের আঙ্গুলে গণনা করা যায়] ব্যতিত সমগ্র মুসলিম ইতিহাসের সকল ইমাম, মুজতাহিদ, 'আলিম ও চিন্তাবিদ এ বিষয়ে একমত যে নারীর ইমামতিতে মিশ্রলিঙ্গের ফরয/জুম'আর নামায আদায় বা জুম'আর খুতবা দেয়া বৈধ নয় :

ক. হানাফী 'আলিম ইবনু 'আবিদীন বলেন (রদ্দুল মুখতার ১/৫৭৭) :
'নারীর ইমামতিতে কোন পুরুষ নামায আদায় করলে তা বিশুদ্ধ হবে না।'

খ. মালিকী ফকীহ্ আল-হাত্তাব বলেন (আত-তাজ ওয়াল ইকলীল ২/৪১২) :
'নারীর ইমামতিতে পুরুষের নামায অবৈধ; কোন পুরুষ নারীর পেছনে নামায আদায় করলে সেই ওয়াক্তের নামায তাকে পুনরায় আদায় করতে হবে, এমনকি ওয়াক্ত পার হয়ে গেলেও।'

গ. ইমাম শাফি'ঈ বলেন (আল-উম্ম ১/১৯১) : 'কোন মহিলা যদি নারী-পুরুষ ও বালকের নামাযে ইমামতি করে তবে মহিলার নামায বৈধ হবে; তবে পুরুষ ও বালকের নামায বৈধ হবে না। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা পুরুষকে নারীর তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন এবং নারীকে অভিভাবকের দায়িত্ব দেননি। কোন অবস্থাতেই পুরুষের নামাযে নারীর ইমামতি বৈধ নয়।'

ঘ. নামজাদা শাফি'ঈ ফকীহ্ আল-নওয়াবী লিখেন (আল-মাজমূ' ৪/১৫১):
'আমাদের 'আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে মহিলার পেছনে সাবালক পুরুষ বা বালকের নামায আদায় করা জায়েয নয়। এই নিষেধাজ্ঞা ফরয, নফল, তারাবীহসহ সকল নামাযে ইমামতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি 'আলিমগণের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অভিমত।'

---

৩৩. http://www.arabnews.com/?page=4§ion=0&article=60721&d=20&m=3&y=2005

ঙ. ইবনু হুবাইরা বলেন: 'আলিমগণ এ বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছেছেন যে, পুরুষের ফরয নামাযে নারীর ইমামতি বৈধ নয়।'[৩৪]

আরো অনেক গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি দেয়া যায়; সংক্ষেপণের জন্য বর্জন করা হল।

ভিন্নমত

১৪০০ বছরের মুসলিম ইতিহাসে হাতেগোণা ৪ (চার) জন 'আলিমের নাম পাওয়া যায় যারা নারীর ইমামতিতে পুরুষের নামায আদায় বৈধ মনে করতেন বলে দাবী করা হয়। তাঁরা হলেন, ১) আবু ছাওর[৩৫] ইবরাহিম ইবনু খালিদ ইবনুল ইয়ামান আল-কালবী, ২) আবু ইবরাহিম ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াহইয়া আল-মুযানী[৩৬], ৩) ইবনু জারীর আত-তাবারী,[৩৭] ও ৪) দাউদ আয-যাহিরী

এঁদের অভিমতের বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ-এর গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। ছিটেফোঁটা যা পাওয়া যায় তা পরবর্তীতে আলোচিত হবে।

---

৩৪. এ রচনাকারের ইমেইলের জবাবে শায়খ সামী আল-মজিদ যে ফাতওয়া দিয়েছিলেন তাতে উপর্যুক্ত অভিমতসমূহ [ক, খ, গ, ঘ ও ঙ] উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন, Fatwa ID 34832 islamtoday.com

৩৫. আবু ছাওর (১৭০-২৪০ হি.) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের একজন মহান ফকীহ। তিনি ইমাম শাফি'ঈ-এর সরাসরি ছাত্র। সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনার কাছেও তিনি হাদীস অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত হাদীস সংকলক আবু দাউদ ও ইবনু মাজাহ। তাঁর সম্পর্কে আবু হাতিম ইবনু হিব্বানের মন্তব্য: 'ফিকহ, 'ইলম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে আবু ছাওর ছিলেন বিশ্বনেতাদের একজন।' একবার জনৈক প্রশ্নকর্তা আহমাদ ইবনু হাম্বলকে একটি প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আমাকে জিজ্ঞেস করো না, ফকীহগণকে জিজ্ঞেস করো; আবু ছাওরের কাছে যাও।' ইরাকে শাফি'ঈ মাযহাবের বিস্তারে আবু ছাওরের বিরাট অবদান রয়েছে। দেখুন, আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ ১৯৯৬), খ. পৃ. ৭২-৭৬; আস-সাবাকী, তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যা (কায়রো: দারু ইহয়াইল কুতুবিল 'আরাবিয়্যা তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৭৪-৮০

৩৬. আল-মুযানী (১৭৫-২৬৪ হি.) ইমাম শাফি'ঈ-এর ঘনিষ্ঠ ছাত্রদের একজন। তিনি একাধারে মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন, তবে ফকীহ হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি অনেক বেশি ছিল। ইবনু খুযাইমা ও আবু জা'ফর আত-তাহাবী তাঁর ছাত্র ছিলেন। ইমাম শাফি'ঈ যখন আল-উম্ম রচনা করেন তখন আল-মুযানী তাঁর প্রধান সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। মুসলিম বিশ্বে শাফি'ঈ মাযহাবের সম্প্রসারণে আল-মুযানীর বড় অবদান রয়েছে। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন; যেমন,আল-জামি'উল কাবীর, আল-জামি'উস সাগীর, আল-মানছুর, আল-মাসাইলুল মু'তাবারাহ ইত্যাদি। অত্যন্ত উচুঁ মানের ফকীহ হলেও তিনি খুবই বিনয়ী ছিলেন; মৃতদের গোসল দিতেন তিনি। তিনিই ইমাম শাফি'ঈর মৃতদেহের গোসল দেন। দেখুন, আয-যাহাবী, সিয়ার, খ. ১২, পৃ. ৪৯২-৯৭; আস-সাবাকী, তাবাকাত, খ. ২, পৃ. ৯৪

৩৭. আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনু জারীর আত-তাবারী (৩১০/৯২৩): ঐতিহাসিক, তাফসীরকার ও শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহ। ইতিহাস, তাফসীর ও ইলমুল কিরাআতসহ নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। উল্লেখযোগ্য রচনা: জামি'উল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, তারিখুল উমাম ওয়াল মুলূক, ইখতিলাফুল ফুকাহা, আদাবুল কুযাত ও তাহযীবুল আছার। [লুইস মা'লুফ, আল-মুনজিদ ফিল আ'লাম (বৈরুত: দারুল মাশরিক ১৪২৩), পৃ. ৩৫৫]

নারী-পুরুষের সম্মিলিত জামা'আতে নারীর ইমামতির পক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তি/দলীল উপস্থাপন করা হয়। আগেই যেমনটি বলা হয়েছে, সর্বসাম্প্রতিক এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া যায় না। স্বাভাবিকভাবেই, প্রধানত অনলাইন প্রবন্ধের ওপর ভিত্তি করে যুক্তিতর্ক সাজানো হয়েছে।

মিশ্র জামা'আতে নারীর ইমামতির বিপক্ষে যুক্তি

নামাযের জামা'আতে নারীর ইমামতি বিষয়টি সাম্প্রতিক ইস্যু হলেও প্রাথমিক যুগের গ্রন্থগুলিতে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ফিক্হ-এর ইমামগণ অনেক হাইপোথিক্যাল বিষয়ে মতামত দিতেন। তেমনি একটি বিষয় হল মিশ্র জামা'আতে নারীর ইমামতি। এ বিষয়ে সম্প্রসারিত চার মযহাবসহ অন্যান্য ইমামগণের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, মুসলিম ইতিহাসে হাতে গোণা চার-পাঁচ জন 'আলিম ছাড়া সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সকল শহরের সকল যুগের 'আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে নারীর ইমামতিতে পুরুষের নামায আদায় বৈধ নয়।

এক : নামাযে নারীর ইমামতি অভূতপূর্ব ঘটনা।

সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে এ ধরণের কোন ঘটনার রেকর্ড নেই যে কোন নারী জুম'আর নামাযে খুতবা দিয়েছেন বা ইমামতি করেছেন বা ওয়াক্তিয়া নামাযে ইমামতি করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরাম ও তাবি'ঈদের যুগে কোন নারী সম্মিলিত জামা'আতে ইমামতি করেছেন এমন নজির পাওয়া যায় না। মধ্যযুগেও মুসলিম বিশ্বের নানা দেশে নারীরা দেশ শাসন করেছেন। তাদের শাসনকালেও কোন নারী সম্মিলিত জামা'আতে ইমামতি করেননি। অতএব নারী-পুরুষের সম্মিলিত জামা'আতে নারীর ইমামতি বিদ'আত এবং স্বভাবতই পরিত্যাজ্য।[৩৮]

দুই : 'সম্মিলিত জামা'আতে নারীর ইমামতি অবৈধ' এ বিষয়ে 'ইজমা রয়েছেঃ

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকল যুগের সকল 'আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, সম্মিলিত জামা'আতে নারী ইমামতি করতে পারবে না। এ বিষয়ে চার মাযহাবের ইমামগণ একমত। এমনকি শী'আ মতাবলম্বীরাও এ ব্যাপারে দ্বিমত করেননি। মাযহাব ও ফিরকা নির্বিশেষে এটি একটি ঐকমত্যের বিষয়। অতএব মিশ্র-লিঙ্গের নামাযে নারীর ইমামতি দীনে নতুনত্ব আনয়নের শামিল বিধায় পরিত্যাজ্য।[৩৯]

এ রচনাকারের কাছে মওলানা উবায়দুল হক-স্বাক্ষরিত যে ফাতওয়া আছে তাতে এ যুক্তিটি উল্লেখ করা হয়েছে। 'ইজমা-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে তা আলোচিত হবে।

তিন : মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হল শেষ কাতার।

---

৩৮. http://www.islamonline.net/servlet/satellite?cid=1119503549588

৩৯. সিলেটের জামি'আ কাসিমুল 'উলূমের ফাতওয়া

উপর্যুক্ত মতৈক্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে নিম্নের হাদীসটি:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها؛ وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها

'পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হল প্রথমটি, আর সর্বনিকৃষ্ট কাতার হল শেষেরটি; মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হল শেষেরটি আর সর্বনিকৃষ্ট কাতার হল প্রথমটি।[৪০]
একই ভাষায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আত্-তিরমিযী ও আন্-নাসাঈ।[৪১]

এই বাণীর আলোকে মদীনার মসজিদের কাতার সাজানো হত। প্রথমে থাকত পুরুষের সারি, তারপর বালকের (যা নারী ও পুরুষের সারির মাঝে প্রতিবন্ধকের কাজ করত) তারপর মহিলাদের সারি। নামাযের উপযুক্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যেই এই কাতার-ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত হয়েছিল। রক্তে-মাংসে সৃষ্ট মানুষের স্বভাব ইসলাম অস্বীকার করে না। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় প্রবৃত্তি জেগে ওঠা অসম্ভব নয়। নিবিষ্টচিত্তে ও গভীর ধ্যানে নামায আদায়ের মাধ্যমে একজন মু'মিন আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন। ইসলাম নামাযের পরিবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চায় না। অপরিচিত নারী-পুরুষ যদি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে তবে নামাযে মনোযোগ দেয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। এটি প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। এজন্য পুরুষদের কাতার সামনে ও মহিলাদের কাতার পেছনে নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা কোন মতেই লৈঙ্গিক বৈষম্য নয়।

একজন নারী যিনি মসজিদের পেছনের অংশে নামাযে দাঁড়ান, তাঁর পক্ষে কীভাবে সামনে দাঁড়ানো মুসল্লিদের ইমাম হওয়া সম্ভব?

নেভিন রেজার আপত্তি

জনৈক ওয়াদুদ-সমর্থক নেভিন রেজা উপর্যুক্ত হাদীসের বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন। তিনি লিখেছেন:

> লিঙ্গভিত্তিক পৃথক ব্যবস্থা (gender segregation) কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় প্রবর্তিত হয়েছিল না পরবর্তীতে আরোপ করা হয় তা যাচাই করার জন্য আবু হুরাইরার হাদীসটিকে কুরআন ও অন্য হাদীসের আলোকে মূল্যায়ন করতে হবে। 'কাতার' বা 'সারি' বুঝাতে এই হাদীসে সাফ্ফ শব্দটি আনা হয়েছে। কুরআনে নামাযের আলোচনায় কোথাও সাফ্ফ শব্দটি আসেনি, বরং যুদ্ধের আলোচনায় এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (দেখুন আল-কুরআন ৬১:৪ صفا كأنهم بنيان مرصوص] এই হাদীসে নামায শব্দটির উল্লেখ

৪০. সহীহ মুসলিম, 'কিতাবুস সালাতঃ বাবু তাসভিয়াতুস্ সুফুফ' (কায়রোঃ দারুল হাদীস ১৯৯৭), খ. ১, পৃ. ৩৩৭
৪১. জামি'উত তিরমিযী (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী ১৯৯২), খ. ২, পৃ. ২৩

নেই; বলা হয়নি, 'নামাযে পুরুষের সর্বোত্তম কাতার'। অতএব এটা মোটেই অসম্ভব নয় যে, যুদ্ধে সৈনিকদের সারি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণিত এই হাদীসটি পরবর্তীতে নামাযে আরোপ করা হয়েছে।[৪২]

এই বক্তব্যে মিস রেজা দু'টি দাবী করেছেন; লিঙ্গভিত্তিক পৃথক ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সময় প্রবর্তিত হয়নি এবং ওপরের হাদীসটি যুদ্ধ-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-নামাযের সারি সম্পর্কে নয়।

আপত্তির জবাব

ক. লিঙ্গভিত্তিক পৃথক ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় প্রবর্তিত হয়েছে।

এটা সত্য যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে মহিলারা বিবিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীক কাজে অংশগ্রহণ করতেন। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ ছিল না এবং অবাধে মেলামেশা না করেও নারীরা তাদের অধিকার ভোগ করতেন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীক দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন; তবে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাতেন না। তাঁরা মসজিদে নামায আদায় করতেন। তবে পুরুষের সাথে একই সারিতে দাঁড়াতেন না।। পুরুষরা দাঁড়াতেন মসজিদের সামনের সারিতে, মহিলারা দাঁড়াতেন পেছনের দিকের সারিতে। নামাযের উসিলায় নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা প্রতিরোধে তিনি আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন:

عن أم سلمة زوج النبي أنها أخبرت أن النساء في عهد رسول الله كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله ومن صلى من الرجال ما شاء فإذا قام رسول الله قام الرجال.

'নবীপত্নি উম্মু সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মহিলারা যখন ফরয নামাযের সালাম ফিরাতেন, তারা তৎক্ষণাৎ (বাসায় ফেরার জন্য) ওঠে দাঁড়াতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাথে যে পুরুষরা নামায আদায় করতেন তারা তিনি যতক্ষণ চাইতেন ততক্ষণ স্বস্থানে স্থির থাকতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ওঠতেন তখন পুরুষরা দাঁড়াতেন।'[৪৩]

---

৪২. What Would the Prophet Do?

৪৩. সহীহ আল-বুখারী, 'কিতাবুস্ সালাতঃ বাবু ইনতিযারিন নাস কিয়ামিল ইমামিল 'আলিম খ.১, পৃ. ২০৭-০৮

নিচের হাদিসটিও ইঙ্গিত করছে যে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন:

عن أم سلمة قالت كان رسول الله إذا سلم قام النساء حين يقضى تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال: نرى –والله أعلم- أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال.

'উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাম শেষ করলে মহিলারা ওঠে দাঁড়াত, দাঁড়ানোর আগে তিনি কিছুক্ষণ স্বস্থানে অবস্থান করতেন। যুহরী বলেন, আমরা মনে করতাম-আল্লাহ অধিক জানেন- তিনি এটা করতেন এজন্য যাতে কোন পুরুষ মহিলাদের সাথে মিলিত হওয়ার আগেই তারা ফিরে যেতে পারে।[৪৪]

এই হাদীসের আরেক ভার্সনে বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে এসেছে:

فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফিরে আসার আগে মহিলারা ফিরতো এবং বাড়িতে প্রবেশ করত।[৪৫]

নারীরা যেন নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে মসজিদে হাজির হতে পারে তজ্জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে নববীর একটি দরজা পৃথক করতে চেয়েছিলেন:

عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات

নাফি', ইবনু 'উমার হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আমরা যদি এই দরজা নারীদের জন্য ছেড়ে দিতাম।' নাফি' বলেন, ইবনু 'উমার আমৃত্যু ঐ দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেননি।[৪৬]

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কর্মপন্থা পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি নারীদেরকে গৃহের বাইরের কর্তব্য পালনে বাধা প্রদান করেননি। পাশাপাশি অবাধ মেলামেশার দ্বার বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। অতএব নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পথে প্রতিবন্ধকতার উপায়গুলো রাসূলের জীবদ্দশায় প্রবর্তিত হয়েছে। এগুলো পরবর্তী সময়ের 'আলিমগণের স্বকপোলকল্পিত আবিষ্কার নয়।

---

৪৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৮-০৯

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৪৬. সাহারনপুরী, বাজলুল মাজহূদ ফি হাল্লি আবি দাউদ, বাবু মা জাআ ফী খুরূজিন নিসা ইলা মাসাজিদ (মিরাট: মাতবা'আ নামী ১৩৪২ হি.), খ. ১, পৃ. ৩২০; আল-মুহাল্লা, খ. ৩, পৃ. ১৩১

খ. কাতার ব্যবস্থাপনার হাদিসটি যুদ্ধ প্রসঙ্গে বর্ণিত নয়

যে হাদীস পেছনের কাতারকে মহিলাদের জন্য শ্রেষ্ঠ কাতার বলা হয়েছে সে হাদীসকে নেভিন রেজা যুদ্ধ-প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাঁর এ দাবী মেনে নিলেও মসজিদে নারী-পুরুষের কাতার ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন আসার কথা নয়। কাতার বিন্যাস বিষয়ে আরো অনেক বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

عن أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي وأمي أم سليم خلفنا

আনাস (রা) বলেন, আমাদের বাড়িতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিয়ে নামায আদায় করেছিলেন; আমি ও এক ইয়াতিম ছিলাম তাঁর পেছনে আর আমার মা উম্মু সুলাইম ছিলেন আমাদের পেছনে।[৪৭]

এই হাদীসেও কাতার ব্যবস্থাপনার একই নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে, প্রথমে থাকবে পুরুষের কাতার, তারপর বালক ও সর্বশেষে মহিলাদের কাতার।

'মহিলাদের সর্বোৎকৃষ্ট কাতার হল পেছনের কাতার' এ হাদীসটি (মিস রেজার দাবী অনুসারে) যুদ্ধ-প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, এমন দাবী মেনে নিলেও এটিকে নামাযে প্রয়োগ করতে কোন অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

صفوفهم في الصلاة وصفوفهم في الجهاد سواء

'তাদের (মু'মিনদের) নামাযের ও জিহাদের কাতার সমান।'[৪৮]

এই সমতাকে দুই দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। নামায ও জিহাদের কাতার মর্যাদার দিক দিয়ে সমান হতে পারে। আবার সারি বিন্যাসের দৃষ্টিতেও সমতা থাকতে পারে। অতএব মিস রেজার দাবী মতে হাদীসটি যুদ্ধ-প্রসঙ্গে বর্ণিত হলেও ওটি সমভাবে নামাযের কাতার ব্যবস্থাপনার ব্যাপারেও প্রযোজ্য হয়।

চার :

মুক্তাদি পুরুষ হলে ইমামের পুরুষ হওয়া অপরিহার্য।

মুক্তাদি পুরুষ বা মিশ্র জেন্ডারের হলে ইমামকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। অতএব নারীর পক্ষে পুরুষের ইমাম হওয়া বা মিশ্র-জেন্ডারের জামা'আতে ইমামতি করা সম্ভব নয়। প্রাসঙ্গিক কিছু উদ্ধৃতি পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

পাঁচ :

ফরয নামায জামা'আতে আদায় করা মহিলাদের ওপর ওয়াজিব/সুন্নাতে মুআক্কাদা নয়। তেমনিভাবে সালাতুল জুম'আ আদায় করা মহিলাদের ওপর ফরয/ওয়াজিব নয়।

---

৪৭. সহীহুল বুখারী, 'কিতাবুস সালাত: বাবুল মারআতি ওয়াহদাহা তাকূনু সাফ্ফান পৃ. ১৭৬; সুনানুত তিরমিযী (কায়রো: মাতবা'আতুল মাদানী ১৯৬৪), খ. ১, পৃ. ২৩৪

৪৮. সুনানুদ দারিমী, আল-মুকাদ্দিমা

অপরদিকে জামা'আতে নামায আদায় করা পুরুষদের ওপর ওয়াজিব/সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং জুম'আর নামায আদায় করা ফরয/ওয়াজিব। যার ওপর জামা'আত ওয়াজিব নয় (মহিলা) সে কীভাবে এমন মুসল্লিদের [অর্থাৎ পুরুষের] ইমাম হবে যাদের ওপর জামা'আত ওয়াজিব?

ক. জামা'আতে নামায আদায় করা মহিলাদের ওপর ওয়াজিব/সুন্নাতে মুআক্কাদা নয়ঃ

চার মাযহাবসহ অন্যান্য ধারার 'আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে জামা'আতে নামায আদায় করা মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

ইবনু হাযম বলেন, ولا يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة وهذا لا خلاف فيه

'ফরয নামাযে উপস্থিত হওয়া মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এ বিষয়ে কোন মতান্তর নেই।'[৪৯]

হানাফী 'আলিমগণ বলেন, الجماعة في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة للرجال العاقلين القادرين عليها

'সক্ষম ও বুদ্ধিসম্পন্ন (পাগল নয়) এমন পুরুষদের ওপর জুম'আ ব্যতিত অন্য ফরয নামায জামা'আতে আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদা।'[৫০]

হাম্বলী 'আলিম ইবনু কুদামা বলেন, الجماعة واجبة على الرجل

'জামা'আত পুরুষের ওপর ওয়াজিব।'[৫১]

'আলিমগণের এই অভিমত মনগড়া নয়; মহিলাদেরকে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে বক্তব্য দিয়েছেন তা হতে সর্বোচ্চ এতটুকু সাব্যস্ত করা যায় যে, মসজিদে জামা'আতে উপস্থিত হওয়া মহিলাদের জন্য মুবাহ বা বৈধ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله

'আল্লাহর বাঁদীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে বারণ করো না।'[৫২]

তদুপরি, মসজিদে নামাযের জামা'আতে অনুপস্থিত থাকার জন্য কেবল পুরুষদেরকে শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে:

عن أبي هريرة أن رسول الله قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.

---

৪৯. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা, খ. ১, পৃ. ১২৫
৫০. ড. ওয়াহবাতুয যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, খ. ২, পৃ. ১১৬৭
৫১. ইবনু কুদামা আল-মাকদিসী, আল-মুগনী, খ. ১, পৃ.১৮৬
৫২. সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৩৮

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছে হয়, আমি লাকড়ি দিয়ে আগুন জ্বালি, তারপর নামায আদায়ের নির্দেশ দেই। অতঃপর আযান দেয়া হল, তারপর এক পুরুষকে ইমামতির নির্দেশ দিই যে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করবে। অতঃপর [জামা'আতে উপস্থিত না হওয়া] পুরুষদের কাছে পেছন থেকে গিয়ে তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিই।'[৫৩]

ইবনু হাজর বলেন, والتقيد بالرجال يخرج النساء والصبيان 'পুরুষের শর্তারোপ, মহিলা ও শিশুদেরকে বের করে দেয়।'[৫৪]

জামা'আতে নামায আদায় যে মহিলাদের ওপর ওয়াজিব নয় তা ওপরের আলোচনায় প্রমাণিত হল; পক্ষান্তরে জামা'আতে নামায আদায় করা পুরুষের ওপর ওয়াজিব/সুন্নাতে মুআক্কাদা। অতএব পুরুষের নামাযে মহিলাদের ইমামতি কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ হতে পারে না।

খ. মহিলাদের ওপর জুম'আ ওয়াজিব/ ফরয নয় :

বিভিন্ন মাযহাবের 'আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে মহিলার ওপর জুম'আ (জুমু'আ) ওয়াজিব নয়।

ইবনু হাযম বলেন, ولا جمعة على معذور بمرض أو خوف أو غير ذلك من الأعذار ولا على النساء لأن الجمعة كسائر الصلوات تجب على من وجبت عليه سائر الصلوات بالجماعة 'অসুস্থতা, ভয় বা অন্য কোন কারণে ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি এবং মহিলার ওপর জুম'আ ওয়াজিব নয়; কারণ জুম'আ অন্য সব নামাযের মত, যার ওপর অন্যান্য নামায জামা'আতে আদায় করা ওয়াজিব তাঁর ওপর জুম'আ ওয়াজিব।[৫৫]

ইবনু কুদামা বলেন:

والذكورة شرط لوجوب الجمعة وانعقادها لأن الجمعة يجتمع لها الرجال، والمرأة ليست من أهل مجامع الرجال ولكنها تصح منها لصحة الجماعة منها فإن النساء كن يصلين مع النبي - صلى الله عليه وسلم

'জুম'আ ওয়াজিব ও সম্পাদিত হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত; কারণ জুম'আ-এ পুরুষরা একত্রিত হয়, নারীরা পুরুষদের সম্মিলনে আসার উপযুক্ত নয়, তবে জুম'আর নামাযে উপস্থিত হলে তাদের নামায আদায় হয়ে যাবে; কারণ রমণীকূল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে নামায আদায় করতেন।'[৫৬]

---

৫৩. সহীহুল বুখারী, কিতাবুস সালাত: বাবু উজুবি সালাতিল জামা'আহ, খ.১, পৃ. ১৫৮
৫৪. ইবনু হাজর আল-আসকালানী, ফাতহ, খ. ২, পৃ. ১৫৭
৫৫. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা, খ. ৫, পৃ. ৫৫
৫৬. ইবন কুদামা আল-মাকদিসী, আল-মুগনী, খ. ২ পৃ. ১৮৮

ফকীহগণ-এর উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض

'প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জুম'আ আদায় করা অবশ্য পালনীয় হক; তবে চার প্রকার লোক ব্যতিত: মালিকানাধীন দাস, মহিলা, শিশু ও অসুস্থ।'[৫৭]

ইবন রুশদ অবশ্য বলেছেন, এই হাদীসটি সহীহ্ নয়।[৫৮] আবু দাউদ বলেন, [এ হাদীসের প্রথম রাবী] তারিক ইবনু শিহাব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখেছেন; তবে তাঁর কাছ থেকে শুনেননি। সাহারনপুরী বলেন, খুব বেশি হলে এটুকু বলা যায় যে হাদীসটি সাহাবীর মুরসাল। আর এ ধরনের হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।[৫৯] এতদসত্ত্বেও যুক্তিটি অকার্যকর হয় না। জুম'আর নামায জামা'আত ব্যতিত আদায় করা যায় না। আর মহিলাদের ওপর জামা'আতে নামায আদায় করা ওয়াজিব নয়, ফলশ্রুতিতে তাঁদের ওপর জুম'আও ওয়াজিব নয়।

যার ওপর জুম'আ ওয়াজিব নয় (মহিলা) তার পক্ষে ঐ নামাজের খুতবা প্রদান বা ইমামতি করা বৈধ হতে পারে না।

ছয় : উম্মুহাতুল মু'মিনীন কখনো নারী-পুরুষের সম্মিলিত নামাযে ইমামতি করেননি।

পুরুষের নামাযে বা মিশ্র-জেন্ডারের নামাযে নারীর ইমামতি যদি বৈধ বা অনুমোদিত হত তাহলে এজন্য সবচাইতে বেশি উপযুক্ত ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্মানিত স্ত্রীগণ। তাঁদের অনেকেই ছিলেন বিদূষী মহিলা। বিশেষত 'আয়িশা (রা) ছিলেন বাগ্মী, বিশুদ্ধভাষী, বিদূষী। নারীর ইমামতিতে মিশ্রলিঙ্গের নামাযের সামান্যতম বৈধতা যদি থাকত তবে তিনি নিশ্চয় তা করতেন। মুসলিম ইতিহাসে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রসহ জ্ঞানের নানা শাখায় অবদান রেখেছেন এমন বিপুল সংখ্যক নারীর নাম পাওয়া যায়। তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। ইমাম আয-যাহাবী বলেন, 'কোন নারী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করেছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।' নারীরা পুরুষদের মাঝেও জ্ঞান বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ইমাম ইবনু 'আসাকিরের শিক্ষকগণের মাঝে ৮০ জন ছিলেন নারী। আবু মুসলিম আল-ফারাহীদী ৭০ জনের মত নারী বর্ণনাকারী হতে বর্ণনা করেছেন। আশ-শাফিঈ, আল-বুখারী, ইবন খাল্লিকান, ইবনু হায়্যানসহ অনেক মুহাদ্দিস ও ফকীহ-এর নারী শিক্ষক ছিলেন। এঁদের কেউ কখনো

---

৫৭. সুনান আবি দাউদ, 'কিতাবুস সালাত: বাবুল জুম'আ লিল মামলূক ওয়াল মারআহ (বৈরুত: দারুল জীল), খ. ১, পৃ. ২৮০

৫৮. والحديث لم يصح عند أكثر العلماء ইবনু রুশ্দ, বিদায়াহ, খ. ১, পৃ. ১৪৫

৫৯. সাহারনপুরী, বাজলুল মাজহূদ ফি হাল্লি আবি দাউদ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা তাবি), খ. ৬, পৃ. ৪৩-৪৪

জুম'আর নামাযে ইমামতি করেননি বা খুতবাও প্রদান করেননি। যদিও তাঁরা তাঁদের যুগের অনেক পুরুষের চাইতে ধর্মীয় জ্ঞানে অনেক বেশি জ্ঞানী ছিলেন। মুসলিম নারীদের গৌরবোজ্জ্বল অবদানে ইসলামের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে। ফিকহ্ সম্পাদনা, হাদীস বর্ণনাসহ জ্ঞানের নানা শাখায় তাঁরা অবদান রেখেছেন, যুদ্ধাবস্থাসহ যে কোন জরুরী পরিস্থিতিতে কাজ করেছেন। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ যাবৎ এমন কোন ঘটনা পাওয়া যায় না যাতে দেখা যায় কোন রমণী জুম'আর খুতবা দিয়েছেন বা মিশ্র-জেন্ডারের নামাযে ইমামতি করেছেন। 'আয়িশার (রা) মত বিদূষী রমণী তাঁর দাসের ইমামতিতে তারাবীহ্ আদায় করেছেন।[৬০]

সাত : 'যে জাতি কোন নারীকে ইমাম/নেতা বানায় সে জাতি সফল হবে না।'

আবু ইউসুফ তৌফিক চৌধুরী তাঁর অনলাইন প্রবন্ধে মহিলাদের ইমামতির বিপক্ষে এ-যুক্তিটি উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ এটি সহীহুল বুখারীর হাদীস। পারস্যরাজ কিসরা পারভেজ নিহত হওয়ার পর তার কন্যা বুরানকে পারস্যবাসী ক্ষমতায় বসিয়েছে-এ সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 'সে জাতি সফল হবে না কখনো যারা নিজেদের শাসনভার এক মহিলার হাতে অর্পণ করে।'[৬১]

ওয়াদুদ-সমর্থক মিস রেজা অত্যন্ত কদর্য ভাষায় এ হাদীসের সমালোচনা করেছেন এই বলে যে, এই হাদীসের বর্ণনাকারী আবু বাকরা ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। হযরত 'উমার (রা) তাঁর ওপর অপবাদের হদ কার্যকর করেন। যে ব্যক্তি সতী-সাধ্বী রমণীকে অপবাদ দেয় তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল-কুরআনে ২৪:৪। অতএব এ হাদীসটি ধর্তব্যে আনার মত নয়।

নেভিন রেজা'র এই সমালোচনা গণ্য না করেও বলা যায় এ হাদীসটি এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। অধিকাংশ 'আলিমের মতে এখানে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের (الإمامة العظمى) কথা বলা হয়েছে, নামাযের ইমামতি নয়।[৬২] ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ বলেন,

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة هذا إنما هو في الإمامة العظمى والولاية، وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا.

---

৬০. Abu Yousuf Tawfique Chowdury, Women leading men in Prayer, http://www.islamwakening.com/viewarticle.php?articleID=1212

৬১. সহীহুল বুখারী, 'কিতাবুল মাগাযী:বাবু কিতাবিন নাবিয়্যি ইলা কিসরা ওয়া কায়সার', খ. ২, পৃ. ৪৪৪

৬২. ইবনুল কায়্যিম আল-জুযিয়্যাহ, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন (কায়রো: দারুল হাদীস ১৯৯৩), খ. ২, পৃ. ৩১৮

'এ হাদীসটি রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ব্যাপারে প্রযোজ্য। হাদীস বর্ণনা, সাক্ষ্য প্রদান, ফাতওয়া ও ইমামতি এর আওতাভুক্ত নয়।'[৬৩]

আট :

ألا لا تؤمن امرأة رجلا 'সাবধান! কোন নারী যেন পুরুষের ইমামতি না করে।'
কয়েকটি হাদীস গ্রন্থে এই বর্ণনাটি এসেছে; আবু নু'আইম আল-হিলয়া-এ জাবির (রা) হতে, আল-তাবারানী আল-আওসাতে আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে এটি বর্ণনা করেছেন। ইবন তাইমিয়াও এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। মহিলাদের ইমামতি অবৈধ হওয়ার দলীল হিসেবে কিছু ফিকহ গ্রন্থেও হাদীসটি এসেছে।[৬৪] পুরুষের জামা'আতে নারীর ইমামতির বিষয়ে এটিই সরাসরি নিষেধাজ্ঞার একমাত্র হাদিস। অবশ্য হাদীসবিশারদগণ এ হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন; বর্ণনাটির সনদে আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-তামীমী নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন যিনি জাল হাদীস বানাতেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[৬৫] আল-আলবানীও এটিকে দুর্বল হাদীস বলে চিহ্নিত করেছেন।[৬৬] অতএব হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। অবশ্য অনেকে মনে করেন বিপরীত বক্তব্যের হাদীস পাওয়া না গেলে দুর্বল হাদীসও দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

নয় :

أخروهن حيث أخرهن الله 'তাদেরকে পিছিয়ে দাও, যেক্ষেত্রে আল্লাহ তাদেরকে পিছিয়ে দিয়েছেন।'
সম্মিলিত নামাযে নারীর ইমামতি নাজায়েয হওয়ার দলীল হিসেবে এ বর্ণনাটি ফিকহ-এর বিভিন্ন গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে; ইবনু কুদামা, ইবনু হাযম, ইবনুল হুমাম ও ইবনু রুশদসহ অনেকেই এটিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী (لقوله عليه السلام) হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৬৭] তাঁদের যুক্তি হল যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ নারীদেরকে পিছিয়ে দিয়েছেন সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল নামায। আর এ কারণে নামাযে মহিলাদের কাতার পেছনের দিকে হয়ে থাকে। এটি হল অবস্থানগত পশ্চাতপদতা। পেছনে যিনি নামায আদায় করেন তাঁর পক্ষে সামনে দাঁড়ানো পুরুষের নামাযে ইমামতি করা

---

৬৩. প্রাগুক্ত
৬৪. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, খ. ২, পৃ. ১৮৭
৬৫. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, অনলাইন ফাতওয়া
৬৬. নাসীরুদ্দিন আল-আলবানী, দা'ঈফ সুনানি আবি দাউদ (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ ১৯৯৭), পৃ. ৮২
৬৭. কামালুদ্দিন ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, ভারতীয় ছাপা, খ. ১, পৃ. ১৪৭; ইবনু রুশদ, বিদায়াহ খ. ১, পৃ. ১৩৪; আল-'আইনী, আল-বিনায়াহ, খ. ২, পৃ. ৩৪৩

স্বভাবতই অবৈধ। আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীসবিশারদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী এ হাদীসটি এড্রেস করেছেন। তিনি এটিকে খুব দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন। এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী নয়; বরং এটি ইবন মাস'উদের (রা) উক্তি।

আবদুর রায্যাক এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবন মাস'উদ (রা) হতে:

عن ابن مسعود كان النساء والرجال في عهد بني اسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلهما، فألقى عليها الحيض. فمان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله.

ইবনু মাস'উদ (রা) হতে বর্ণিত, বনী ইসরাঈলের নারী-পুরুষরা একত্রে নামায আদায় করত; মহিলারা জুতা পরে পুরুষের চেয়ে দীর্ঘ হত; অতঃপর তাদের ওপর হায়েয চাপিয়ে দেয়া হয়। ইবনু মাস'উদ (রা) বলতেন, 'ওদেরকে পিছিয়ে দাও যেক্ষেত্রে আল্লাহ ওদেরকে পিছিয়ে দিয়েছেন।'[৬৮]

আবদুর রায্যাক আয়িশা (রা) হতেও অনুরূপ বর্ণনা বর্ণনা করেছেন, তাঁর বর্ণনায় 'ওদেরকে পিছিয়ে দাও যেক্ষেত্রে আল্লাহ ওদেরকে পিছিয়ে দিয়েছেন' এই অংশটুকু নেই।[৬৯] তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত তথ্য রয়েছে: এ কারণে তাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করা হয়।

ইবন মাস'উদের (রা) এই মওকুফ বর্ণনাটির গ্রহণযোগ্যতা নানা কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। 'বনী ইসরাঈলের নারীদের ওপর হায়েয আরোপিত হয়েছে' এটি বাস্তবতা ও কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী বক্তব্য। নারীদের হায়েয হওয়ার সাথে সাবালিকা হওয়া ও সন্তান ধারণ উপযোগী হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। মহিলাদের এ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সূচনা বনী ইসরাঈলের রমণীদের দিয়ে শুরু হতে পারে না। আল-কুরআনের একটি আয়াতে এ ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ববর্তী রমণীরাও ঋতুবতী হতেন: وامرأته قائمة فضحكت ইবনু 'আব্বাস হতে আত্ তাবারী বর্ণনা করেছেন, فضحكت এর অর্থ হল فحاضت। ইবরাহীমের স্ত্রী বনী ইসরাঈলের পূর্বের যুগের রমণী ছিলেন। আল-হাকিম ও ইবনুল মুনযির সহীহ সনদে ইবনু 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, হায়েয সূচনা হয়েছিল হাওয়াকে দিয়ে, জান্নাত হতে পৃথিবীতে নেমে আসার পর। আল-বুখারী 'আয়িশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم এটি এমন এক বিষয় যা আল্লাহ আদম-কন্যাদের ওপর আরোপ করেছেন।[৭০] ইমাম আল বুখারী

---

৬৮. মুসান্নাফু আবদির রায্যাক, অনলাইন সংস্করণ, খ. ৩, পৃ. ১৪৯

৬৯. নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দা'ঈফা ওয়াল মাওদূ'আ (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ ১৯৯২), খ. ২, পৃ. ৩১৯ ইবনু হাজর, ফাতহ, খ.১, পৃ-৪৮৬; খ. ২, ৪২৫

৭০. ইবনু হাজর, ফাতহ, খ-১, পৃ-৪৮৫-৮৬

এ বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, وحديث النبي أكثر 'এ বিষয়ে অন্যদের উক্তির চেয়ে নবীর বাণী অধিক অন্তর্ভুক্তকারী।'[৭১]

দ্বিতীয়ত ঃ 'নারীদেরকে আল্লাহ্ পিছিয়ে দিয়েছেন'।

'আল্লাহ্ নারীদেরকে পিছিয়ে দিয়েছেন' এ বক্তব্য সর্বোতভাবে সত্য নয়। আল্লাহ্ নারী-পুরুষ উভয়কে তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনানুসারে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বাহ্যদৃষ্টিতে পুরুষের অধিকার বেশি বলে মনে হতে পারে; তবে নিজস্ব প্রজ্ঞার আলোকে আল্লাহ্ সবাইকে ন্যায্য অধিকার দিয়েছেন। 'কে সন্তানের সদাচরণ পাওয়ার বেশি উপযুক্ত' এ প্রশ্নের উত্তরে তিনবার মায়ের কথা বলার পর চতুর্থবার পিতার কথা বলা হয়েছে। আল কুরআনে মাতা-পিতা উভয়ের সাথে সদাচরণ করতে সন্তানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে সন্তানের প্রতি মায়ের অনুগ্রহের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এভাবে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় আল্লাহ্ কারো ওপর বিন্দুমাত্র যুল্‌ম করেননি এবং নারী-পুরুষ কাউকে পিছিয়ে দেননি। অতএব أخروهن حيث أخرهن الله এ যুক্তিটি এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।

উপর্যুক্ত দলীলগুলো সংক্ষেপে পর্যালোচনা করার পর নারী ইমামতির স্বপক্ষের যুক্তি সমূহ পর্যালোচনা করা হবে। তারপর ইজমা' বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

সম্মিলিত নামাযে নারীর ইমামতির পক্ষে যুক্তি ও পর্যালোচনা

নারী-পুরুষের সম্মিলিত নামাযে নারীর ইমামতির বিষয়টি সর্বসাম্প্রতিক হওয়ায় এ বিষয়ে খুব বেশি গ্রন্থ রচিত হয়নি। এ কর্মনীতির স্বপক্ষের যুক্তি খুঁজতে নারীবাদী একটিভিস্টদের ওয়েবসাইটে দ্বারস্থ হওয়ার বিকল্প নেই। নিউইয়র্কে নারীর ইমামতিতে জুম'আ আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে ওয়েবসাইটে যেসব যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলি সমন্বিত আকারে এখানে উপস্থাপন করা হবে এবং নিরাসক্ত মনোভঙ্গি নিয়ে তা পর্যালোচনা করা হবে।

নারীর ইমামতিতে সম্মিলিত নামায বা জুম'আ আদায়ের পক্ষে যেসব যুক্তি দেয়া সেগুলির বেশির ভাগই পরোক্ষ যুক্তি। উম্মু ওয়ারাকার হাদীস ছাড়া এ কর্মপন্থার সমর্থনে কোন শক্তিশালী ও সরাসরি যুক্তি পাওয়া যায় না। এ যুক্তিটি সবিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। এ রচনায় আরো পরের দিকে হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। প্রথমে অন্যান্য যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

এক. আল কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই বা হাদীসের গ্রন্থগুলিতে এমন কোন হাদীস পাওয়া যায় না যাতে মহিলাকে মিশ্র-জেন্ডারের নামাযে বা জুম'আর নামাযে ইমামতি করতে নিষেধ করা হয়েছে। নারী-পুরুষের সম্মিলিত জামা'আতে নারীর ইমামতি নিষিদ্ধ হলে তার উল্লেখ অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ্-এ পাওয়া যেত। অতএব যে

---

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৬

বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ-এ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই সে বিষয়টি কিছুতেই অবৈধ বা নিষিদ্ধ হতে পারে না।[৭২]

পর্যালোচনা :

এটা সত্য যে, নারীর ইমামতির বিপক্ষে আল-কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে সরাসরি কোন নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়নি। তবে, 'নিষেধাজ্ঞা নেই বলে নারীর ইমামতি বৈধ' এমন দাবী করা সঙ্গত নয়:

لأن الإمامة في الصلاة من العبادة والعبادة مبنية على التوقيف

'কারণ নামাযে ইমামতি ইবাদাত-এর অন্তর্গত; আর ইবাদাত, তাওকীফ (শর'ঈ নির্দেশনা)-এর ওপর নির্ভরশীল।'[৭৩]

ফকীহগণ মানুষের কর্মকান্ডকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন: এক. ইবাদাত; যেমন: নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ও অনুরূপ কার্যাদি; দুই: মু'আমালাত, যেমন: ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ ইত্যাদি। ইবাদাতসমূহ তাওকীফী অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা অনুযায়ী পালন করতে হবে। নিজের পক্ষ থেকে কোন ধরণের হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: صلوا كما رأيتموني أصلي 'আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখ সেভাবেই নামায আদায় কর।' একটি উদাহরণ দেয়া হচ্ছে: ফজরের ফরয দু'রাকা'আত। কেউ যদি সদুদ্দেশ্যে চার রাকা'আত ফজরের ফরয নামায আদায় করতে চায় তাহলে তা বৈধ হবে না। তেমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। কেউ যদি ৬ষ্ঠ এক ওয়াক্ত নামায ফরয হিসেবে আদায় করতে চায় তা বৈধ হবে না। যদিও এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন নিষেধাজ্ঞা আল-কুরআন বা সুন্নাহ-এ নেই। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে কোন রূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়া ইবাদাত আদায় করতে হবে। অতএব, কুরআন ও হাদীসে নিষেধাজ্ঞা নেই বলে নারীর ইমামতিতে নামায আদায় বৈধ এমন দাবী করা যাবে না।

দুই. ইমামতির শর্ত হিসেবে পুরুষ হওয়ার কথা বলা হয়নি।

বিভিন্ন হাদীসে ইমামতির নানা শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে: কুরআন তিলাওয়াত করতে পারা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহর বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন

---

৭২. Nevin Reda, What Would the Prophet Do? The Islamic Basis for Female-led Prayer, http://www.pmuna.org/archives/2005/04hina_azam_crit.php.

৭৩ আবদুল্লাহ ইবনু বায ও কমিটির সদস্যবৃন্দ, ফাতওয়াল লিজনাতিদ দাইমা লিল বুহূছিল ইসলামিয়্যা ওয়াল ইফতা (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী' ১৯৯৭), খ. ৭, পৃ. ৩৯১

হওয়া, জামা'আতের লোকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে:

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة

'সম্প্রদায়ের ইমামতি করবে কিতাবুল্লাহ অধ্যয়নে অধিক পারঙ্গম ব্যক্তি, এতে যদি অনেকে সমান হয় তবে ঐ ব্যক্তি যে সুন্নাহ বিষয়ে অধিক জ্ঞানী।'[৭৪]

দেখা যাচ্ছে ইমামতির কোন শর্ত লিঙ্গ সম্পর্কিত নয়। তেমনিভাবে খতিবের যোগ্যতার কোন শর্তও লিঙ্গ সম্পর্কিত নয়। খতীবের শর্তগুলো হল: কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ইত্যাদি। এভাবে দেখা যাচ্ছে ইমাম বা খতীব হওয়ার কোন শর্ত লিঙ্গ সম্পর্কিত নয় এবং ইমাম বা খতীব হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া অপরিহার্য নয়।[৭৫]

পর্যালোচনা:

পুরুষ হওয়া ইমামতির জন্য শর্ত নয় বলে যে যুক্তি দেয়া হচ্ছে তা একটি অপূর্ণাঙ্গ বক্তব্য। হ্যাঁ, শুধু মহিলাদের জামা'আতে ইমামতি করার জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। তবে মুক্তাদি পুরুষ হলে কিংবা মিশ্র-জেন্ডারের হলে ইমামকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। বিভিন্ন মাযহাবের ফিকহ-এর গ্রন্থগুলোর সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে চোখ বুলালে এর স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যাবে। ইবন কুদামা বলেন:

هو الرجل المسلم العدل القائم بأركان الصلاة وشرائطها

'নামাযের শর্ত ও রুকনসমূহ প্রতিপালনে সক্ষম ন্যায়বান মুসলিম পুরুষ ইমাম হবেন।'[৭৬]

ড. ওয়াহবাহ আয্-যুহাইলী বলেন, الذكورة المحققة إذا كان المقتدي به رجلا أو خنثى

'মুক্তাদি পুরুষ বা খোজা হলে ইমামকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে।'[৭৭]

উল্লেখিত হাদীসে ইমামতির সাধারণ যোগ্যতা বর্ণনা করা হয়েছে যা নারী ও পুরুষ উভয় ইমামের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এজন্য লিঙ্গ সম্পর্কিত কোন শর্তারোপ করা হয়নি। অর্থাৎ কোন মহিলা যদি শুধু মহিলাদের জামা'আতে ইমামতি করতে চান তবে তাঁকে উপস্থিত মহিলাদের মাঝে কুরআন অধ্যয়নে সবচাইতে বেশি পারঙ্গম হতে হবে। তেমনিভাবে সম্মিলিত নামাযে ইমামতির ক্ষেত্রে ইমাম হবেন এমন একজন পুরুষ, যিনি উপস্থিত সকল পুরুষের চাইতে কুরআন অধ্যয়নে অধিক পারঙ্গম।

কখনো কখনো القوم শব্দটি সম্প্রদায়ের পরিবর্তে পুরুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে:

---

৭৪ সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪৬৫

৭৫ Nevin Reda, What Would the Prophet Do?

৭৬ ইবন কুদামা আল-মাকদিসী, আল-কাফী (কায়রো: দারু ইহয়ায়িল কুতুবিল 'আরাবিয়্যা) খ.১, পৃ. ১৯৪

৭৭ ড. ওয়াহবা আয্-যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, খ. ২, পৃ. ১১৯৪

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِن قَومٍ عَسَى يَكُونُوا خَيرًا مِنهُم

'হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে।' [আল-কুরআন ৪৯ : ১১]

এ আয়াতে القوم শব্দটি পুরুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমামতির যোগ্যতা যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেটিতেও القوم শব্দটি শুধু পুরুষ অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। সেক্ষেত্রে হাদীসটির অর্থ দাঁড়াবে: 'ইমাম হবেন এমন এক পুরুষ যিনি কিতাবুল্লাহ অধ্যয়নে অধিক পারঙ্গম।'

তিন. প্রাথমিক যুগের অনেক মুসলিম 'আলিম নারীর ইমামতিতে নামায আদায় বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

বিভিন্ন মাযহাবের একদল 'আলিম নারীর ইমামতিতে মিশ্র-জেণ্ডারের নামায আদায় করা বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন: আবু ছাওর (মৃ. ২৪০ হি.), আল-মুযানী (২৬৪ হি.), আত্-তাবারী (৩৪০ হি.) ও জাহেরী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা আবু দাউদ যাহেরী (২৭০/৮৮৪)।[৭৮] অতএব এটি অভূতপূর্ব দাবী নয়; কোন বিষয়ে মুজতাহিদ 'আলিমদের মাঝে মতভেদ থাকলে সে ব্যাপারে মুসলিম কম্যুনিটির স্বাধীনতা থাকে। তারা মতভেদপূর্ণ বিষয়ে যে কোন মত গ্রহণ করতে পারে।[৭৯]

পর্যালোচনা

সম্প্রসারিত চার মযহাব ও অন্যান্য ধারার অসংখ্য 'আলিমগণের মাঝে কেবল এই চার জনের নাম পাওয়া যায় যারা নারীর ইমামতিতে নামায আদায়ের বৈধতা সমর্থন করেছেন। অনেক অনুসন্ধানের পরও এই ইস্যুতে এঁদের অভিমত সবিস্তারে পাওয়া যায়নি। তবে ফিক্হ-এর গ্রন্থে উপর্যুক্ত 'আলিমগণের অভিমত সম্পর্কে ছিটেফোঁটা যা পাওয়া যায় তাতে মনে হয় তাঁরা সাধারণভাবে নারীর ইমামতিতে পুরুষের নামায আদায়কে বৈধ বলেননি। জুম'আর নামাযে নারীর ইমামতির বৈধতা তো অনেক পরের ব্যাপার। ইবনু কুদামা বলেন:

وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلى خلفها وهو قياس قول المزنى

আবু ছাওর বলেন, 'কোন পুরুষ নারী ইমামের পেছনে নামায পড়লে তাকে নামায দোহরাতে হবে না। আল-মুযানীও এমত রায় দিয়েছেন।'[৮০]

---

৭৮ ইবন রুশ্দ আল-হাফীদ, বিদায়াহ খ. ১, পৃ. ১৩৪; Nevin Reda, What Would the Prophet Do?; Abdennur Prado, About the Friday Prayer led by Amina Wadud, http://www.pmuna.org/archives/2005/04/approvals_of_wo_php

৭৯ http://www.arabnews.com/?page=4§ion=0&article=60721&d=20&m=3&y=2005

৮০ ইবন কুদামা, আল-মুগনী, খ. ২, পৃ. ১৮৭

এ উদ্ধৃতি থেকে বুঝা গেল আল-মুযানী ও আবু ছাওর সাধারণভাবে নারীর ইমামতিতে পুরুষের নামায আদায়ের বৈধতা দেননি। তাঁদের অভিমত হল: কেউ যদি ঘটনাচক্রে কোন নারীর পেছনে নামায আদায় করে তবে তাকে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে না। এই বক্তব্য হতে এটা বুঝা যায় না যে মসজিদে নারীর ইমামতিতে মিশ্রজেন্ডারের নামায আদায় বৈধ। জুম'আর নামাযে নারীর ইমামতি বৈধ' এহেন বক্তব্য কোন কালের কোন মনীষী প্রদান করেননি।

চার. সম্মিলিত জামা'আতে নারীর ইমামতির অবৈধতা সম্পর্কে কোন 'ইজমা নেই।

ওপরে উল্লেখিত মতভেদের উপস্থিতিতে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, মিশ্র-লিঙ্গের বা পুরুষের নামাযে নারীর ইমামতির বৈধতা/অবৈধতার বিষয়ে কোন 'ইজমা নেই। আর যে বিষয়ে কোন 'ইজমা নেই সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কম্যুনিটি সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে কোন এক পক্ষের অভিমত যদি কোন কম্যুনিটি গ্রহণ করতে চায় তবে সে অধিকার তাদের আছে। নিউইয়র্কের মুসলিম কম্যুনিটি যদি মনে করে নারীর ইমামতিতে নামায আদায় বৈধতার সুযোগ তারা গ্রহণ করবে তবে সে অধিকার তাদের আছে। তেমনিভাব অন্য কোন অঞ্চলের মুসলিম কম্যুনিটি যদি বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নেয় সে অধিকারও তাদের রয়েছে।[৮১]

'ইজমার সংজ্ঞা ও অস্তিত্ব নিয়ে মতভেদ আছে। এ প্রবন্ধে আরো পরের দিকে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। তবে এখানে এতটুকু উল্লেখ করা হচ্ছে যে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিমগণের মতের বিপক্ষে মুষ্টিমেয় 'আলিমগণের অভিমতকে শায কওল (شاذ قول) বলা হয়। শায কওল অনুসরণে গোমরাহ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

পাঁচ. উম্মু ওয়ারাকার হাদীস

এই হাদীসটি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ এটিই নারীবাদীদের একমাত্র সরাসরি যুক্তি। স্বতন্ত্র এক অধ্যায়ে হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এখানে সংক্ষেপে এটুকু উল্লেখ করা হচ্ছে যে, সুনান আবু দাউদের এক বর্ণনা মতে উম্মু ওয়ারাকা (রা) নাম্নী জনৈকা আনসারী সাহাবীয়া বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর কাছে এসে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি চেয়েছিলেন, তাঁর অন্তরে শাহাদাতের তামান্না ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে শাহাদাতের সুসংবাদ দিয়ে বাড়িতে অবস্থানের নির্দেশ দেন। উম্মু ওয়ারাকা (রা) বিদূষী রমণী ছিলেন; কুরআন হিফজ করতেন এবং এর কিছু অংশ লিখিত আকারে তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

৮১ http://www.arabnews.com/?=4§ion=0&article=60721&d=20&m=3&y=2005

সাল্লাম)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন তাঁর জন্য যেন এক মুআয্যিন নিয়োগ দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য মুআয্যিন নিয়োগ দিলেন যিনি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন এবং তাঁকে পরিবারের সদস্যদের নামাযে ইমামতির অনুমতি দেন। এ হাদীসে أهل دارها বাক্যাংশটি এসেছে। এ বাক্যের কল্পিত ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে ড. আমিনা ওয়াদুদ জুম'আর নামাযে ইমামতি করেছেন।[৮২]

ছয়. আল-কুরআনে মু'মিন নারী-পুরুষকে পরস্পরের বন্ধু-অভিভাবক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ..

'মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, ইহারা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্য হতে নিষেধ করে [আল-কুরআন ৯:৭১]।' সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করার বিষয়ে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। জুম'আর খুতবা, বার্তা পৌছানোর এক অপূর্ব সুযোগ নিয়ে আসে। নারীরা যদি জুম'আর খুতবা দিতে পারে তবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধসহ মু'মিন সমাজের নানাবিধ বিষয়ে নিজেদের মতামত কম্যুনিটির বিশাল সংখ্যক সদস্যের কাছে পৌছাতে পারে। এই অপূর্ব সুযোগ থেকে নারীদেরকে বঞ্চিত করা ইসলামী সমাজের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়ার নামান্তর।[৮৩]

পর্যালোচনা :

এই পয়েন্টের মূল বক্তব্য খুবই যৌক্তিক; সমাজ পরিচালনায় নানা বিষয়ে নারীদের অংশগ্রহণ ও তাদের মত গ্রহণের প্রয়োজনীতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এটি এমন তীব্র প্রয়োজন নয় যে এর জন্য শরী'আহ-এর বিধান পরিবর্তন করতে হবে। অনিবার্য প্রয়োজনে শরী'আহ-বিধানে শিথিলতা আরোপের বিষয়টি ইসলামে স্বীকৃত। যেমন বাধ্য হলে শুকরের মাংস ভক্ষণ করা। কম্যুনিটির সদস্যদের কাছে নারী সমাজের বক্তব্য ও ভাবনা পৌছে দেয়া এমন অনিবার্য প্রয়োজন নয় যে, এজন্য শরী'আহ-এর প্রচলিত বিধানে পরিবর্তন আনতে হবে। তদুপরি এমন অনেক উপায় আছে যদ্বারা নারী সমাজকে আরো বেশি সম্পৃক্ত করা যায় এবং তাদের বক্তব্য শোনা ও তাদের মতামত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা যায়। বর্তমানে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ প্রচার-প্রপাগান্ডার অনেক উপায় আবিস্কৃত হয়েছে। এসব মাধ্যমে খুব সহজেই নারীসমাজ নিজেদের চিন্তা-ভাবনা সমাজের কাছে পৌছে দিতে পারে। এজন্য শরীয়াতের নির্দেশনা অমান্য করে খুতবা দেয়ার প্রয়োজন নেই।

---

৮২ 'উম্মু ওয়ারাকার (রা) হাদীস' শীর্ষক অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৮৩ What Would the Prophet Do?

সাত. রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর নেতৃত্বদানের সামর্থ সম্পর্কে আল-কুরআনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে; সাবার রাণীর প্রসঙ্গে যেমনটি এসেছে সূরাতুন নামল-এ (২৩-৪৪)। অ-নবী ক্যাটাগরীতে তিনিই হলেন সৎ নেতৃত্বের কুরআনিক রোল মডেল। তাঁর রাষ্ট্রপরিচালনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনস্বার্থ বিবেচনা ও পরামর্শভিত্তিক সরকার পরিচালনা। পক্ষান্তরে আল-কুরআনের দৃষ্টিতে নেতিবাচক নেতৃত্বের প্রতিভূ হল ফির'আউন (আল-কুরআন ৭৯:২৪), যে কিনা একজন পুরুষ। সুতরাং সৎ ও সফল নেতৃত্বের জন্য লিঙ্গ কোন গ্যারান্টি দিতে পারে না। অনেক সময় পুরুষ অত্যাচারী শাসক হয় আর নারী হয় ন্যায়বান শাসক। অতএব যোগ্যতাই হল বড় মাপকাঠি- জেন্ডার নয়।[৮৪]

আল্লাহর ঘোষণায় যে ইঙ্গিত রয়েছে তার বিরুদ্ধাচরণ করা মানুষের উচিত নয়:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

'তোমাদের জিহবা মিথ্যা আরোপ করে বলিয়া আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিবার জন্য তোমরা বলিও না, 'ইহা হালাল এবং উহা হারাম'। নিশ্চয়ই যাহারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না।' [আল-কুরআন ১৬: ১১৬]

আট :

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনে নারীর যোগ্যতা সম্পর্কেও আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন:

মৌলিক ধর্মীয় ভূমিকা পালনে নারীর সক্ষমতা সম্পর্কে আল্লাহ নিশ্চয়তাজ্ঞাপক ঘোষণা দিয়েছেন। আল-কুরআনে নবী ঈসার (আ) মাতা মারইয়াকে নাজিরিট[৮৫] হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাচীন ইসরাঈলী নাজিরিটদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় পদে প্রবেশের ক্ষমতা ছিল যেমনটা দেখা গেছে সামুয়েল ও স্যামসন-এর ক্ষেত্রে। হলি অভ দ্য হলিস পর্যন্ত তাদের প্রবেশাধিকার ছিল যেখানে আর্ক অভ কভেনান্ট৮৬ রাখা ছিল। ধর্মীয় এলিট ছাড়া কেউ সেখানে যেতে পারত না। ইবাদতগাহ-এর সেবক বানানোর জন্য মারইয়ামের মা একজন পুত্র কামনা করেছিলেন, আল্লাহ তাঁকে এক কন্যা দান করলেন এটি প্রমাণ করার জন্য যে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনে নারী-পুরুষ সমান।[৮৭]

---

৮৪ What Would the Prophet Do?

৮৫ হিব্রু বাইবেল অনুসারে কোন ব্যক্তি [নারী বা পুরুষ] কতিপয় বিষয়ে শপথ গ্রহণ করলে নাজিরিট হতে পারেন: ক) মদ বর্জন করা; খ) কারো মাথার চুল কর্তন করা থেকে বিরত থাকা-ইত্যাদি। http://en.wikipedia.org/wiki/nazirite

৮৬ Ark of Covenant বা প্রতিশ্রুত সিন্দুক বা تابوب العهد

৮৭ What Would the Prophet Do?

নয় :

আল্লাহ লিঙ্গবৈষম্য ঘৃণা করেন।

আল-কুরআনের নানা স্থানে লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য সৃষ্টি করাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأُنثَى ظَلَّ وَجهُهُ مُسوَدًّا وَّهُوَ كَظِيم. يَتَوَارَي مِنَ القَومِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَم يَدسُّهُ فِي التُّرَابِ. الا سَاءَ مَا يَحكُمُونَ.

'উহাদের কাহাকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তাহার মুখমন্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। উহাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তাহার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হইতে আত্মগোপন করে। (সে চিন্তা করে) হীনতা সত্ত্বেও উহাকে রাখিয়া দিবে, না মাটিতে পুঁতিয়া দিবে! সাবধান! উহারা যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহা কত নিকৃষ্ট! (আল-কুরআন ১৬:৫৮-৫৯)

মুসলিম নারীদেরকে ইমামতি ও খুতবা প্রদানসহ নানাবিধ ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান লিঙ্গবৈষম্যের পর্যায়ে পড়ে যা আল্লাহ কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন।[৮৮]

দশ :

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। আল-কুরআনে বারবার ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لله شُهَدَاءَ بِالقِسطِ ز وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ عَلَى ألا تَعدِلُوا ط اعدِلُوا قف هُوَ أَقرَبُ لِلتَقوَى ز وَاتَّقُوا الله ط إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعمَلُونَ O

'হে মু'মিনগন! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকিবে; কোন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করিবে, ইহা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করিবে, তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহার সম্যক খবর রাখেন। [আল-কুরআন ৫:৮)

[আরো দেখুন ৭:৩৩; ১৬:৯০]

পুরুষকে নামাযের জামা'আতে ইমামতি ও জুম'আর খুতবা প্রদান করার অধিকার দেয়া আর নারীকে এসব ধর্মীয় অধিকার হতে বঞ্চিত করা ঘোরতর অন্যায়।[৮৯]

---

৮৮ প্রাগুক্ত

৮৯ প্রাগুক্ত

পর্যালোচনা

ওপরের যুক্তিগুলো (৭, ৮, ৯ ও ১০) যৌক্তিক হলেও প্রাসঙ্গিক নয়। আল্লাহ তা'আলা শেবা'র রাণীর রাষ্ট্রপরিচালনাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টিও প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু নবী সুলায়মানের (আ) দরবারে আগমনের পর এবং ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে আল-কুরআন নীরবতা পালন করছে।

নাজিরিট হিসেবে মারইয়ামের ভূমিকা পালন ও নামাযে নারীর ইমামতির মাঝে কোন সম্পর্ক, যোগসূত্র বা সাদৃশ্য নেই। ইসলাম নারীর ধর্মীয় অধিকার ও শ্রেষ্ঠতা অর্জনের যোগ্যতার বিষয় অস্বীকার করে না। তবে নামাযে ইমামতি করতে বারণ করায় নারীর ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন হয় না।

আল্লাহ লিঙ্গবৈষম্যকে পছন্দ করেন না। মিশ্রলিঙ্গের নামাযে ইমামতি হতে নারীকে বঞ্চিত করা লিঙ্গবৈষম্য নয়। তেমনিভাবে এটি অবিচারও নয়।

পশ্চিমা নারীবাদী আন্দোলনের একটি বড় কুফল হল এটি সর্বক্ষেত্রে পুরুষকে সম্মান-মর্যাদা ও অধিকার-অনধিকারের মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে। এই আন্দোলনের দেখাদেখি এক শ্রেনীর মুসলিম নারীও পুরুষের সমকক্ষতায় নিজের অধিকার সন্ধানে ব্যস্ত। পুরুষরা যা করে তা করতে পারার অধিকারকেই নারী অধিকারের চূড়ান্ত রূপ বলে গণ্য করা হচ্ছে। অথচ আল্লাহ নারীকে নিজস্ব হিকমাতের আওতায় সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের সাপেক্ষে নয়। কিন্তু পশ্চিমা নারীবাদ প্রেক্ষাপট থেকে আল্লাহকে বাদ দেয়ায় পুরুষ হল মানদণ্ড। ফলে, একজন পশ্চিমা নারীবাদী (বা পশ্চিমা নারীবাদে বিশ্বাসী যে কেউ) পুরুষ-সাপেক্ষে মূল্য-অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয় এবং সে মেনে নেয় যে পুরুষ হচ্ছে মানদণ্ড এবং পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে হলে পুরুষ হতে হবে; মানে পুরুষ যা করে তা করতে হবে।

একজন পুরুষ যখন চুল ছোট করে ছাঁটে সেও (পশ্চিমা নারীবাদী) চুল ছোট করে ছাঁটে। পুরুষ যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় সেও সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় ইত্যাদি। সে এসব করে এ কারণে যে তার মানদণ্ড অর্থাৎ পুরুষ তা করে।

সে বুঝতে ভুল করে নারী-পুরুষকে আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে, সমরূপিতার ভিত্তিতে নয়।

১৪০০ বছর ধরে মুসলিম পণ্ডিতদের মাঝে এ বিষয়ে ঐকমত্য চলে আসছে যে, নামাযের জামা'আতে ইমামতি করবেন একজন পুরুষ। ইমামতি শ্রেষ্ঠত্বের কোন নিশ্চিত নিদর্শন নয় যে তা করতেই হবে। মানুষকে বাহ্যিকতার ভিত্তিতে বিচার করতে হয়। আল্লাহ বাহ্যিকতার পাশাপাশি অন্তরের নিয়ত তথা একনিষ্ঠতাও বিচার করবেন। সুতরাং এটা মোটেই অসম্ভব নয় যে মুক্তাদীদের কেউ তাকওয়ার বিচারে ইমামের চেয়ে

শ্রেষ্ঠ হতে পারেন। ইমামতি যদি শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হত 'আয়িশা ও খাদিজার (রা) মত রমণীগণ ইমামতি করতেন। অথচ সহীহ্ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে 'আয়িশা তাঁর দাসের পেছনে নামায আদায় করেছেন।

ইমামতির অধিকার আল্লাহ্ পুরুষকে দিয়েছেন; পক্ষান্তরে কেবল নারীই মা হতে পারে। আর ইসলাম শেখায় যে মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত। কার প্রতি বেশি সদয় হওয়া উচিত? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনবার মায়ের কথা বলার পর চতুর্থবারে পিতার কথা বলা হয়েছে। এটিও কি লিঙ্গবৈষম্য?

আল্লাহ্ নারী-পুরুষকে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের আলোকে নিজ বিবেচনা-সাপেক্ষে মর্যাদা দিয়েছেন। চরম পরিতাপের বিষয় হল নারীবাদীরা মর্যাদা খোঁজে পুরুষের কাছে। পশ্চিমা নারীবাদ পুরুষকে এমনভাবে মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করেছে যে, তাদের দৃষ্টিতে নারীসুলভ সবকিছুই ঘৃণ্য, পরিত্যাজ্য। স্পর্শকাতরতা অপমানজনক, মা হওয়া অবমাননাকর। আত্মসংযমী যুক্তিশীলতা (যা পুরুষোচিত হিসেবে বিবেচিত) ও আত্মোৎসর্গকারী অনুকম্পার (যা নারীসুলভ বলে বিবেচিত) মধ্যে লড়াইয়ে যুক্তিশীলতা সর্বোৎকৃষ্ট।

নারীরা যখন এটা মেনে নিল যে, পুরুষের যা আছে বা পুরুষ যা করে তা আরো-ভালো। এর অনিবার্য পরিণতিতে তারা তাই করতে থাকল যা পুরুষ করে। পুরুষ সামনের কাতারে নামায পড়ে; অতএব তা আরো ভালো, তা করতেই হবে। পুরুষ নামাযে ইমামতি করে; সুতরাং এটি আরো ভালো এবং তা করতেই হবে, এর মাঝেই নিহিত আছে অধিকার আর মর্যাদা। একজন মুসলিম নারীর প্রয়োজন নেই পুরুষ-অনুকরণের পেছনে ছোটে নিজেকে এভাবে অপমানিত করা। আল্লাহ্ তাকে মর্যাদা দিয়েছেন। পুরুষ-সাপেক্ষে তার মর্যাদাবান হওয়ার দরকার নেই।

বাস্তবে, পুরুষকে অনুসরণ করার নেশায় নারীরা কখনো খেয়াল করেনি যে তাদের যা আছে তা আরো-ভালো। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষকে অনুসরণ করতে গিয়ে নারীরা আরো- ভালো জিনিস হাতছাড়া করে।

পঞ্চাশ বছর আগে ফ্যাক্টরীতে কাজ করার জন্য পুরুষরা বাড়ি ছাড়ে। নারীরা ছিল মা। তা সত্ত্বেও তারাও পুরুষের অনুসরণে ফ্যাক্টরিতে গেল। কালক্রমে নারীদের মনে এ ধারণা জন্মাল যে মনুষ্য প্রাণীকে লালন-পালন করার চাইতে মেশিনে কাজ করা নারীমুক্তির নিশ্চয়তা দেবে। ফ্যাক্টরিতে কাজ করা সমাজের ভিত্তি স্থাপনকারী কাজের চাইতে উৎকৃষ্ট-কারণ তা পুরুষ করে।

তারপর, ফ্যাক্টরিতে কাজ করার পর, আশা করা হয়, নারীরা হবে অতি মানব- নিখুঁত মা, নিখুঁত স্ত্রী, নিখুঁত ঘরণী, আবার থাকবে ত্রুটিমুক্ত ক্যারিয়ার। যদিও নারীর ক্যারিয়ার থাকা দোষের কিছু না তবুও এক সময় নারীরা বুঝতে পারে পুরুষের অন্ধ

অনুকরণ করে তারা কি হারাতে বসেছে। নিজ সন্তান অচেনা হয়ে ওঠতে দেখে তারা বুঝতে পারে কোন্ সুযোগ-সুবিধাগুলো তারা হারিয়েছে।

এতদিনে পশ্চিমা নারীদের উপলব্ধি হয়েছে, পশ্চিমা নারী এখন সন্তান লালন-পালনের পক্ষে রায় দেয়। ইউনাইটেড স্টেট ডিপার্টমেন্ট অভ এগ্রিকালচারের মতে যাদের এক সন্তান আছে এমন মায়েদের ৩১% আর যাদের দুই বা ততোধিক সন্তান আছে এমন মায়েদের মাত্র ১৮% ফুলটাইম কাজ করেন। কর্মরত নারীদের ৯৩% বলেন, পারলে তারা সন্তানদের সাথে ঘরে থাকতেন, কিন্তু আর্থিক দায়-দায়িত্বের কারণে কাজ করতে বাধ্য হন। আধুনিক পশ্চিমে জেণ্ডার সমতার মাধ্যমে নারীদের ওপর আর্থিক দায়-দায়িত্ব চাপানো হয়েছে। ইসলামের জেন্ডার বিশেষত্ব নারীকে এ দায় থেকে মুক্ত রাখে।

নারী যা না তা হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়; আল্লাহ প্রদত্ত স্বভাব-বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করে পুরুষ-অনুকরণের পেছনে ছুটলে নারীর মুক্তি মিলবে না। বিশ্ব-সংসারে নেতৃত্ব দান ও পায়ের তলার জান্নাত কোনটি নারীর প্রাধান্য দেয়া উচিত। আমি বলব দ্বিতীয়টি।

উপর্যুক্ত আলোচনান্তে বুঝা গেল মিশ্র-জেন্ডারের নামাযে নারীকে ইমামতি বঞ্চিত করা লিঙ্গবৈষম্য নয়, এটি অবিচারও নয়। বরং আল্লাহর হিকমতের অনিবার্য ফলাফল।

নারীর ইমামতির পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তিগুলো পর্যালোচনা করা হল। দু'টি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি সবিস্তারে আলোচনা করা প্রয়োজন; এক: ইজমা', যা নারীর ইমামতি অবৈধ হওয়ার পক্ষে সবচাইতে শক্তিশালী যুক্তি। আরেকটি উম্মু ওয়ারকা (রা)-এর হাদীস, যা নারীর ইমামতির বৈধতার পক্ষে সবচাইতে শক্তিশালী যুক্তি হিসেবে উপস্থাপিত হয়। পর্যায়ক্রমে যুক্তি দু'টি বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে।

'নারী-পুরুষের সম্মিলিত জামা'আতে নারীর ইমামতি অবৈধ' এ বিষয়ে কোন ইজমা' আছে কি?

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি নারীর ইমামতিতে মিশ্রলিঙ্গের নামায অবৈধ হওয়ার বিষয়ে ইজমা' থাকার বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। আমিনা ওয়াদুদ-সমর্থকরা এ বিষয়ে ইজমা' নেই বলে দাবী করছেন। তাদের একটি বড় যুক্তি হল আবু ছাওর, আল-মুযানী ও আত-তাবারীর মত মনীষীগণের ভিন্নমতের উপস্থিতিতে এটা দাবী করা যায় না যে, নারীর ইমামতি নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে ইজমা' রয়েছে। আর কোন বিষয়ে যদি ইজমা' না থাকে তবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট মুসলিম কম্যুনিটির এখতিয়ার রয়েছে; তারা মতভেদপূর্ণ বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। এ মূলনীতির ভিত্তিতে পিএমউ নারীর ইমামতিতে জুম'আর নামায আদায়ের ব্যবস্থা করে।

অপরদিকে যারা নারীর ইমামতির বিপক্ষে লেখালেখি করেছেন তারা বিভিন্ন ফিকহ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে জোরের সাথে বলছেন 'মিশ্র-লিঙ্গের জামা'আতে নারীর ইমামতি অবৈধ' এ বিষয়ে ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইবনু হাযম বলেন:

ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل أو الرجال وهذا ما لا خلاف فيه

'মহিলার জন্য এক পুরুষ বা অধিক পুরুষ কারোই ইমামতি করা জায়েজ নয়। এ বিষয়ে কোন মতান্তর নেই।[৯০]

ইবনু হাযম আরো বলেন:

واتفقوا ان المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون انها امرأة فان فعلوا فصلاتهم فاسدة باجماع 'মুজতাহিদগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোন মহিলা পুরুষের ইমামতি করতে পারবে না, যদি তারা জানে যে ইমাম একজন মহিলা এবং তারা তা করে তবে ইজমা'-এর ভিত্তিতে তাদের নামায নষ্ট হয়ে যাবে।'[৯১]

পরস্পরবিরোধী দাবীদ্বয় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে পরীক্ষা করতে হলে ইজমা' এর সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন।

ইজমা' কি

এ রচনার মূল আলোচ্যবিষয় ইজমা' নয়; অতএব এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার সুযোগ নেই। অতি সংক্ষেপে ইজমা'-এর পরিচয় এখানে উপস্থাপন করা হবে।

ড. ওয়াহবাতুয যুহাইলী বলেন,

اتفاق المجتهدين من أمة محمد بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.

'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর কোন শর'ঈ হুকুমের বিষয়ে কোন যুগের মুজতাহিদগণের ঐকমত্যকে ইজমা' বলে।'[৯২]

ইজমা'-এর বাস্তব অস্তিত্ব আছে কি?

যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ-এ সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় সে ব্যাপারে তৃতীয় কোন যুক্তির/দলীলের প্রয়োজন হয় না। এ কারণে ইজমা'-এর সংজ্ঞায় 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগের পরবর্তী সময়ের কথা বলা হয়েছে। 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি ওয়াহী-এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিতেন। তাঁর ওফাতের পর উদ্ভূত নানা শর'ঈ সমস্যার সমাধানে সাহাবায়ে কিরাম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রশ্ন হল: সকল

---

৯০ আল-মুহাল্লা, খ. ৩, পৃ. ১২৫

৯১ ইবনু হাযম, মারাত্তিবুল 'ইজমা, পৃ. ১২ অনলাইন সংস্করণ www.ibnhazm.net

৯২ ড. ওয়াহবাতুয যুহাইলী, উসূলুল ফিকহিল ইসলামী (দামেশক: দারুল ফিকর ১৯৮৬), খ. ১, পৃ. ৪৯০

মুজতাহিদ একমত হয়েছেন এমন কোন বিষয় আছে কি অর্থাৎ ইজমা'-এর বাস্তব কোন অস্তিত্ব আছে কি?

'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর নব-উদ্ভূত নানা সমস্যা সমাধানে সাহাবায়ে কিরাম ইজতিহাদ করেছেন; অনেক বিষয়ে তাঁদের মাঝে মতানৈক্য হলেও মতৈক্যের দৃষ্টান্তও কম নয়। যেমন, যাকাত অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, আল-কুরআন গ্রন্থাকারে একত্রিত করা, দাদীকে তর্কার (মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি) এক-ষষ্ঠাংশ দেয়া, বোন ও ফুফুকে একত্রে বিয়ে করার নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। সাহাবায়ে কিরাম মোটামুটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করতেন; বিজয়াভিযানে যাঁরা অংশ নিতেন তাঁদের মাঝে মুজতাহিদ সাহাবীগণের অবস্থান অজ্ঞাত ছিল না। ফলে ইজমা' সম্পাদন সম্ভব ছিল।

সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগে কোন ইজমা'-এর অস্তিত্ব নিয়ে মতভেদ আছে। বিশেষত নিরেট ইজতিহাদী বিষয়ে, যে বিষয়ে কোন সমস্যা উদ্ভূত হয়নি অথচ মুজতাহিদগণ হাইপোথিক্যালি সমস্যা ধরে নিয়ে অগ্রিম সমাধান দিয়েছেন। এ ধরণের মাসআলা ফিকহ-এর গ্রন্থে অবিদিত নয়। এ ধরণের বিষয়ে ইজমা' সম্পাদিত হওয়া খুব সহজ নয়। ড. ওয়াহবাতুয যুহাইলী বলেন,

أما الإجماع في المسائل الاجتهادية البحتة فلا يمكن الإجماع عليها بسهولة، كل ما يمكن قوله: هو أن هناك أراء كثيرة لا يعلم الخلاف بين الصحابة وغيرهم، وهذا عند الجمهور داخل في الإجماع الظني. أما التحقق من عدم المخالف فهي دعوى تحتاج إلى إثبات ونقل صحيح، أو أن يقال: إن الإجماع الذي يدعونه في عصر الصحابة هو حكم صادر عن شورى الجماعة، لا عن رأى الفرد. وبناء عليه فإن تعريف الإجماع الذي ذكر عند الجمهور (وهو اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد قولا على حكم شرعي) ليس من السهل إثباته بدليل قطعي لا شبهة فيه، لا سيما بعد الصحابة، فإنه لم ينعقد إجماع، وكان التشريع فرديا لا شوريا.

'নিরেট ইজতিহাদি বিষয়ে ইজমা' সম্পাদন খুব সহজ নয়। এ বিষয়ে সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যায়: এখানে অনেক অভিমত রয়েছে, সাহাবা বা অন্যদের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদ আছে বলে জানা যায় না, সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিমের মতে এটিও ইজমা'; তবে ধারণামূলক ইজমা' [অকাট্য বা নিশ্চিত ইজমা' নয়]। তবে বিরোধী মত না থাকার দাবী পরম্পরাসূত্রে প্রমাণের মুখাপেক্ষী। অথবা এটা বলা যায়: সাহাবীদের যুগে ইজমা' সম্পাদিত হয়েছে বলে যে দাবী করা হচ্ছে তা হল একদল সাহাবীর পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত [ব্যক্তিগত মত নয়।] এ আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ উসূলবিদ ইজমা'-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন [অর্থাৎ উম্মাতে মুহাম্মদীর মুজতাহিদগণের কোন

বিষয়ে মতৈক্যে উপনীত হওয়া] তা সন্দেহমুক্ত অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ করা সহজ নয়, বিশেষত সাহাবীদের যুগের পর। কারণ [তাঁদের যুগের পর] ইজমা' সম্পাদিত হয়নি, আর আইন প্রণয়নের কাজ হয়েছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে, পরামর্শভিত্তিক নয়।'[৯৩]
সম্ভবত এ কারণে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেছেন:

من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغه.

'যে ইজমা'-এর দাবী করে সে মিথ্যাবাদী; 'আলিমগণ হয়ত মতভেদ করেছেন; তাই মতভেদের বিষয়ে কিছু জানা না থাকলে ['আলিমগণ ইজমা' করেছেন' না বলে] এভাবে বলা উচিত: 'আলিমগণ মতভেদ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।'[৯৪]
সাহাবা, তাবি'ঈ বা পরবর্তীতে ইমামগণের যুগে কোন নারী ইমামতি করেছিলেন বলে জানা যায় না কিংবা জোরালোভাবে এ দাবী উত্থাপিত হয়েছিল এমন তথ্যও আমাদের জানা নেই। তবে ইমামগণ ফিকহ সম্পাদনা কালে অনেক হাইপোথিক্যাল বিষয়ে আলোচনা করেছেন, এটিও তেমন একটি বিষয়। অনেক ইমাম এ বিষয়টি এড্রেস করেছেন, অনেকে এড্রেস করেননি। যেহেতু এটি বাস্তব সমস্যা ছিল না তাই এ সমস্যা উদ্ভূত হলে অন্যরা কি সমাধান দিতেন তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তাছাড়া আবু ছাওর, আল-মুযানীর মত ফকীহ-এর কণ্ঠে ভিন্নমত উচ্চারিত হয়েছে।

দুয়েক জনের মতানৈক্যের উপস্থিতিতে ইজমা' সম্পাদিত হয় কি?

আলোচ্য বিষয়ে দেখা যাচ্ছে, প্রায় দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে মাত্র হাতে গোণা তিন জন মুজতাহিদ (অনেকে আত-তাবারীকে মুজতাহিদ বলে গণ্য করেন না।) পুরুষের জামা'আতে নারীর ইমামতি বৈধ বলেছেন। তাঁদের এই মতানৈক্য ইজমা' সংঘটিত হওয়ায় অন্তরায় কি?
ইজমা' সম্পাদিত হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। তম্মধ্যে অন্যতম হল إجماع الكل বা সকলের ঐকমত্য; সব অঞ্চলের, সব বর্ণের, সব মাযহাবের মুজতাহিদগণের একমত হওয়ার শর্ত। কোন এক অঞ্চলের মাত্র একজন মুজতাহিদের মতানৈক্য ইজমা' সংঘটনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আল-আমিদী বলেন,

اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينعقد

'উসূলবিদগণ সংখ্যালঘুর বিরোধিতায় সংখ্যাগুরুর ইজমা' সম্পাদিত হয় কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন;। তবে অধিকাংশ উসূলবিদ বলেন, অল্পসংখক মুজতাহিদের বিরোধিতা থাকলে ইজমা' সম্পাদিত হয় না।'[৯৫]

---

৯৩ আয-যুহাইলী, উসূল খ. ১, পৃ. ৫৭৪
৯৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩

আবুল বারাকাত আল-নাসাফী বলেন,

والشرط إجماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر

শর্ত হল সকলের একমত হওয়া; আর একজনের বিরোধিতা অধিকাংশের বিরোধিতার মত ইজমা' সংঘটনে প্রতিবন্ধক।[৯৬]

আয-যুহাইলী বলেন:

لا بد من موافقة جميع المجتهدين فإذا خالف أحدهم لم ينعقد الإجماع .. .. اختلف العلماء في انعقاد الإجماع بأكثر المجتهدين، فقال الجمهور لا ينعقد.

'অবশ্যই সকল মুজতাহিদকে একমত হতে হবে; যদি কোন একজন ভিন্নমত পোষণ করেন তবে ইজমা' হবে না[৯৭]. ..অধিকাংশ মুজতাহিদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে ইজমা' সম্পাদনে 'আলিমগণ মতভেদ করেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম বলেন, ইজমা' হবে না [সকল মুজতাহিদের ঐকমত্য প্রয়োজন।[৯৮]

এখন প্রশ্ন হল: আবু ছাওর, আল-মুযানী, ও দাউদ যাহেরীর মত অন্যূন তিনজন মুজতাহিদ-এর বিরোধিতা সত্ত্বেও কীভাবে পুরুষের জামা'আতে/মিশ্র জামা'আতে নারীর ইমামতি নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' হল?

এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের পূর্বে উপর্যুক্ত চার মনীষীর বিরোধিতার ধরণ সম্পর্কে সম্যক আলোকপাত করা দরকার।

নারীর ইমামতি সমর্থনকারী এ চার মুজতাহিদের নাম কোন কিতাবে একত্রে পাওয়া যায় না। কোন গ্রন্থে দু'জনের নাম পাওয়া যায়, কেউবা শুধু একজনের নাম উল্লেখ করেছেন। অনেকে দাউদ যাহেরীর নাম নারীর ইমামতির বিরোধিতাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

নারীর ইমামতি সমর্থনকারী হিসেবে আবু হামিদ শুধু আবু ছাওর-এর নামোল্লেখ করেছেন: وقال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا يصح صلاة الرجال ورائها إلا أبا ثور

শায়খ আবু হামিদ বলেন, 'সমস্ত ফকীহ-এর মাযহাব এই যে, মহিলার পেছনে পুরুষের নামায শুদ্ধ নয়। একমাত্র আবু ছাওর ব্যতিত অর্থাৎ কেবল আবু ছাওর এই মাসআলায় মতানৈক্য করেছেন।'[৯৯]

---

৯৫ আল-আমিদী, আল-ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা ১৯৮০), খ. ১, পৃ. ৩৩৬

৯৬ মুল্লা জিউন, নূরুল আনওয়ার (আল-মানারসহ) (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরি ১৯৬৭), পৃ. ৩১৮

৯৭ আয-যুহাইলী, উসূল. খ. ১, পৃ. ৪৯২;

৯৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮

৯৯ ইমাম নওয়াবী, আল-মজমু', খ. ৪, পৃ. ২৫৫

ইমাম নওয়াবী দাউদ যাহেরীর নাম নারীর ইমামতির বিরোধিতাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন:

وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة والتابعين. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وسفيان وأحمد وداؤد

'(পুরুষের নামাযে নারীর ইমামতি জায়েজ নয়) এটি আমাদের অভিমত, উর্ধতন ও অধস্তন পূর্বসুরি 'উলামার অভিমত। আল-বায়হাকী, মদীনার সাত ফকীহ ও তাবিঈগণের অভিমত হিসেবে এটি হেকায়ত করেছেন। এটি আবু হানিফা, মালিক, আহমাদ, সুফইয়ান আল-ছাওরী ও দাউদ-এর অভিমত।[১০০]

ইবনু রুশদ নারীর ইমামতির সমর্থক হিসেবে শুধু আবু ছাওর ও আত্-তাবারী-এর নামোল্লেখ করেছেন:

وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق.

'আবু ছাওর ও আত্-তাবারী অভিনব মত দিয়েছেন, তাঁরা সাধারণভাবে নারীর ইমামতির বৈধতা দিয়েছেন।'[১০১]

নারীর ইমামতি সমর্থনকারী হিসেবে ইবনু কুদামা আবু ছাওর ও আল-মুযানীর নামোল্লেখ করেছেন; অন্যদের কথা বলেননি।[১০২] আল-'আইনী শুধু আত্-তাবারীর নাম উল্লেখ করেছেন; তাঁর দৃষ্টিতে আত্-তাবারী মুজতাহিদ নন বলে তাঁর বিরোধিতাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন।[১০৩]

ইবনু রাসলান, আত্ তাবারী ও আবু ছাওর-এর কথা বলেছেন। আর আল-মানহাল গ্রন্থে এসেছে তিনজনের নাম: দাউদ, আবু ছাওর ও আল-মুযানী।[১০৪]

নারীর ইমামতির সমর্থনকারীগণের নামোল্লেখে এই ভিন্নতার পাশাপাশি তাঁদের অভিমতের ধরণ সম্পর্কেও নানা টাইপের বক্তব্য পাওয়া যায়।

দাউদ যাহেরীর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে; দু'দিকেই তাঁর নাম পাওয়া যায়। আত্-তাবারী বিনা শর্তে নারীর ইমামতির বৈধতা দেননি। মহিলার ইমামতি সম্পর্কে আত্-তাবারীর অভিমত সম্পর্কে আল-'আইনী বলেন:

يجوز إمامتها في التراويح إذا لم يكن هناك قارئ غيرها.

---

১০০ ইমাম নওয়াবী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৫
১০১ ইবনু রুশদ, বিদায়াহ, খ. ১, পৃ. ১৩৪
১০২ ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, খ. ২, পৃ. ১৮৭
১০৩ আল-'আইনী, আল-বিনায়াহ, খ. ২, পৃ. ৩৪৩
১০৪ সাহারনপুরী, বজলুল মজহুদ, খ. ৪, পৃ. ২১১

'যদি মহিলা ছাড়া পুরুষদের মাঝে কোন বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতকারী না থাকে তবে তারাবীহ-এর নামাযে মহিলার ইমামতি বৈধ।'[১০৫]

আবু ছাওর ও আল-মুযানীও সাধারণভাবে মহিলাদের ইমামতি বৈধ বলেননি, তাঁদের মতে, ঘটনাচক্রে কোন পুরুষ যদি নারীর পেছনে নামায আদায় করে তবে তাকে নামায দোহরাতে হবে না। ইবনু কুদামা বলেনঃ

وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلى خلفها وهو قياس قول المزني

আবু ছাওর বলেন, মহিলার পেছনে যে (পুরুষ) নামায পড়বে তাকে নামায দোহরাতে হবে না। আল-মুযানীর অভিমতও অনুরূপ।[১০৬]

ভিন্নমতাবলম্বীদের মত যাচাই শেষে ইজমা'র অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা দরকার। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুজতাহিদও যদি ভিন্নমত পোষণ করে তবে ইজমা' সম্পাদিত হবে না। এখানে দেখা যাচ্ছে পুরুষের জামা'আতে নারীর ইমামতি অবৈধ হওয়ার বিষয়ে মৌলিকভাবে কেউ বিরোধিতা করেননি। তবে খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। সাধারণভাবে পুরুষের জামা'আতে নারীর ইমামতির বৈধতা কেউ দেননি এবং এ মতভেদ ইজমা' সম্পাদনে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। তবে এই মাসআলায় ইজমা'-এর প্রকার ও আওতা সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে হাম্বলী 'আলিমগণের একাংশ তারাবীহ ও নফল নামাযে নারীর ইমামতির বৈধতা দিয়েছেন, যদি উপস্থিত পুরুষের মাঝে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী না থাকে। পরিশেষে এতটুকু বলা যায়ঃ 'পুরুষের ফরয ও জুম'আর নামাযে নারীর ইমামতি বৈধ নয়' এ বিষয়ে 'আলিমগণের ইজমা' রয়েছে।' তবে এটি সুস্পষ্ট ইজমা' (الإجماع الصريح) নয়, যা অস্বীকার করলে কাফির হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটিকে বরং الإجماع الظني বা ধারণামূলক ইজমা' বলা যেতে পারে। এ-ধরণের ইজমা' অস্বীকারকারী কাফির না হলেও হুজ্জাত হওয়ার জন্য এটি যথেষ্ট। অতএব ফরয কিংবা জুম'আর নামাযে নারীর ইমামতি জায়েজ নয়। তবে পুরুষের নফল বা তারাবীহ নামাযে নারীর ইমামতির অবৈধতার বিষয়ে ইজমা' আছে বলে দাবী করা যায় না। তার মানে এ নয় যে, পুরুষের নফল নামাযে মহিলার ইমামতি বৈধ। ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম ও মুজতাহিদের মতে ফরয বা নফল বা তারাবীহ যে কোন ধরণের নামাযে- যেখানে পুরুষ মুক্তাদী থাকে- সেখানে নারীর ইমামতি বৈধ নয়। আর পুরুষের বা

---

১০৫ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪৩-৪৪
১০৬ আল-মুগনী খ. ১, পৃ. ১৮৭

মিশ্র-জেন্ডারের ফরয নামাযের জামা'আতে নারীর ইমামতি অবৈধ হওয়ার বিষয়ে 'আলিমগণের মাঝে ঐকমত্য (ইজমা') রয়েছে।

অনেকে বিরোধীদের অনুচ্চ স্বরের ভিন্নমত শ্রবণ করেননি বা ধর্তব্যে আনেননি। তাঁদের মতে এই 'আলিমদের [আবু ছাওর, আল-মুযানী..] ভিন্নমত প্রকাশের আগেই পুরুষের জামা'আতে নারীর ইমামতির অবৈধতার বিষয়ে ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব পূর্ববর্তীদের ইজমা'-এর মাধ্যমে পরবর্তীদের [মানে আবু ছাওর, আল-মুযানী ও আত্-তাবারীর] ভিন্নমত আমল অযোগ্য হয়ে পড়েছেঃ

فقول القائلين بجواز إمامتها للرجال محجوج بإجماع من قبله

'যারা পুরুষের নামাযে নারীর ইমামতি বৈধ বলেন, তাদের ভিন্নমত, পূর্ববর্তীদের ইজমা'-এর মাধ্যমে অযৌক্তিক হয়ে পড়েছে।[১০৭]

এ রচনাকারের অভিমতঃ এ ধরণের বক্তব্য মুজতাহিদ 'আলিমগণের বক্তব্যকে বিনা পর্যালোচনায় প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর। নারীর ইমামতির বৈধতা জ্ঞাপনকারীদের মাঝে আল-মুযানী'র নাম রয়েছে। তিনি ইমাম আশ-শাফি'ঈ'র ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন, যখন ইমাম সাহেব আল-উম্ম রচনা করেছিলেন। আশ-শাফি'ঈ কিতাবুল উম্ম-এ বলেছেন, পুরুষের নামাযে নারীর ইমামতি অবৈধ; কোন পুরুষ নারীর পেছনে নামায আদায় করলে তাকে পুনরায় তা আদায় করতে হবে। আর ঐ একই সময়ে আল-মুযানী তাঁর ইমামের মতের বিরোধিতা করেছেন। এখন কীভাবে বলা যায়, বিরোধীদের বিরোধিতা পূর্ববর্তীদের ইজমা' দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে? তাছাড়া পূর্ববর্তীদের ইজমা' কখন সম্পাদিত হয়েছিল তার কোন দিনক্ষণ জানা নেই।

পুরুষের নামাযে নারীর ইমামতি অবৈধ হওয়ার বিষয়ে যেসব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যুক্তি দেওয়া হয় সেগুলি সবিস্তারে পর্যালোচনা করা হল। এ বিষয়ে আল-কুরআন ও সুন্নাহ-এ কোন সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে নিষেধাজ্ঞার অনুপস্থিতি নারীর ইমামতিকে বৈধতা দেয় না। কারণ ইবাদাত হিসেবে নামাযের সব বিধি-বিধান তাওকীফী। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমাম, মুজতাহিদ ও 'আলিমগণের মাঝে এ বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে। তদুপরি মহিলাদের ওপর জুম'আ ও জামা'আতে নামায আদায় ওয়াজিব নয় আর পুরুষের ওপর ওয়াজিব। নামাযে মহিলাদের কাতার পুরুষ ও বালকদের পেছনে হয়ে থাকে; এটি প্রতিষ্ঠিত ও অবিতর্কিত সুন্নাহ। আবার ইমামকে সামনে বা একই কাতারে দাঁড়াতে হয়। এ নিয়ম ফরয, নফল ও তারাবীহ্সহ সকল নামাযে প্রযোজ্য। অতএব কোন নামাযে কিছুতেই পুরুষের জন্য নারীর ইমামতি বৈধ হতে পারে না। আর তাই ইবনু হাযম বলেন :

---

১০৭ বাজলুল মাজহুদ, ৪/২১১

وحكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل ولا بد في الصلاة، وأن الإمام يقف أمام المأمومين ولا بد، أو مع المأموم في صف واحد على ما نذكر إن شاء الله تعالى في مواضعه. ومن هذ النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل وللرجال يقينا

'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন মহিলারা পুরুষের পেছনে থাকবে, এবং নামাযে এটি বাধ্যতামূলক, আবার এটাও বাধ্যতামূলক যে, ইমাম, মুক্তাদীর সামনে বা একই কাতারে দাঁড়াবেন। [যেমনটি যথাস্থানে আমি বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ] এইসব নস হতে এক পুরুষ বা অনেক পুরুষের নামাযে নারীর ইমামতির অবৈধতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়।[১০৮]

আরো একটি যুক্তি পর্যালোচনা বাকী আছে: উম্মু ওয়ারাকা (রা)-এর হাদীস; যার ভিত্তিতে মিশ্র-লিঙ্গের নামাযে নারীর ইমামতির বৈধতা দাবী করা হয়।

উম্মু ওয়ারাকার হাদীস

নারীর ইমামতিতে মিশ্র-লিঙ্গের নামাযের বৈধতার দাবীদারদের সবচাইতে শক্তিশালী যুক্তি হল উম্মু ওয়ারাকার হাদীস। এ হাদীসের মূল ভাষ্যের ব্যাখ্যা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এটির ওপর মূল যুক্তি আবর্তিত হওয়ায় হাদীসটি সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

ছিহাহ ছিত্তা নামে পরিচিত হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থ ছয়ের মাঝে কেবল আবু দাউদের সুনান-এ হাদীসটি এসেছে। আবু দাউদ দু'টি সনদে বর্ণনাটি এনেছেন। এখানে সনদসমেত বর্ণনাদ্বয় উল্লেখ করা হল।

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية أن النبي (ص) لما غزا بدرا قالت قلت يا رسول الله! ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة. قال: قري في بيتك؛ فإن الله يرزقك الشهادة. قال: فكانت تسمى الشهيدة. قال: وقد كانت قرأت القرآن فاستأذنت النبي أن تتخذ في دارها مؤذنا فإذن لها. قال: وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا، فلما أصبح عمر قام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم فليجيئ بهما فامر بهما فصلبا فكانا أول مصلوب بالمدينة.

---

১০৮ ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা, খ. ৩, পৃ. ১২৬

সনদঃ উসমান ইবন আবু শায়বা→ওয়াকী' ইবনুল জার্রাহ→আল-ওয়ালীদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবন জুমাই'→তদীয় দাদী এবং আবদুর রহমান ইবনু খাল্লাদ আল-আনসারী→উম্মু ওয়ারাকা।

মতনঃ (উম্মু ওয়ারাকা বিনত আবদুল্লাহ ইবন নওফিল আল-আনসারিয়্যাহ বলেন) নবী করিম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন আমি তাঁকে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার সাথে আমাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিন, আমি পীড়িতের সেবা করব; হয়ত আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের উপজীবিকা দান করবেন।' তিনি ['রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] বললেন, 'আপনি বাড়িতে অবস্থান করুন; আল্লাহ নিশ্চয় আপনাকে শাহাদাতের উপজীবিকা দান করবেন।' বর্ণনাকারী ওয়াকী' বলেন, তিনি 'শাহীদা (শাহাদাত বরণকারী)' নামে পরিচিত ছিলেন। বর্ণনাকারী আল-ওয়ালীদ বলেন, তিনি কুরআন হিফয করতেন, তাই নবীর কাছে তাঁর বাড়িতে একজন মুআয্যিন রাখার অনুমতি চাইলেন। 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে (মুআয্যিন রাখার) অনুমতি দিলেন। বর্ণনাকারী ওয়াকী' বলেন, উম্মু ওয়ারাকা (রা) এক দাস ও এক দাসীকে এই শর্তে আযাদ করেছিলেন যে, ওদের আযাদী তাঁর মৃত্যুর পর কার্যকর হবে। এক রাতে ওরা লেপ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে উম্মু ওয়ারাকাকে হত্যা করে পালিয়ে গেল। সকালে ওঠে 'উমার (রা) জনমণ্ডলীর মাঝে ভাষণে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, 'কারো কাছে এদের দু'জনের ব্যাপারে তথ্য থাকলে সে যেন তাদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে আসে।'। (হত্যাকারীদের ধরে আনা হলে) 'উমার (রা) তাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করা হল এবং মদীনায় এদেরকেই সর্বপ্রথম শূলীতে চড়ানো হয়েছিল।

আবু দাউদের দ্বিতীয় বর্ণনা

حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن ام ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث والأول أتم وقال كان رسول الله يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن رأيت مؤذنها شيخا كبيرا

সনদঃ আল-হাসান ইবনু হাম্মাদ আল-হাযরামী→মুহাম্মদ ইবনু ফুযাইল→আল-ওয়ালীদ ইবনু জুমাই'→আবদুর রহমান ইবনু খাল্লাদ→উম্মু ওয়ারাকা।

মতনঃ আল-হাসান উপর্যুক্ত সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; তবে প্রথমটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনু ফুদাইল বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বাড়িতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁর জন্য

একজন মুআয্যিন নির্ধারণ করেছিলেন যিনি তাঁর জন্য আযান দিতেন। 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে পরিবার-পরিজনের নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বলেন, 'আমি তাঁর মুআয্যিনকে দেখেছি, তিনি খুব বৃদ্ধ ছিলেন।'

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশুদ্ধতম সংকলন ষষ্টকের মধ্যে কেবল আবু দাউদের সুনানে উম্মু ওয়ারাকার হাদীসটি এসেছে।

উপর্যুক্ত বর্ণনাদ্বয়ের বেশিরভাগ বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য; তবে তিন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে কিছুটা কথাবার্তা রয়েছে।১০৯

এক. আল-ওয়ালীদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন জুমাই'। তাঁর পূর্ণ নাম আল-ওয়ালীদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু জুমাই' আল-যুহরী আল-মক্কী আল-কূফী। তাঁর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণ মতভেদ করেছেন-

- আল-মুনযিরী বলেন, তাঁর ব্যাপারে কথাবার্তা রয়েছে (فيه مقال)।
- ইয়াহয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তাঁর অবস্থা জানা যায় না (مجهول الحال)।
- ইবন মু'ঈন, আল-আজালী, ইবন সা'দ ও ইবন হিব্বান তাঁকে বিশ্বস্ত (ثقة) বলে গণ্য করেছেন।
- ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও আবু যুর'আ বলেন, তাঁর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে তেমন কোন সমস্যা নেই (لا بأس به)
- ইবন হাজর তাঁকে সত্যবাদি (صدوق) বলে উল্লেখ করেছেন।
- আবু হাতিম বলেন: صالح الحديث
- ইমাম মুসলিম আল-ওয়ালীদের সূত্রে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন।

অতএব বলা যায়, বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সামান্য মতভেদ থাকলেও আল-ওয়ালীদকে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বলে গণ্য করা যায়।

দুই.

আল-ওয়ালীদের দাদী

কোন কোন বর্ণনায় তাঁর নাম পাওয়া যায়, লায়লা বিনত মালিক। ইবনু হাজর বলেন, তাঁর সম্পর্কে জানা যায় না। আয্-যাহাবী বলেন, ما علمت في النساء من اتهمت

---

১০৯ এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, আল-আলবানী, সহীহ সুনানি আবি দাউদ (কুয়েত: দারু গিরাস ২০০২), খ. ৩, পৃ. ১৪২-৪৩

'মহিলাদের কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা বর্ণনার অভিযোগ আনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।' সম্ভবত এ কারণে ইবনু খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করেছেন।

তিন

আবদুর রহমান ইবনু খাল্লাদ আল-আনসারী

- ইবনু কাত্তান ও ইবনু হাজর বলেন, তাঁর অবস্থা জানা যায় না (مجهول الحا)
- ইবন হিব্বান তাঁকে গ্রহণযোগ্য বলে চিহ্নিত করেছেন।

ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ আবদুর রহমান ইবন খাল্লাদের ব্যাপারে ইতিবাচক মন্তব্য না করলেও তাঁর সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে তেমন কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। কারণ এ বর্ণনায় তাঁর স্তরে অন্য একজন বর্ণনাকারী আছেন তিনি হলেন অধস্তন বর্ণনাকারী আল-ওয়ালীদের দাদী, লায়লা বিনত মালিক। আর তাই সার্বিক বিচারে হাদীসটিকে 'হাসান' বলে চিহ্নিত করেছেন আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীসবিশারদ আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী।১১০

বিশুদ্ধতম সংকলন ষষ্টকের (সিহাহ্ সিত্তাহ্) অন্য কোন গ্রন্থে হাদীসটি না থাকলেও আরো অনেক সংকলক হাদীসটি উল্লেখ করেছেন; তাঁদের মাঝে আহমাদ, আল বায়হাকী, ইবনু আবি 'আসিম, আল হাকিম, তাবারানী ও দারাকুতনী রয়েছেন।

উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহের বর্ণনার আলোকে উম্মু ওয়ারাকা (রা)-কে 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক নামাযের ইমামতি করার অনুমতি প্রদানের বিষয়টি আমরা সমন্বিত আকারে উপস্থাপনে সচেষ্ট হব।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উম্মু ওয়ারাকা (রা)-এর আকাঙ্ক্ষা

উম্মু ওয়ারাকা বিনত আবদুল্লাহ ইবন নওফিল আল-আনসারিয়্যাহ বিদূষী সাহাবিয়া ছিলেন। তিনি আল-কুরআন হিফয করতেন এবং এই মহাগ্রন্থের কিছু অংশ লিপিবদ্ধ আকারে একত্রও করেছিলেন। বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলেন, বললেন, 'আমাকে আপনার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহনের অনুমতি দিন; আমি আহত ও পীড়িতের সেবা করব। আমার আশা, আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন।' 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'আপনি বাড়িতে অবস্থান করুন, অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে শাহাদাতের উপজীবিকা দান করবেন।' 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ সুসংবাদের পর হতে উম্মু ওয়ারাকা (রা)

---

১১০ সামছুল হক আল-আযীমাবাদী, 'আউন আল-মা'বুদ (বৈরুতঃ দার আল-ফিকর ১৯৯৫), খ. ২, পৃ. ২২৬-২৭; সাহারনপুরী, বাযল আল-মাজহুদ ফী হাল্লি আবি দাউদ (মিরাটঃ আল-মাতবা'আ আল-নামী ১৩৪২ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৩০; মুসতাদরাক আল-হাকিম, খ. ২, পৃ. ২৩৫ মাকতাবা শামিলা হতে

'শহীদা' হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে প্রতি জুম'আবারে 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে দেখতে তাঁর বাড়িতে যেতেন। তিনি মাঝে মাঝে সাহাবীগণকে বলতেন, 'চলো, শহীদার বাড়ীতে যাই।'

উম্মু ওয়ারাকার নামাযে ইমামতির অনুমতি প্রার্থনা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে উম্মু ওয়ারাকা (রা) কুরআন হিফয করতেন এবং এ মহাগ্রন্থের কিছু অংশ লিপিবদ্ধ আকারে একত্রও করেছিলেন। তাই তিনি 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন, তিনি যেন তাঁর বাসায় জামা'আতে নামায আদায়ের জন্য একটি স্থান নির্ধারণের অনুমতি দান করেন। এখানটায় অবশ্য বর্ননাকারীদের মাঝে সামান্য মতভেদ আছে। ইবনু আবি 'আসিমের বর্ণনানুসারে উম্মু ওয়ারাকা (রা) নিজ বাড়িতে মসজিদ স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। অন্য কোন বর্ণনায় মসজিদ স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনার কথা আসেনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুমতির বিষয়ে ইবনু আবি 'আসিমসহ সবাই অভিন্ন বাক্য ব্যবহার করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে নামায আদায়ের জন্য একটি স্থান নির্ধারণের অনুমতি দিলেন।' 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য একজন মুআয্যিন নিয়োগ করেছিলেন। বর্ণনাকারী পরিষ্কার বলছেন, তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এক লোক। 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু ওয়ারাকা (রা)-কে তাঁর পরিবার-পরিজনের (হাদীসে أهل دارها শব্দগুচ্ছ এসেছে; আমরা পরবর্তীতে শব্দ দু'টি সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করব) ফরয নামাযে ইমামতি করার অনুমতি দান করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুসংবাদ বাস্তবায়িত হল: উম্মু ওয়ারাকা (রা) শহীদ হলেন

উম্মু ওয়ারাকার এক দাস ও এক দাসী ছিল। তিনি তাঁদেরকে আযাদ করেছিলেন, তবে শর্ত ছিল তাদের আযাদী কার্যকর হবে তাঁর মৃত্যুর পর। দাসদ্বয়ের তর সইছিল না। অধৈর্য দাস-দাসী এক রাতে লেপ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে উম্মু ওয়ারাকাকে হত্যা করে পালিয়ে গেল। এটি 'উমার (রা)-এর খিলাফাতের সময়কালের ঘটনা।

পরদিন সকালে ওঠে 'উমার (রা) বললেন, কি ব্যাপার! আজ খালার (অর্থাৎ উম্মু ওয়ারাকার) কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছি না কেন? তারপর 'উমার (রা) উম্মু ওয়ারাকা (রা)-এর বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করলেন, কাউকে পেলেন না। বাড়িতে প্রবেশ করে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তারপর 'উমার (রা) মিম্বরের আরোহণ করে জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য বলেছেন; উম্মু ওয়ারাকা (রা) শহীদ হয়েছেন। তোমাদের কেউ হত্যাকারী দাস-দাসীকে পেলে ধরে এনো।' লোকজন দু'খুনীকে ধরে আনল, তারা

অপরাধের কথা স্বীকার করল। খালীফার নির্দেশে তাদেরকে শূলীতে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হল। মদীনায় এটি ছিল শূলীতে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রথম ঘটনা।[১১১]

যুক্তি গ্রহণ পদ্ধতি

এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংগঠন প্রগ্রেসিভ মুসলিম ইউনিয়ন-এর নেত্রী ড. আমিনা ওয়াদুদ মিশ্রলিঙ্গের নামাযে ইমামতি করেছিলেন। এ হাদীসের যে বাক্যের ওপর তাদের যুক্তির ভিত্তি সেটি হল:

وجعل لها مؤذنا وأمرها أن تؤم أهل دارها

নারীর ইমামতির সমর্থকরা এ হাদীসকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন যে তা তাদের মতের স্বপক্ষে দলীল হয়ে দাঁড়ায়। তাদের মতে বাক্যটির অনুবাদ নিম্নরূপ:

'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি-ওয়া সাল্লাম) উম্মু ওয়ারাকার জন্য একজন মুআয্যিন নিয়োগ করলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন তাঁর গোত্র ও এলাকাবাসীর নামাযে ইমামতি করেন।'

এ ব্যাখ্যার স্বপক্ষে তারা ইবনু আবি 'আসিমের রিওয়ায়েতের সাহায্য গ্রহণ করেন যেখানে বলা হয়েছে, 'উম্মু ওয়ারাকা (রা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে একটি মসজিদ স্থাপনের অনুমতি চেয়েছিলেন।' 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে নামাযের জন্য একটি স্থান নির্ধারণের অনুমতি দেন। ওয়াদুদ-সমর্থকদের মতে 'নামাযের জন্য স্থান নির্ধারণের অনুমতি দেওয়ার অর্থই হল মসজিদ স্থাপনের অনুমতি প্রদান।' উপর্যুক্ত হাদীসের দু'টি শব্দের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তারা নারীর ইমামতির বৈধতা সাব্যস্তকরণে সচেষ্ট হয়েছেন-

১. أهل دارها -এর أهل শব্দটি নারী-পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে;

২. دارها বলতে উম্মু ওয়ারাকার গোত্র ও এলাকা বুঝানো হয়েছে। অতএব 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে তাঁর এলাকার নারী-পুরুষের সম্মিলিত নামাযে ইমামতির অনুমতি দিয়েছিলেন।

নেভিন রেজা বলেন,

> আরবী শব্দ দার বলতে যেমন একটি বাড়ি বুঝায় তেমনি একটি দেশও বুঝাতে পারে। যেমন, দারফূর বলতে ফূর জাতির এলাকা, দারুল ইসলাম

---

১১১ মুসনাদ আহমাদ, হাদীস উম্মু ওয়ারাকা বিনত আবদুল্লাহ, ৫৫/২৭৭-২৭৮; মুসান্নাফ ইবন আবি শাইবা, খ. ৭, পৃ. ৭২৮; খ. ৮, পৃ. ৩৩৯; আল-বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, খ. ১, পৃ. ৪০৬; খ.৩, পৃ. ১৩০; ইবনু আবি 'আসিম, আল-আহাদ ওয়াল-মাছানী খ. ৯, পৃ. ২৬৭; মুসতাদরাক আল-হাকিম, খ. ২, পৃ. ২৩৫; আল-তাবারানী, আল-মু'জাম আল-কাবীর, খ.৫, পৃ. ৩১২-৩১৩; সুনান আল-দারকুতনী, খ. ১, পৃ. ২৮০; খ. ১, পৃ. ৪০৪ মা. শা. হতে

বলতে ইসলামী বিশ্বকে বুঝানো হয়। বর্তমান সময়ের মত এত বড় বাড়ি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে ছিল না। সে সময় একটি আঙিনার চারপাশে ছোট ছোট কক্ষে গুচ্ছাকারের বাড়িতে গোত্রের লোকেরা বসবাস করতো। উম্মু ওয়াকার আঙিনার চতুস্পার্শে তাঁরই গোত্রের কয়টি বাড়ি ছিল বা কতজন লোক বসবাস করত তা জানা যায় না। তবে মানুষ যেহেতু বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করত না সেহেতু ধরে নেয়া যায় উম্মু ওয়ারাকার সাথে অন্তত তাঁর গোত্রের লোকজন তারই বাড়ির সন্নিহিত হয়ে বসবাস করতেন।

তাবাকাত ও জীবনীগ্রন্থগুলিতে সাধারণত কারো জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ উল্লেখ করা হয়। কারো পারিবারিক জীবনের বিস্তারিত বিবরণ বা সন্তান-সন্ততির পরিচয় অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে না। উম্মু ওয়ারাকার কুনিয়াত হতে ধারণা করা যায়, ওয়ারাকা নামে তার এক সন্তান ছিল; যদিও জীবনীগ্রন্থগুলিতে তার নাম আসেনি। তার দু'দাস-দাসীর বর্ণনা এ কারণেই এসেছে যে তারা উম্মু ওয়ারাকাকে হত্যা করেছিল। এ ধারণার কোন কারণ নেই যে তার বাড়িতে মাত্র তিনজন লোক ছিল।

উম্ম ওয়ারাকার হাদীসের প্রেক্ষিতে دارها বলতে মাত্র একটি বাড়ি বুঝানো হয়েছে এমন ধারণা করার কোন কারণ নেই; এক বাড়ির মানুষকে নামাযে আহবানের জন্য মুআয্যিন লাগে না। হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এসেছে, তাঁর জন্য একজন মুআয্যিন নিয়োগ করা হয় যিনি লোকজনকে নামাযে আহবান জানাতেন। অতএব এ হাদীসে দার বলতে অন্তত এত বড় ভৌগলিক এলাকা বুঝানো হয়েছে যেখানে নামাযে আহবান করতে একজন মুআয্যিনের প্রয়োজন হয়।[১১২]

আবদেনুর প্রাডো বলেন, 'এ হাদীসের একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল এই যে, আনসারী মহিলা উম্মু ওয়ারাকাকে 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মহল্লার মসজিদে ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। মহল্লাটি মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল। সেখানে নারী-পুরুষ উভয়ে উম্মু ওয়ারাকার পেছনে নামায আদায় করত।'[১১৩]

হামিদুল্লাহ খান নামে ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনৈক ফরাসী নাগরিক যিনি ফরাসী ভাষায় কুরআনের তর্জমা করেছেন তিনি কল্পনার ফানূস উড়িয়ে লিখেছেন:

---

১১২ Nevin Reda, `What would the Prophet do? The Islamic Basis of Female-led Prayer.' http://www.pmuna.org/archives/2005/04hina_azams_crit.php#more

১১৩ Abdennur Prado, About the Friday Prayer led by Amina Wadud, http://www.pmuna.org/archives/2005/04approvals_of_wo.php

> উম্মু ওয়ারাকার গোত্র মসজিদে নববী হতে বেশ দূরে বসবাস করত; তাদের পক্ষে মসজিদে নববীতে এসে নামায আদায় করা সম্ভব হত না। তাই উম্মু ওয়ারাকা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে তাঁর এলাকায় একটি মসজিদ স্থাপনের অনুমতি চাইলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু ওয়ারাকার বাড়িতে মসজিদ স্থাপনের অনুমতি দিলেন, তাঁর জন্য একজন মুআয্যিন নিয়োগ করলেন এবং উম্মু ওয়ারাকাকে সেই মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করলেন।[১১৪]

হামিদুল্লাহ খান ও আবদেন্নু প্রাডোর পুরো বক্তব্যই কাল্পনিক। এ প্রবন্ধে আরো পরে আমরা এসব স্বকপোলকল্পিত বক্তব্যের পর্যালোচনা করব।

সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম সমাজের অভিমত

সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম উম্মু ওয়ারাকার হাদীসের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের মতে হাদীসটির সংশ্লিষ্ট অংশের অনুবাদ হবে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য একজন মুআয্যিন নিয়োগ করলেন এবং তার বাড়ির মহিলাদের নামাযে ইমামতির নির্দেশ দিলেন।'

যুক্তি:

১) أهل শব্দটি যদিও নারী-পুরুষ উভয়কে অর্ন্তভুক্ত করে তথাপি এ হাদীসে أهل বলতে কেবল মহিলাকে বোঝানো হয়েছে; কারণ উম্ম ওয়ারাকার হাদীসের অন্য একটি ভার্সনে أهل دارها শব্দের স্থলে نسائها শব্দটি এসেছে:

حدثنا أحمد بن العباس البغوي، ثنا عمر بن شيبة أبو أحمد الزبيري، نا الوليد بن جميع عن أمه عن أم ورقة: أن رسول الله اذن لها أن يؤذن لها وتؤم نسائها

সনদ: আহমদ ইবন আল-আব্বাস আল-বাগভী→'উমার ইবন শায়বা→আবু আহমদ আল-যুবাইরী→আল-ওয়ালীদ ইবন জুমাই'→তদীয় মাতা→উম্ম ওয়ারাকা।

মতন: উম্ম ওয়ারাকা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য আযান দেয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর বাড়ির মহিলাদের নামাযে ইমামতি করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[১১৫]

২) দার শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়: বাড়ি, এলাকা, মহল্লা, জনপদ এমনকি বৃহত্তর পরিসরে দেশ বুঝায়। কিন্তু এখানে দার বলতে এলাকা বা জনপদের অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে: ইসলাম প্রচারের শুরুতে রাসূলুল্লাহ

---

১১৪ প্রাগুক্ত

১১৫ সুনান আল-দারাকুতনী, বাব ফি যিকর আল-জামাআহ ওয়া আহলিহা ওয়া সিফাত আল-ইমাম (বৈরুত: দার আল-ফিকর ১৯৯৪), খ. ১, পৃ. ২২৩

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবা দার আরকামে বসে দাওয়াতী কাজ চালাতেন। এখানে দার আরকাম বলতে কিছুতেই আরকামের জনপদ বুঝানো হয়নি। বরং সুনির্দিষ্টভাবে আরকামের বাড়ি বুঝানো হয়েছে।

৩) উম্মু ওয়ারাকার জন্য মুআয্যিন নিয়োগ করায় এ কথা বলার কোন উপায় নেই যে তিনি নারী-পুরুষের বড় একটি জামাআতে ইমামতি করতেন। মুসল্লিদের সংখ্যার সাথে আযানের কোন সম্পর্ক নেই; অধিকাংশ ফকীহ্ এ বিষয়ে একমত যে একাকী নামায পড়লেও আযান দেয়া উত্তম।[১১৬]

সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম ও আমিনা ওয়াদুদ-সমর্থকদের দৃষ্টিকোণে উম্ম ওয়ারাকার হাদীসের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের পর নিরাসক্ত (Objective) দৃষ্টিভঙ্গিতে হাদীসটির মর্মোদ্ধারে ব্যাপৃত হব।

পর্যালোচনা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে উম্মু ওয়ারাকার হাদীসের যে বাক্যের ব্যাখ্যার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে সেটি হচ্ছে: وأمرها أن تؤم أهل دارها আরো নির্দিষ্ট করে বললে أهل ও دار শব্দের ব্যাখ্যার বিষয়ে যত মতভেদ। নির্ভরযোগ্য আরবী অভিধান ও প্রচলনের ওপর ভিত্তি করে শব্দ দু'টির ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে।

أهل এটি একটি مشترك (বহু অর্থবোধক) শব্দ যা অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন: পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, অনুসারী, স্ত্রী, বাসিন্দা ইত্যাদি। শব্দটির অর্থ নির্ধারণে এর مضاف إليه এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। أهل الرجل বলতে কোন ব্যক্তির পরিবার-পরিজনকে বুঝায় আবার তাঁর স্ত্রীকেও বুঝায়। أهل البلد বলতে নগরবাসীকে বুঝানো হয়। প্রখ্যাত আরবী অভিধানবেত্তা ইবন মানযূর তাঁর لسان العرب গ্রন্থে লিখেছেন, أهل الرجل: عشيرته و ذو قربانه 'কোন লোকের أهل বলতে তার পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়কে বুঝানো হয়।'[১১৭] অতএব দেখা যাচ্ছে যে أهل শব্দটি নারী-পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

অনেকে দারাকুতনীর বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে বলেন, أهل শব্দটি নারী-পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করলেও উম্মু ওয়ারাকার হাদীসে أهل বলতে শুধু মহিলাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

---

১১৬ Hina Azam, A Critique of the Arguments for Women-led Friday Prayers; http://www.altmuslim.com/perm.php?id=1416_0_25_0_C

১১৭ ইবন মানযূর, লিসানুল আরব (বৈরুত: দার ইহ্য়া আল-তুরাছ আল-আরাবী ১৯৯৭), খ. ১, পৃ. ২৫৩; আল-ফীরূযাবাদী, আল-কামূস আল-মুহীত (বৈরুত: দার ইহ্য়া আল-তুরাছ আল-আরাবী ১৯৯৭), খ. ২, পৃ. ১২৭৬

নিরপেক্ষ পর্যালোচনায় আমরা দেখা যায়, এ যুক্তির গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। কারণ দারাকুতনী একটি বর্ণনায় أن تؤم نسائها উল্লেখ করেছেন, অন্য সকল সংকলক أن تؤم أهل دارها উল্লেখ করেছেন। স্বয়ং দারাকুতনী নিজেও এক বর্ণনায় أهل دارها উল্লেখ করেছেন। তদুপরি দারাকুতনীর ভিন্নধর্মী বর্ণনার (أن تؤم نسائها) সনদে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে; দারাকুতনী ব্যতিত অপরাপর সংকলকগণ আল-ওয়ালীদ ইবন জুমাই'-এর পর তাঁর দাদীর নাম উল্লেখ করেছেন, কেবল দারাকুতনী এই বর্ণনায় আল-ওয়ালীদ ইবন জুমাই'-এর পর তাঁর মায়ের নাম উল্লেখ করেছেন। সনদ ও মতনের এই অভিনবত্বের কারণে দারাকুতনীর আলোচিত হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। আভিধানিক দৃষ্টিকোণে নারী-পুরুষ উভয়-ই এ-হাদীসে উল্লেখিত أهل শব্দের আওতাভুক্ত; সেক্ষেত্রে উম্মু ওয়ারাকা নারী-পুরুষ উভয়ের নামাযে ইমামতি করতেন সেটিই সাব্যস্ত হয়। তবে প্রায়োগিক দৃষ্টিতে এ-অর্থ গ্রহণে বেশ অসুবিধা রয়েছে। دار এর অর্থ বর্ণনার পর এ বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

دار শব্দটিও مشترك; নানা অর্থে প্রয়োগ করা যায়। ইবন মানযূর লিসানুল আরবে বলেন:

الدار محل يجمع البناء والعرصة و الدار البلد واسم لمدينة سيدنا رسول الله.

'ভবন/স্থাপনা ও আঙিনাসমেত বাড়িকে দার বলা হয়; দার বলতে নগর/দেশও বুঝায়। তাছাড়া মাদীনাতু রাসূলিল্লাহকেও দার বলা হয়।'[১১৮]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি হতে পরিষ্কার হল দার বলতে একটি বাড়ির মত নির্দিষ্ট স্থান থেকে শুরু করে দেশ-এর মত বিস্তৃত স্থানকে বুঝানো হয়।

এই শব্দটির অর্থ নির্ধারণেও مضاف إليه এর ভূমিকা রয়েছে। যেমন, দারফূর (دارفور) : ফূর জাতির এলাকা, দারুল ইসলাম (دار الإسلام): ইসলামের দেশ বা মুসলিম বিশ্ব; আবার দার আরকাম (دار أرقم) বলতে আরকামের বাড়ি বুঝানো হয়। উদ্ধৃত হাদীসে দার শব্দটিকে উম্মু ওয়ারাকার প্রতি ইঙ্গিতবাহী সর্বনাম ها এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। অতএব এখানে দারিহা বলতে নির্দিষ্টভাবে উম্মু ওয়ারাকার বাড়ি বুঝানো হয়েছে।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে দেখা গেল أهل শব্দটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পরিবারের সদস্যদেরকে বুঝায় আর دارها বলতে সুনির্দিষ্টভাবে উম্মু ওয়ারাকার বাড়িকে বুঝানো হয়েছে। ফলে এই পর্যায়ে এই হাদীসটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে নিম্নরূপ:

---

১১৮ ইবন মানযূর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪০-৪১

'তিনি তাঁকে (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) পরিবারের সদস্যদের নামাযে ইমামতির অনুমতি প্রদান করেন। এবং তার জন্য এক মুআয্যিন নিয়োগ করেন।'

উপর্যুক্ত আপাত-সরল অর্থের ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত কোন আইনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আমাদেরকে কতগুলি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

এক. মসজিদে নববী হতে উম্মু ওয়ারাকার বাড়ির দূরত্ব

উম্মু ওয়ারাকার ইমামতিতে কোন পুরুষ নামায আদায় করতেন কিনা তা যাচাই করতে হলে আমাদেরকে দেখতে হবে তাঁর বাড়ি ও মসজিদে নববীর দূরত্ব কতটুকু ছিল। হাদীস বা ঐতিহাসিক বর্ণনায় এই তথ্যানুসন্ধানের কোন জবাব নেই। উম্মু ওয়ারাকা সম্পর্কে যা জানা যায় তা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও মসজিদে নববী হতে তাঁর বাড়ির দূরত্বের বিষয়ে কিছুই বর্ণিত নেই। তবে উম্মু ওয়ারাকার শাহাদাতের পর 'উমার (রা)-এর মন্তব্য হতে এ বিষয়ে ধারণা করা যায়; 'উমার (রা) বলেছিলেন, 'কি ব্যাপার! আজ খালার তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছি না কেন?' এ বক্তব্য থেকে ধারণা করা যায় উম্মু ওয়ারাকার বাড়ি মসজিদ নববী হতে খুব দূরে ছিল না এবং তিনি দূরত্বের কারণে বাড়িতে নামায পড়ানোর অনুমতি চেয়েছিলেন এমন নয়। বরং তিনি নিজে হাফিযা ছিলেন এবং সম্ভবত 'মহিলাদের জন্য মসজিদে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়' এ হাদীসটি তিনি জানতেন। তাই তিনি নিজ বাড়িতে নামায পড়ানোর অনুমতি চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয়: উম্মু ওয়ারাকার ইমামতিতে কোন পুরুষ কি নামায আদায় করেছিলেন?

ইতিহাস ও হাদীসের গ্রন্থসমূহ এ প্রশ্নের জবাবেও নিরবতা পালন করছে। সুতরাং আনুষঙ্গিকতার ভিত্তিতে ধরে নেয়া (assume) ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রথম বিবেচ্য বিষয়ে দেখা গেছে উম্মু ওয়ারাকার বাড়ি মসজিদে নববীর অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। এমতাবস্থায় কোন সাহাবী মসজিদে নববীতে নামায আদায় না করে উম্মু ওয়ারাকার ইমামতিতে নামায আদায় করবেন তা সুস্থ বিবেচনায় কল্পনাসম্ভব নয়। আবদুল্লাহ ইবনু উম্ম মাকতূম অন্ধ ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে মসজিদে অনুপস্থিত থাকার অনুমতি দেননি:

أن رسول الله استقبل الناس في صلاة العشاء فقال: لقد هممت أني آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله! قد علمت ما بي، وليس لي قائد –زاد أحمد–وأن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا ولا أقدر على قائد كل ساعة. قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فاحضرها. ولم

يرخص له. ولابن حبان من حديث جابر قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأتها ولو حبوا.

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ইশার নামাযে উপস্থিতির দিকে ফিরে বললেনঃ আমার ইচ্ছে হয় যারা নামায আদায় না করে পেছনে রয়ে যায় তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিই। এ-কথা শুনে ইবনু উম্ম মাকতূম বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো জানেন আমার অবস্থা আর আমার কোন পথ প্রদর্শকও নেই-আহমাদ অতিরিক্ত যোগ করেছেন-আমার ও মসজিদের মাঝে খেজুর ও অন্যান্য বৃক্ষের বাগান আছে, আমি সব সময় পথ প্রদর্শকও পাই না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি কি ইকামত শুনতে পাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, নামাযে উপস্থিত হও। তিনি তাঁকে রুখসত দেননি। ইবন হিব্বান জাবিরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি কি আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসবে।[১১৯]

বানূ সালামাহ মসজিদে নববী হতে অনেক দূরে অবস্থান করত। তারা নিজেদের ভিটা পরিবর্তন করে মসজিদে নববীর কাছাকাছি আসতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে বারণ করে বললেন, دياركم ؛ تكتب آثاركم 'নিজেদের বাড়িতে অবস্থান কর; তোমাদের পদক্ষেপসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।' এতে বুঝা যায় অনেক দূর হতে সাহাবীগণ মসজিদে নববীতে নামায আদায় করতে আসতেন। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে নামায আদায় করার সৌভাগ্য-বঞ্চিত হতে চাইতেন না। অতএব এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কোন পুরুষ উম্মু ওয়ারাকার ইমামতিতে নামায আদায় করতেন না। এমনকি এটা মোটেও অসম্ভব নয় যে উম্মু ওয়ারাকার মুআয্যিন আযান দেয়ার পর মসজিদে নববীতে নামায আদায় করতেন।

তৃতীয় বিবেচ্যঃ মদীনায় উম্মু ওয়ারাকার মসজিদ নামে কোন মসজিদ ছিল কিনা?

হাদীস ও ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে মদীনা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় যেসব মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার বিবরণ রয়েছে। ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস 'উমার ইবনু শাব্বাহ অন্যূন ৫০টি মসজিদের নাম উল্লেখ করেছেন, যার বেশিরভাগ মসজিদে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায আদায় করেছেন; কোন কোন মসজিদের নকশাও তিনি এঁকে

---

১১৯ ইবনু হাজর আল-আসকালানী, ফাতহ খ. ২, পৃ. ১৫৬

দিয়েছেন।[১২০] উম্মু ওয়ারাকার মসজিদ নামে কোন মসজিদের নাম সেই তালিকায় পাওয়া যায় না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাঝে মাঝেই তাঁর সাথীদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। সাহাবীদের মাঝে যারা দূরত্ব বা অন্য কোন কারণে মসজিদে যেতে পারতেন না তাঁদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অনুরোধ করতেন, তিনি যেন তাদের বাড়িতে নামায আদায়ের মাধ্যমে একটি স্থান নির্ধারণ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাথীদের অনুরোধ রাখতেন এবং তাঁদের বাড়িতে নামায আদায় করতেন। পরবর্তীতে সাহাবীগণ সেই স্থানে নামায আদায় করতেন। সহীহুল বুখারীতে এই ধরণের একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়:

عن محمود بن الربيع الأنصاري، أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله: يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلّ يا رسول الله في بيتي، مكانا اتخذه مصلى، فجاءه رسول الله فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله.

মাহমূদ ইবনুর রাবী' আল-আনসারী হতে বর্ণিত, 'উতবান ইবনু মালিক অন্ধ ছিলেন, তিনি তাঁর গোত্রের মসজিদে ইমামতি করতেন; তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাঝে মাঝে অন্ধকার ও প্রবল বর্ষণ হয় আর আমি অন্ধলোক; অতএব হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাড়িতে নামায আদায় করুন, (আপনি যে জায়গায় নামায আদায় করবেন সেটিকে) আমি নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার তার বাড়িতে এসে বললেন, আমাকে কোথায় নামায আদায় করতে বল? তিনি একটি জায়গা দেখিয়ে দিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানটায় নামায আদায় করলেন।[১২১]

---

১২০ মদীনা ও এর উপকণ্ঠে স্থাপিত যেসব মসজিদে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায আদায় করেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হচ্ছে: ১. উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে জিরার উপত্যকার ছোট মসজিদ; ২. মসজিদ আল-ফাতহ; ৩. মসজিদ বনী খুদারাহ; ৪. মসজিদ বনী উমাইয়্যা মিনাল আনসার; ৫. মসজিদ জুহাইনা; ৬. মসজিদ বনী 'আমর ইবনু মাবযূল; ৭. মসজিদ দারিন নাবিগা; ৮. মসজিদ বনী আবদিল আশহাল; ৯. মসজিদ বনী আল-হারিছ ইবনিল খাযরাজ; ১০. মসজিদ 'আতিকা; ১১. মসজিদুল কিবলাতাইন; ১২. মসজিদুল ফাদীহ;
যেসব মসজিদের নকশা রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অঙ্কন করেছিলেন তন্মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হচ্ছে: ১. মসজিদু বনী মাযিন; ২. মসজিদ বনী জুহাইনা।
['উমার ইবনু শাব্বাহ, তারিখুল মদীনা, ওয়েব সংস্করণ পৃ. ২৩-৩০]

১২১ সহীহুল বুখারী (কায়রো: দারুত তাকওয়া ২০০১), খ. ১, পৃ. ১৬২

অন্যান্য পুরুষ ও মহিলা সাহাবীর ঘরেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায আদায় করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে; তিনি আশ্-শিফা, বুসরা বিনতে সাফওয়ান, 'আমর ইবনু উমাইয়া আদ্দামরীসহ অনেকের বাসায় নামায আদায় করেছেন।

ইতিপূর্বে জানা গেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে কালেভদ্রে উম্মু ওয়ারাকার বাড়িতে যেতেন; কিন্তু মিশ্রলিঙ্গের নামায আদায়ের জন্য তাঁর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নামায আদায়ের জন্য উম্মু ওয়ারাকা অনুরোধ করেছেন- এমন তথ্য কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় না। উম্মু ওয়ারাকার বাড়িতে যদি মিশ্রলিঙ্গের নামায আদায়ের জন্য মসজিদ স্থাপিত হত তবে অবশ্যই তিনি সে মসজিদে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নামায আদায়ের জন্য অনুরোধ করতেন।

মহিলা সাহাবীগণ গৃহস্থালীর কাজের বাইরে অনেক সামাজিক ও রাষ্ট্রীক কাজে অংশগ্রহণ করতেন; যেমন, তারা যুদ্ধে গমন করতেন, শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখতেন এবং তাঁদের এসব কর্মকাণ্ড ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। কোন মহিলা সাহাবী যদি সম্মিলিত নামাযে ইমামতি করতেন তবে তা কিছুতেই ইতিহাস ও হাদীসের গ্রন্থে উপেক্ষিত হত না।

উপর্যুক্ত বিবেচ্যসমূহ সামনে রাখলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে উম্মু ওয়ারাকা মিশ্রলিঙ্গের নামাযে ইমামতি করতেন না। মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ উম্মু ওয়ারাকার হাদীসকে মহিলাদের নামাযে মহিলাদের ইমামতির দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইবনুল হুমাম আল-হিদায়া-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল কাদীরে মহিলাদের নামাযে মহিলাদের ইমামতির বৈধতা প্রমাণে উম্মু ওয়ারাকার হাদীসের দ্বারস্থ হয়েছেন। বাজলুল মাজহূদ প্রণেতা أهل دارها এর ব্যাখ্যা করেছেন نساء المحلة বলে।

এখানে আরেকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মু ওয়ারাকার অনুরোধে একজন বয়োবৃদ্ধ পুরুষ মুয়ায্যিন নিয়োগ দেন। এতে অনুমিত হয় মহিলাদের জন্য উচ্চৈস্বরে আযান দেয়া বৈধ নয়। যার জন্য আযান দেয়া বৈধ নয় তার জন্য সম্মিলিত মুসল্লির নামাযে ইমামতি করাও হারাম।

উম্মু ওয়ারাকা ঘরের মসজিদে কোন পুরুষের ইমামতি করেননি। এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে জুম'আর জামা'আতে নারীর ইমামতির বৈধতা কীভাবে সাব্যস্ত করা যাবে?

ইসলামের নামায খৃস্টবাদের প্রার্থনার মত কিছু সঙ্গীত-সমষ্টি নয়। নামাযে ওঠা-বসা-রুকূ'-সিজদাসহ অনেক কাজ রয়েছে যাতে শারীরিক নড়াচড়ার প্রয়োজন হয়। নামাযের উদ্দেশ্য হল কায়মনোবাক্যে ও একাগ্রচিত্তে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। সবিনয় মনোযোগে নামায আদায়ের জন্য ইসলামে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অপরিচিত নারী-পুরুষের পারস্পরিক স্পর্শে চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক ও

জৈবিক বিষয়। মিথ্যাবাদী ছাড়া কেউ এটি অস্বীকার করতে পারে না। এ ধরণের চিত্তচাঞ্চল্য নামাযে মনোযোগ সৃষ্টি ও কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণের পরিবেশে বিঘ্ন ঘটায়। তদুপরি কবীরা গোনাহ্ তথা প্রাক-যিনার সুযোগ সৃষ্টি করে, যা ইবাদাতের নামে অনাসৃষ্টির নামান্তর। তাই একই কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারী-পুরুষের নামায আদায় কিংবা সামনে দাঁড়িয়ে নারীর ইমামতির অনুমতি দেয়া হয়নি। এটি নারীত্বের অবমূল্যায়ন নয়, মহিলাদেরকে পেছনে ঠেলে দেয়াও নয়। বরং আল্লাহ্র নির্ভুল প্রজ্ঞার নিদর্শন।

তৃতীয় মত

আধুনিক যুগের 'আলিমগণের একাংশ তৃতীয় একটি ধারা অবলম্বন করেছেন। আল-কারযাভীসহ একদল য়ুরোপ প্রবাসী 'আলিম বলেন, কোন মহিলা যদি উপস্থিত পুরুষদের চেয়ে কুরআন অধ্যয়নে অধিক পারঙ্গম হন তবে তিনি পরিবারের নারী ও মাহরাম পুরুষ সদস্যদের নামাযে ইমামতি করতে পারবেন। এঁরা উম্মু ওয়ারাকা (রা)-এর হাদীসের আভিধানিক অর্থের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে أهل বলতে নারী-পুরুষ উভয়কে বুঝায় আর دارها বলতে শুধু উম্ম ওয়ারাকার বাড়ি বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু ওয়ারাকাকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কেবল তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামাযে ইমামতির অনুমতি দিয়েছিলেন। অতএব কুরআন তিলাওয়াতে পারদর্শী কোন মহিলা তাঁর পরিবারের মাহরাম পুরুষ সদস্যদের নামাযে ইমামতি করতে পারবেন। এতে চিত্তচাঞ্চল্যের কারণে নামাযে মনোযোগে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনাও থাকে না।[১২২]

অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিমগণ আল-কারযাভীর এই অভিমত প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বিন বাযের মন্তব্য

বিন বায (রহ.) ও তাঁর পরিষদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিলোঃ কোন মহিলা যদি পরিবারের সবার চেয়ে ইসলামী জ্ঞান ও কুরআন তিলাওয়াতে অধিক পারদর্শী হন তার পক্ষে তার স্বামী ও পরিবারের মাহরাম পুরুষদের নামাযে ইমামতি করা বৈধ হবে কি? জবাবে বিন বায ও তাঁর পরিষদ বলেনঃ

المكلفون من أهل هذه المرأة يجب عليهم أن يصلوا في المسجد جماعة مع جماعته ولا يجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه خلفاء رسول الله وأصحابه من بعده وأخذ به

১২২http://islamonline.net/servlet/satellite?cid=1119503549588&pagename=islamonline-english-Ask_scholar/ftwE/fatwaeasktheschola r

السلف الصالح من بعدهم، وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد لعموم قوله مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر

'এই মহিলার পরিবারের পুরুষ সদস্যদের মাঝে যারা সাবালক তাদের ওপর মসজিদে গিয়ে জামা'আতে নামায আদায় করা ওয়াজিব। শর'ঈ ওযর ছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের জামা'আত তরক নাজায়েজ। আল-কুরআন, কার্যমূলক ও বাচনিক সুন্নাহ এই বক্তব্য সমর্থন করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালিফাগণ এবং সাহাবায়ে কিরাম এ নির্দেশনা অনুসরণ করেছেন, পরবর্তীতে পুণ্যবান পূর্বসূরিরাও তা গ্রহণ করেছেন। ঐ মহিলার পরিবারের যারা সাবালক হয়নি তাদের অবিভাবকের দায়িত্ব হল তাদেরকে মুসলিমদের জামা'আতের সাথে মসজিদে জামা'আতে নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া; যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছরে নামাযের নির্দেশ দাও আর দশ বছরে নামাযের জন্য শাসন কর।[১২৩]

নারীর ইমামতি সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনার সারমর্ম:

- ❖ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন মহিলাকে নারী-পুরুষের সম্মিলিত নামাযে ইমামতির অনুমতি দেননি।
- ❖ তাই ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম ও মুজতাহিদ এ বিষয়ে একমত যে, ফরয বা নফল বা তারাবীহ কোন স্তরের নামাযে পুরুষ মুসল্লির সামনে নারীর ইমামতি বৈধ নয়।
- ❖ হাতেগোণা চার/পাঁচজন মনীষী নারী-পুরুষের সম্মিলিত নামাযে নারীর ইমামতির বৈধতা দিয়েছেন বলে দাবী করা হয়। নিরপেক্ষ পর্যালোচনায় দেখা যায় তাঁরাও নারী-পুরুষের সম্মিলিত ফরয নামাযে নারীর ইমামতির বৈধতা দেননি।
- ❖ হাম্বলী মাযহাবের কয়েকজন 'আলিম, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নফল/তারাবীহ নামাযে নারীর ইমামতি বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এঁরা উম্মু ওয়ারাকার হাদীসকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ওপরের আলোচনায় দেখা গেছে উম্মু ওয়ারাকার হাদীসের ভিত্তিতে নারী-পুরুষের সম্মিলিত নফল/তারাবীহ নামাযে নারীর ইমামতির বৈধতা সাব্যস্ত করা যায় না।

---

১২৩ বিন বায ও তাঁর পারিষদ, ফাতওয়া, খ. ৭, পৃ. ৩৯১, ফাতওয়া নং ২৪২৮

❖ কোন মহিলা জুম'আর খুতবা দিয়েছেন বা ওয়াক্তিয়া নামাযে মসজিদে গিয়ে ইমামতি করেছেন-প্রায় দেড় হাজার বছরের ইসলামের ইতিহাসে এর কোন নজির নেই। ইমাম ও মুজতাহিদগণের কেউ কখনো নারীর ইমামতিতে জুম'আর নামায আদায় বা খুতবা প্রদান বৈধ বলে মত প্রকাশ করেননি।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল মিশ্র-লিঙ্গের নামাযে নারীর ইমামতি বৈধ নয়। এখন মহিলাদের মসজিদে গমন নিয়ে আলোচনা করা হবে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় মসজিদে নারীর কোন স্থান নেই অর্থাৎ মহিলারা মসজিদে যায় না এবং হাতেগোণা দুয়েকটি মসজিদ ছাড়া অধিকাংশ মসজিদে তাঁদের জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থা নেই। মহিলাদের মসজিদে গমণে এই অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা কেন? এর পেছনে কোন শরী'আহ-ভিত্তি আছে কি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা, সাহাবায়ে কিরামের অনুশীলন ও ইমামগণের মতামতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে।

মসজিদে নারীর স্থান

ফিকহ-এর গ্রন্থসমূহে মসজিদে নারীর উপস্থিতির বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে; কোন কোন ক্ষেত্রে তা হাদীস পরিপন্থি বলে মনে হতে পারে। বাংলাদেশসহ অধিকাংশ মুসলিম দেশের প্রচলন হিসেবে যা দেখা যায় তাতে মসজিদে নারীর স্থান খুবই সংকীর্ণ বলে মনে হয়। বেশির ভাগ মসজিদে মহিলাদের নামায আদায়ের কোন ব্যবস্থা নেই। কোন কোন মসজিদে থাকলেও তা খুবই অপ্রতুল।

ইমামগণের অভিমত

ক. হানাফী মাযহাব

ويكره لهن حضور الجماعات يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة، ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء، وهذا عند أبي حنيفة- وقالا: يخرجن في الصلوات كلها، لأنه لا فتنة لقلة الرغبة إليها فلا يكره كما في العيد، وله أن فرط الشبق حامل، فتقع الفتنة، غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة، وأما في الفجر والعشاء فهم نائمون، وبالمغرب بالطعام مشغولون، والجبانة متسعة فيمكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره.

যুব মহিলাদের মসজিদে উপস্থিত হওয়া মাকরুহ, কারণ এতে ফিতনার ভয় রয়েছে। তবে ফজর, মাগরিব ও 'ইশার নামাযে বৃদ্ধার উপস্থিত হওয়ায় কোন অসুবিধা নেই। এটি আবু হানীফা (রহ.)-এর অভিমত। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, বৃদ্ধা

সকল ওয়াক্তে মসজিদে যেতে পারবে। কারণ তার প্রতি আগ্রহের কমতির কারণে ফিতনার আশঙ্কা নেই-যেমন ঈদের নামাযে বৃদ্ধার উপস্থিতি মাকরূহ নয়। আবু হানিফার যুক্তি হল, কামাসক্তির আধিক্য প্ররোচনা দেয়; অতএব [বৃদ্ধার ক্ষেত্রেও] ফিতনার আশঙ্কা থাকে। তবে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা দুপুর ও বিকেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। ফজর ও 'ইশার সময় তারা ঘুমিয়ে থাকে আর মাগরিবে থাকে পানাহারে ব্যস্ত। অপরদিকে 'ঈদের সময় ঈদগাহ প্রশস্ত বলে মহিলারা পুরুষদের কাছ থেকে নিরাপদে থাকতে পারে। আর তাই তা মাকরূহ হতে পারে না।[১২৪]

ইমামগণ তাঁদের যুগ-কাল-প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। অন্যথায় মহিলাদেরকে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়েছে। নিরাপত্তা পরিস্থিতি আগের চাইতে খারাপ হওয়া এবং ফিতনা সৃষ্টির আশঙ্কা আগের চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও ইমামত্রয়ের যুক্তি সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয়া যায় না। নিরাপত্তা বেশি থাকায় ইমাম আবু হানীফা (রহ.) রাতে ও প্রত্যুষে বৃদ্ধাকে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর যুগে সম্ভবত অসৎ প্রকৃতির লোকেরা 'ইশা ও ফজরের সময় নিদ্রামগ্ন থাকত। বর্তমানে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা 'ইশার সময় নিদ্রা গমন করে না, মাগরিবে আহারে ব্যস্ত থাকে না আর ফজরে অধিকাংশ লোক নিদ্রামগ্ন থাকলেও ছিনতাইকারীদের একদল নিজেদের দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকে। জুহর ও আসরের সময় বরং রাস্তাঘাটে জনাধিক্যের কারণে নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নত থাকে। মসজিদে উপস্থিত হতে চাইলে মহিলাদেরকে বারণ করতে নিষেধ করেছেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এতদসত্ত্বেও ইমামগণ বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। সম্ভবত আয়িশা (রা)-এর উক্তি এ ক্ষেত্রে তাঁদেরকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে: 'রমণীরা এ যুগের যে সাজগোজের সমাহার ঘটিয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা দেখলে তাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করতেন।' তাছাড়া হাদীসে রয়েছে যে, 'মহিলাদের জন্য বাড়িতে নামায পড়া মসজিদে নামায পড়ার চাইতে উত্তম।'

খ. শাফি'ঈ মাযহাব

يكره للمرأة حضور الجماعة مطلقا في الجمعة وغيرها إن كانت مشتهاة، ولو كانت في ثياب رثة، ومثلها غير مشتهاة إن كانت تزينت وتطيبت، فإن كانت عجوزا وخرجت في أثواب رثة، ولم تضع عليها رائحة عطرية، ولم يكن للرجال فيها غرض فإنه يصح لها أن تحضر الجمعة بدون كراهة؛ على أن ذلك مشروط بشرطين: الأول: أن يأذن لها وليها بالحضور سواء كانت شابة أو عجوزا فإن لم

---

১২৪ আল-'আইনী, আল-বিনায়া (হিদায়াসহ), খ. ২, পৃ. ২৫৫

يإذن حرم عليها، الثاني: أن لا يخشى من ذهابها الجماعة افتتان أحد بها، وإلا حرم عليها الذهاب.

জীর্ণ পোষাক পরিধান করলেও যুব মহিলার জন্য জুম'আ বা অন্য জামা'আতে উপস্থিত হওয়া মাকরূহ। বৃদ্ধারা সেজেগুঁজে আর সুগন্ধি ছড়িয়ে বের হলে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। বৃদ্ধা যদি জীর্ণ জামা পরিধান করে আতর না মেখে বের হন আর তার প্রতি পুরুষের কোন গরজ না থাকে তবে সে জুম'আ ও অন্যান্য জামা'আতে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে এতে দুটো শর্ত রয়েছে: ওলীর অনুমতি লাগবে বৃদ্ধা হলেও, অনুমতি না থাকলে হারাম হবে। দুই: তার জামা'আতে যাওয়ায় কারো সম্মোহিত হওয়ার আশঙ্কা যেন না থাকে। যদি তা হয় তবে তা হারাম হবে।[১২৫]

গ. হাম্বলী মাযহাব

ويباح لهن حضور الجماعة مع الرجال لأن النساء كن يصلين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قالت عائشة: (كان النساء يصلين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس) متفق عليه وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات يعنى غير متطيبات)

মহিলাদের জন্য জামা'আতে হাজির হওয়া মুবাহ (বৈধ)। কারণ মহিলারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে নামায আদায় করতেন। আয়িশা (রা) বলেন, মহিলারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে নামায আদায় করতেন তারপর চাদর পেঁচিয়ে ফিরতেন, অন্ধকারের জন্য তাঁদেরকে চেনা যেত না। [মুত্তাফাকুন আলাইহি] নবী বলেছেন, আল্লাহ্‌র বাঁদীদেরকে আল্লাহ্‌র মসজিদে গমণে বাধা দিয়ো না। তবে তারা যেন সুগন্ধি না মেখে বের হয়।[১২৬]

মাযহাবসমূহের মতামত পর্যালোচনায় দেখা যায় নামায আদায়ে বের হয়ে ফিতনা সৃষ্টির বিষয়ে তারা খুবই সচেতন ছিলেন। জামা'আতে হাজির হওয়া মুবাহ বিষয়, তা করতে গিয়ে ফিতনা সৃষ্টির মত বিপর্যয়কর বিষয় যেন সংঘটিত না হয় সে বিষয়ে তাঁরা খুবই সচেতন ছিলেন।

তবে বহুল-অনুসৃত মাযহাবের বাইরে কিছু মুজতাহিদের নাম পাওয়া যায় যাঁরা মহিলাদেরকে মসজিদে গমণের অনুমতি দিয়েছেন। ইবনু হাযমের মতে নামায

---

১২৫ আল-জাযীরী, কিতাবুল ফিকহ 'আলাল মাযাহিবিল 'আরবা'আহ খ. ১, পৃ. ৩৪৯
১২৬ ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, খ. ২, পৃ. ১৮৮

আদায়ের জন্য মহিলাদের মসজিদে যাওয়া বৈধই নয়, বরং ঘরে নামায আদায়ের চাইতে তা উত্তম:

٣٢١ مسألة: ولا يحل لولي المرأة ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد، إذا عرف أنهن يردن الصلاة ولا يحل لهن أن يخرجن متطيبات ولا في ثياب حسان، فإن فعلت فليمنعها، وصلاتهن في الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات

৩২১ মাসআলা- যদি জানা যায় মহিলারা নামায আদায়ের জন্য বের হয় তবে মহিলার অভিভাবক বা দাসীর মনিবের জন্য তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দেয়া জায়েজ নয়। তবে সুগন্ধি ব্যবহার করে এবং সুন্দর পোষাকে পারিপাট্যের সাথে মসজিদে যাওয়া মহিলাদের জন্য জায়েজ নয়। তারা যদি তা করে তবে অভিভাবক নিষেধ করবেন; আর মহিলাদের জন্য মসজিদে জামায়াতে নামায আদায় করা একাকী নামাযের চাইতে উত্তম।[১২৭]

মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার বৈধতা-অবৈধতার বিষয়ে চূড়ান্ত বক্তব্য প্রদানের আগে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মনীতি পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।

মহিলাদের মসজিদে গমণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে নারীরা মসজিদে জামা'আতে নামায আদায় করতেন:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে নারীরা তাঁরই পেছনে মসজিদে নববীতে তাঁর ইমামতিতে নামায আদায় করতেন; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত পর্যন্ত এ অনুশীলন অব্যাহত ছিল। ন্যায়বান খালিফাদের যুগেও এ ব্যবস্থা বহাল ছিল। তবে হযরত 'উমার (রা) মহিলাদের মসজিদে প্রবেশের জন্য পৃথক দরজার ব্যবস্থা করেন। *সহীহুল বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম*সহ হাদীসের প্রায় সব গ্রন্থে এ সংক্রান্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

عن عائشة: لقد كان رسول الله يصلى الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن، ما يعرفهن أحد.

'আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজর নামায আদায় করতেন, তাঁর সাথে মু'মিন নারীরা চাদর পেঁচিয়ে নামায আদায় করতেন, তারপর তাঁরা ফিরতেন, তাঁদেরকে কেউ চিনতে পারত না।' এ হাদীসটি কেবল *সহীহুল বুখারী*তে কমপক্ষে তিনটি অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে। 'আয়িশার (রা) তিন

---

১২৭. ইবনু হাযম, *আল-মুহাল্লা*, খ. ৩, পৃ. ১২৯

ছাত্র-'উরওয়া, 'আমরা ও আল-কাসিমের সূত্রে আল-বুখারী হাদীস তিনটি বর্ণনা করেছেন।[১২৮]

অনেক সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায দীর্ঘ করতে চাইতেন; কিন্তু তিনি তা সংক্ষিপ্ত করতেন পাছে শিশুর কান্নায় নামাযে উপস্থিত তার মা অস্থির হয়ে পড়ে।

عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، عن أبيه، قال: قال رسول الله إني لأقوم إلى الصلاة، وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي؛ كراهية أن أشق على أمه.

আবদুল্লাহ ইবনু আবি কাতাদা তদীয় পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি নামাযে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘ করতে চাই; কিন্তু শিশুর কান্না শুনে আমার নামায সংক্ষিপ্ত করি, পাছে তার মায়ের কষ্ট হয়।

আল-বুখারী সালাত অধ্যায়ে চারটি স্থানে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন, দু'টি আবু কাতাদা (রা) হতে আর দু'টি আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে।[১২৯] আত-তিরমিযীসহ অনেক সংগ্রাহকও হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।[১৩০]

প্রথমদিকে মুসলিমরা নিদারুণ অনটনে ছিলেন। এমনকি তাঁদের অনেকের দু'প্রস্থ কাপড়ও ছিল না। এজন্য অনেককে এক প্রস্থ কাপড় কোনমতে পেঁচিয়ে নামায আদায় করতে হত। পুরুষরা সামনে ও মহিলারা পেছনে নামায আদায় করতেন। মহিলাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল পুরুষরা সিজদা হতে পূর্ণরূপে মাথা তোলার পর যেন তারা মাথা ওঠায়:

عن سهل بن سعد قال: كان الناس يصلون مع النبي وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.

সাহল ইবনু সা'দ (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে লোকজন নামায আদায় করত, সংক্ষিপ্ত হওয়ায় তারা তহবন্দ ঘাড়ে বাঁধতেন। আর তাই মহিলাদেরকে বলা হলঃ তোমরা মাথা তুলবে না যতক্ষণ না পুরুষরা সোজা হয়ে

১২৮. *সহীহুল বুখারী*, 'কিতাবুস সালাতঃ বাব ফি কাম তুসাল্লিল মারআতু ফিস ছিয়াব' খ. ১, পৃ. ৯৯; 'বাব ইনতিযারুন নাসি কিয়ামাল ইমামিল 'আদিল, খ. ১, পৃ. ২০৮; বাবু সুর'আতি ইনসিরাফিন নিসাই মিনাস সুবহ, খ. ১, পৃ. ২০৮; *আল-মুহাল্লা*, খ. ৩, পৃ. ১৩০-১৩১

১২৯. *সহীহুল বুখারী*, 'কিতাবুস সালাতঃ বাবু মান আখাফ্ফা 'ইনদা বুকাইস সাবিয়্যি', খ. ১, পৃ. ১৭২; বাবু ইনতিযারিন নাসি কিয়ামাল ইমামিল 'আদিল, খ. ১, পৃ. ২০৮

১৩০. সুনানুত-তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ২৩৪

আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন। মুসলিমও সামান্য শব্দভেদসহ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।[১৩১] কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় মহিলাদেরকে দেরীতে মাথা তোলার নির্দেশ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই দিয়েছিলেন।[১৩২] এ হাদীস থেকে যেমন এটা প্রমাণিত হয় যে, মহিলারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে মসজিদে জামা'আতে নামায আদায় করতেন, তেমনি এটাও প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের কাতার পুরুষের কাতারের পেছনে ছিল।

মসজিদে জামা'আতে ফরয নামায আদায়ের পর মহিলারা খুব দ্রুত বাসায় ফিরতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করতেন যাতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা রোধ করা যায়:

عن أم سلمة قالت: كان رسول الله إذا سلم، قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال.

উম্মু সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সালাম ফিরাতেন মহিলারা ওঠে দাঁড়াতো, দাঁড়ানোর আগে তিনি নিজ স্থানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। যুহরী বলেন, আমরা মনে করি-আল্লাহ আরো ভাল জানেন-তিনি এজন্য তা করতেন যেন বাসায় ফেরার আগে মহিলাদেরকে কোন পুরুষ নাগাল না পায়।

সহীহুল বুখারীর অন্যূন চারটি স্থানে হাদীসটি উল্লেখিত হয়েছে। নবীপত্নি উম্মু সালামাহ (রা) হতে তাঁর বান্ধবী হিন্দ বিনত আল-হারিছ আল-ফিরাসিয়্যা আল-কুরাশিয়্যা'র সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। باب صلاة النساء خلف الرجال [অনুচ্ছেদ: পুরুষের পেছনে নারীর নামায] নামে আল-বুখারী দু'টি অনুচ্ছেদ-শিরোনাম করেছেন; দু'অনুচ্ছেদেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।[১৩৩]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মহিলারা 'ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করতেন।

---

১৩১ সহীহুল বুখারী, 'কিতাবুস সালাত: বাবু 'আকদিছ ছিয়াবি ওয়া শাদ্দিহা ওয়া মান দাম্মা ইলাইহি ছাওবাহু ইযা খাফা আন তুকশাফু 'আওরাতাহু, খ. ১, পৃ. ১৯৭; সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত: বাবু আমরিন নিসাইল মুসাল্লিয়াতি ওরাআর রিজালি.., খ. ১, পৃ. ৩৩৭

১৩২ عن جابر عن رسول الله قال: يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن ابصاركن، لا ترين عورات الرجال من ضيق الازر [আল-মুহাল্লা খ. ৩, পৃ. ১৩১]

১৩৩ সহীহুল বুখারী, 'কিতাবুস সালাত: বাবু মাকছিল ইমাম ফি আল-মুসাল্লা বা'দাস সালাম,' খ. ১, পৃ. ২০৪; বাবু ইনতিযারিন্নাস কিয়ামাল ইমামিল 'আদিল, খ. ১, পৃ. ২০৭; বাবু সালাতিন নিসা খালফার রিজাল, খ. ১, পৃ. ২০৮; বাবু সালাতিন নিসা খালফার রিজাল, খ. ১, পৃ. ২০৯

عن جابر بن عبد الله: قام النبي يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ، نزل فأتى النساء، فذكرهن وهو يتكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه، يلقي فيه النساء الصدقة، قلت لعطاء، زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ، تلقي فتخها ويلقين، قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه.

'জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'ঈদুল ফিতর-এর দিন নবী করিম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, প্রথমে নামায আদায় করলেন, তারপর খুতবা দিলেন। ভাষণ শেষে মিম্বর থেকে নেমে তিনি মহিলাদের কাছে আসলেন, অতঃপর তাদেরকে উপদেশ দিলেন, এ সময় তিনি বেলালের হাতে ভর দিয়ে ছিলেন আর বেলাল কাপড় মেলে ধরেছিলেন যাতে নারীরা সাদাকাহ ঢেলে দিচ্ছিলেন। আমি [ইবনু জুরাইজ] 'আতাকে বললাম: [মহিলারা কি] সাদকায়ে ফিতর [আদায় করছিলেন]? 'আতা বললেন: না, এটি ছিল ঐ সময়ে দানকৃত বিশেষ সাদাকাহ; রমণীরা নিজেদের আংটি খুলে দিচ্ছিলেন। আমি বললাম: বর্তমানে ইমামের কি উচিত হবে মহিলাদেরকে উপদেশ দেয়া? তিনি বললেন: এটি তাদের কর্তব্য, কেন তারা তা করবে না?[১৩৪]

আল-বুখারী সালাত অধ্যায়ে এ হাদীসটি কমপক্ষে ছয়টি স্থানে উল্লেখ করেছেন। চারটি ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বাকী দু'টি জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রা) হতে।[১৩৫]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে নারীরা 'ঈদের নামাযে অংশ গ্রহণ করতেন। মহিলাদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দ্বিতীয়বার বিশেষ ভাষণ প্রদান করেছেন। এতে প্রমাণিত মহিলারা পুরুষদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে কিছুটা দূরত্বে অবস্থান করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঋতুবতী নারীদেরকেও ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন।

عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع رسول الله ثنتي عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى، فقالت: أعلى إحدانا بأس-إذا لم يكن لها جلباب-أن لا تخرج؟ فقال:

---

১৩৪ সহীহুল বুখারী, 'কিতাবুস সালাত: বাবু মাউ'ইযাতিল ইমামিন নিসাআ ইয়াওমাল 'ঈদ, ক. ১, পৃ. ২৩৪

১৩৫ সহীহুল বুখারী, 'কিতাবুস সালাত: বাবুল মাশয়ি ওয়ার রুকুবি ইলাল 'ঈদ, খ. ১, পৃ. ২৩০; বাবুল খুতবাতি বা'দাল 'ঈদ, খ. ১, পৃ. ২৩১; বাবুল 'আলামিল্লাজি বিল মুসাল্লা, খ. ১, পৃ. ২৩৪

لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي- وقلما ذكرت النبي إلا قالت: بأبي- قال: ليخرج العواتق وذوات الخدور-أو قال العواتق وذوات الخدور، شك أيوب-والحيض ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات، وتشهد كذا وتشهد كذا؟

সীরীন-তনয়া হাফসা বলেন: আমরা আমাদের মেয়েদেরকে 'ঈদের দিন বের হতে বারণ করতাম। একবার এক মহিলা এসে বনী খালাফ-এর প্রাসাদে[১৩৬] ওঠলেন। তিনি বর্ণনা করলেন যে তার ভগ্নিপতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বারোটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তন্মধ্যে ছয়টি যুদ্ধে তাঁর বোন স্বামীর সাথে ছিলেন। তিনি [আগন্তুক মহিলার বোন] বলেন: আমরা রোগীদের দেখাশোনা করতাম আর আহতদের সেবা করতাম। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন[১৩৭]: আমাদের কারো যদি জিলবাব [বড় চাদর] না থাকে, তার বের না হওয়ায় কি কোন অসুবিধা আছে? তিনি বললেন: তার সঙ্গিনী যেন স্বীয় চাদর দিয়ে বান্ধবীকে ঢেকে নেয়। তাদের [মহিলাদের] উচিত কল্যাণময় কাজ ও মু'মিনদের দু'আ'র স্থানে উপস্থিত থাকা। হাফসা বলেন, উম্মু 'আতিয়্যা যখন আসলেন আমি তাঁর কাছে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এই ব্যাপারে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমার পিতা উৎসর্গিত হোক-উম্মু আতিয়্যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামোচ্চারণ করলেই বলতেন তাঁর জন্য আমার পিতা উৎসর্গিত হোক- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: সাবালিকা তরুণী ও পর্দানশীনরা [অথবা সাবালিকা পর্দানশীন তরুণীরা, আইয়ুব সন্দেহ করেছেন] এবং ঋতুবতী রমণীরা যেন বের হয়; তবে ঋতুবতীরা নামাযের স্থান হতে দূরে থাকবে। তারা যেন কল্যাণের কাজ ও মু'মিনদের দু'আর স্থলে হাজির হয়। হাফসা বলেন: আমি তাকে বললাম: ঋতুবতীরাও? তিনি বললেন: হ্যাঁ, কেন নয়? ঋতুবতী নারী কি আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হয় না? তারা কি এটাতে-ওটাতে যায় না?[১৩৮] [যেমন মুযদালিফা, মিনায় অবস্থান]

---

১৩৬ বসরাস্থ একটি প্রাসাদ, তালহা ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু খালাফ আল-খুজা'ঈ এর প্রতি সম্পর্কিত হওয়ায় এটিকে বনী খালাফ এর প্রাসাদ বলা হয়। এই তালহা সিজিস্তানের আমীর ছিলেন। [ইবনু হাজর, ফাতহ, খ. ১, পৃ. ৫১৪]

১৩৭ অন্য বর্ণনায়: فسألت أختي النبي

১৩৮ সহীহুল বুখারী, কিতাবুল হাইয: বাবু শুহূদিল হায়িযিল 'ঈদাইন, খ. ১, পৃ. ৮৪; কিতাবুস সালাত: বাবু খুরূযিন নিসা ওয়াল হুয়্যাজ ইলাল মুসাল্লা, খ. ১, পৃ. ২৩৩; বাবুন ইযা লাম ইয়াকুন লাহা জিলবাবুন ফিল 'ঈদ, খ. ১, পৃ. ২৩৫; বাবু ই'তিযালিল হুয়্যাযিল মুসাল্লা, খ. ১, পৃ. ২৩৫;

প্রথম যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর নৈতিক মানের অবনতির কারণে অনেকে রমণীদেরকে 'ঈদে বা অন্যান্য উৎসবে বের হতে বারণ করতেন। তবে সে সময় যেসব সাহাবী (রা) বেঁচে ছিলেন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কর্মপন্থা অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন এবং মহিলাদেরকে নামাযে ও ঈদে গমণে বারণ করতে নিষেধ করতেন। এই হাদীসে দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনে বান্ধবী বা বোনের কাছ থেকে চাদর ধার নিয়ে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ হাদীসে বেশ কিছু নির্দেশনা পাওয়া যায়ঃ বড় চাদরে শরীর আবৃত না করে মহিলাদের বের হওয়া নিষেধ। 'ইবাদাত ও কল্যাণময় কাজে নারীদের অংশগ্রহণ করা উচিত। ঋতুবতী নারীদের অচ্ছুত করার ইহুদি রীতি ইসলাম সমর্থন করে না। মসজিদে প্রবেশ করা ব্যতিত অন্য সব স্থানে তারা যেতে পারে; কল্যাণময় কাজের স্থান, যিকর, ও জ্ঞানার্জনের আসরে যেতে তাদের কোন বাধা নেই।

অধিকাংশ 'আলিমের মতে ঈদগাহে বের হতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই নির্দেশ অবশ্য-পালনীয় নয়। এটি মনদুব বা উত্তম। ইসলামের শি'আর বা নিদর্শন প্রকাশ করা, সমাবেশ বড় করা ও বরকত হাসিলের জন্য ঋতুবতী রমণীসহ সবাইকে ঈদগাহে গমণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যথায় ঋতুকালে নামায ওয়াজিব নয়। তেমনিভাবে ঋতুবতীদেরকে দূরে থাকার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাও অবশ্য-পালনীয় নয়। কারণ ঈদগাহ মসজিদ নয়; নামাযের কাতারের বাইরে ঈদগাহের মধ্যে তাঁদের অবস্থান করতে কোন অসুবিধা নেই।

মহিলারা মসজিদে যেতে চাইলে তাদেরকে বারণ করা যাবে না; তবে তারা সুগন্ধি মেখে সৌন্দর্য ও সুবাস ছড়িয়ে মসজিদে যেতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশনা দিয়েছেন, মসজিদে যেতে চাইলে মহিলাদেরকে বাধা দেয়া যাবে না। কারণ নারীরা আল্লাহ্‌র বাঁদী আর মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর; আল্লাহর ঘরে তাঁর বাদীদেরকে যেতে বারণ করা উচিত নয়। তবে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন, তারা যেন সুগন্ধি মেখে সৌন্দর্য ছড়িয়ে মসজিদে না যায়। কারণ এতে ইবাদাত-এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পণ ও কাকুতি-মিনতি করার পরিবেশ বিনষ্ট হবে। এ সংক্রান্ত ভিন্ন শব্দের ও কাছাকাছির অর্থের বেশ কিছু হাদীস নানা গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে:

إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها

তোমাদের কারো স্ত্রী [মসজিদে গমণের] অনুমতি চাইলে সে যেন বাধা না দেয়।[১৩৯]

إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها

---

১৩৯ সহীহুল বুখারী, কিতাবুস সালাতঃ বাবু ইসতিযানিল মারআতি যাওযাহা বিল খুরূজি ইলাল মসজিদ, খ. ১, পৃ. ২০৯

তোমাদের কারো স্ত্রী যদি মসজিদে গমণের অনুমতি চায় তবে সে যেন তাকে মানা না করে।[১৪০]

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله

আল্লাহ্র বাঁদীদেরকে আল্লাহ্র মসজিদে গমণে বাধা দিয়ো না।[১৪১]

আরেক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদেরকে মসজিদে গমণের অধিকার হতে বঞ্চিত করতে নিষেধ করেছেন:

لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم

'মহিলারা তোমাদের কাছে অনুমতি চাইলে তাদেরকে মসজিদে গমনের অধিকার হতে বারণ করো না।[১৪২]

ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد.

মহিলাদেরকে রাতে মসজিদে গমণের অনুমতি দাও।[১৪৩]

ইবনু হাজর বলেন, রাতে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে। রাতেই যদি মহিলাদেরকে মসজিদে গমণের অনুমতি দেয়া হয় দিনে কোন বাধা থাকার প্রশ্নই আসে না। হানাফীগণ দুষ্ট লোকদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার অজুহাতে মহিলাদেরকে বারণ করার যে মত প্রকাশ করেন তা যুক্তিযুক্ত নয়। রাতের আঁধারে অঘটন ঘটার যে আশঙ্কা থাকে দিনে বহু লোকের উপস্থিতির কারণে তা কম থাকে।

মহিলাদের মসজিদে গমণ পছন্দ না করলেও 'উমার (রা) তাঁর স্ত্রীকে মসজিদে যেতে বারণ করেননি।

দ্বিতীয় খালীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মহিলাদের মসজিদে যাওয়া পছন্দ করতেন না; কিন্তু তাঁর স্ত্রী 'আতিকা নামায আদায়ে মসজিদে যেতেন। অপছন্দনীয় হওয়ার পরও 'উমার (রা) তাঁর স্ত্রীকে বাধা দেননি। কারণ তিনি নিজের পছন্দ-অপছন্দের ওপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অভিপ্রায়কে অগ্রাধিকার দিতেন।

عن نافع عن ابن عمر كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.

নাফি', ইবনু 'উমার (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, 'উমার (রা)-এর এক স্ত্রী ফজর ও 'ইশার জামা'আতে মসজিদে হাজির হতেন। তাকে বলা হল: তুমি কেন বের হও অথচ

---

১৪০ সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত: বাবু খুরুজিন নিসাই ইলাল মাসাজিদ, খ. ১ পৃ. ৩৩৮

১৪১ প্রাগুক্ত, একই পৃষ্ঠা ; বজলুল মজহুদ, খ. ৪, পৃ. ১৬২; আল-মুহাল্লা, খ. ৩, পৃ. ১২৯

১৪২ সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৩৯

১৪৩ সহীহুল বুখারী, কিতাবুস সালাত: বাবু হাল 'আলা মান লাম ইয়াশহাদিল জুমু'আহ গুসলুন মিনান নিসা ওয়াস সিবয়ান ওয়া গাইরিহিম, খ. ১, পৃ. ২১৪

তুমি জান 'উমার (রা) তা পছন্দ করেন না এবং মর্যাদাহানিকর মনে করেন? 'উমার (রা)-এর স্ত্রী বললেন: আমাকে নিষেধ করতে তাকে কে বাধা দেয়? তিনি বললেন: তাঁকে বাধা দেয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণী আল্লাহ্‌র বাঁদীকে আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না।[১৪৪] ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠায় 'উমার (রা) অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। জামা'আতে হাজির হওয়ার অজুহাতে অপ্রীতিকর ও অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু সংঘটনের ব্যাপারে তিনি খুবই সাবধান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিষেধাজ্ঞার কারণে তিনি মহিলাদেরকে মসজিদে গমণে বাধা দেননি। তবে অবাধ মেলামেশা রোধে তিনি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি মসজিদে মহিলাদের পৃথক প্রবেশদ্বার ও অযুর ব্যবস্থা করেন। তাঁর স্ত্রী 'আতিকা বিনত যায়িদ ইবন 'আমর তাঁর পেছন পেছন মসজিদে গমণ করতেন, জামা'আতে নামায আদায় করার জন্য। যেদিন 'উমার (রা) ছুরিকাহত হন সেদিনও 'আতিকা মসজিদে ছিলেন।[১৪৫] 'উমার (রা) অপছন্দ করলেও তাঁকে মসজিদে গমণে বাধা দেননি। কারণ তিনি জানতেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমণীদেরকে মসজিদে গমণে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ওপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশ-নিষেধকে প্রাধান্য দিতেন- এটি তারই প্রমাণ।

মহিলাদেরকে মসজিদে গমণে বাধা দেয়ার প্রতিজ্ঞা করায় ইবনু 'উমার (রা) তাঁর পুত্রকে শাসন করেছিলেন।

যেসব সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন ইবনু 'উমার (রা) তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদেরকে মসজিদে গমণের অনুমতি সংক্রান্ত হাদীসটি তিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁর এক পুত্র এ হাদীস জানা থাকা সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিক অবস্থার বিচারে মহিলাদের মসজিদে গমণের বাধা দেয়ার সংকল্প করলে তিনি তাকে শাসন করেছিলেন:

عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها.

قال: فقال: بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله، فسبه سبا سيئا، وقال: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعن!

---

১৪৪ প্রাগুক্ত, একই পৃষ্ঠা

১৪৫ আল-মুহাল্লা, খ. ৩, পৃ. ১৩৯

ইবনু শিহাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে সালিম ইবনু 'আবদিল্লাহ [ইবনু 'উমার] সংবাদ দিয়েছেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কাছে মসজিদে গমণের অনুমতি চাইলে তোমরা তাদেরকে মানা করো না।' সালিম বলেন, [এ কথা শুনে ইবনু 'উমারের এক পুত্র] বেলাল ইবনু 'আবদিল্লাহ বললেনঃ আল্লাহ্র কসম! আমরা অবশ্যই তাদেরকে [মসজিদে গমণে] বাঁধা দেব। সালিম বলেন, [এ কথা শুনে] আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) পুত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর তাকে কঠোর ভাষায় বকা দিলেন আর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী তোমাকে জানাচ্ছি আর তুমি বলছ, 'আমরা অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে গমণে বাধা দেব![১৪৬]

উপর্যুক্ত ঘটনার বিবরণ সহীহ মুসলিম, সুনানু আবি দাউদ ও সুনানুত তিরমিযীসহ অন্যান্য সংকলনে পাওয়া যায়। অধিকাংশ বর্ণনায় ইবনু 'উমারের প্রতিবাদী ছেলেটির নাম এসেছে বেলাল। কোন বর্ণনায় দেখা যায় তাঁর নাম ওয়াকিদ। যে যুক্তিতে তিনি মহিলাদেরকে মসজিদে গমণে বাধা দিতে চেয়েছিলেন সে বিবরণও আছে কতক বর্ণনায়ঃ إذن يتخذنه دغلا 'তাহলে তারা ফাসাদ সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করবে।' পুত্রের এ আশঙ্কা যৌক্তিক হলেও ইবনু 'উমার (রা) তাকে শাসন করেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিপরীতে কোন যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়া যায় না। পুত্রটির সাথে ইবনু 'উমার (রা) আমৃত্যু কথা বলেননি। খুব সম্ভবত এ ঘটনার অব্যবহিত পরে তাঁদের একজনের মৃত্যু হয়।[১৪৭]

মহিলাদের মসজিদে যেতে মানা না করার এই নির্দেশকে অনেকে অবশ্য-পালনীয় নয় বলে মন্তব্য করেছেন। অবশ্য আল-'উছাইমীন, ইবনু 'উমার ও তদীয় পুত্রের ঘটনা উল্লেখ করে দাবী করেছেন যে এটি অবশ্য-পালনীয় নির্দেশ অর্থাৎ কোন মহিলা, ইসলামী শিষ্টাচার মেনে তার স্বামী বা উপযুক্ত অভিভাবকের কাছে নামায আদায়ে মসজিদে গমণের অনুমতি চাইলে তাকে নিষেধ করা হারাম হবে।[১৪৮]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা, সাহাবায়ে কিরামের কর্মনীতি, ইমামগণের মতামত ও আমাদের সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে মহিলাদের মসজিদে গমণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিন-রাতের যে কোন সময় যে কোন বয়সের মহিলাদেরকে মসজিদে গমণের

---

১৪৬ সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাতঃ বাবু খুরূযিন নিসা ইলাল মাসাজিদ, খ. ১, পৃ. ৩৩৮; আল-মুহাল্লা, খ. ৩, পৃ. ১২৯-৩০

১৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮-৩৯

১৪৮ আল-'উছাইমীন, আশ-শারহুল মুমতি' 'আলা যাদিল মুসতাকনি' (রিয়াদঃ মুআসসাসাহ আসাম ১৯৯৫), খ. ৪, পৃ. ২৮৪

অনুমতি দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মসজিদে নববীতে এ অনুশীলন চালু ছিল। তাঁর ওফাতের পরও এ অনুশীলন অব্যাহত ছিল। দ্বিতীয় খালিফা 'উমার (রা) মহিলাদের মসজিদে গমণ পছন্দ না করলেও তা বন্ধ করেননি। অবাধ মেলামেশার দ্বার বন্ধের জন্য কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন; তিনি মহিলাদের জন্য পৃথক ওযু ও প্রবেশদ্বারের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তী খালিফাদের সময়ও মহিলাদের মসজিদে উপস্থিতি অব্যাহত ছিল। সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর যুগের শেষের দিকে মহিলাদের সাজগোজ প্রদর্শনের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় অনেকে তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিতেন। 'আয়িশার (রা) উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়: 'এ কালের রমণীরা সাজগোজের যে বাহার আবিষ্কার করেছে তা দেখলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করতেন।' এটি অবশ্য 'যদি-তবে' নির্ভর উপপ্রমেয়মূলক মন্তব্য। সীরীন তনয়া হাফসার হাদীস থেকেও বুঝা যায় তাঁরা মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিরুৎসাহিত করতেন। তবে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশনার কারণে মহিলাদেরকে মসজিদে গমণে বারণ করতেন না।

ফিকহী মাযহাবসমূহের প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দের সাধারণ মনোভাব এই যে তাঁরা যুবতী ও সুন্দরী মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেননি। এমনকি বৃদ্ধারা যদি সুগন্ধি মেখে সাজগোজ প্রদর্শন করে বেড়ায় তবে তাদেরকেও মসজিদে যেতে বারণ করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে ফিতনার আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে।

ফিকহী ধারার প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ যে ফিতনার আশঙ্কা উল্লেখ করেছেন তা বর্তমান যুগে লাগামহীন পর্যায়ে পৌছেছে। হত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই ও অপহরণের মত অপরাধগুলো এখন ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া অবাধ মেলামেশার সুযোগে পারস্পরিক সম্মতিতে তরুণ-তরুণীরা যা করে তাতে অনেক ক্ষেত্রে প্রাক-যিনা ছাড়িয়ে যিনা'র পর্যায়ে পৌছে যায়। এখন, চারিত্রিক ও নৈতিক পতনের যুগে রমণীদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া যাবে কীনা?

একদল 'আলিম এ ব্যাপারে খুবই কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেন; তাঁদের মতে মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে ফিতনা বিস্তারের কোন প্রয়োজন নেই। এঁরা বলেন, মহিলারা হাটে-বাজারে স্কুল-কলেজ, কল-কারখানাসহ নানা জায়গায় বিচরণ করে। তবে এসব স্থানে তারা ইবাদাত পালন করতে যায় না। ইবাদাত পালনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে অনাসৃষ্টি মেনে নেয়া যেতে পারে না।

আমরা মনে করি মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে এ মনোভাব বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিতে বলেছেন, তিনি তাদেরকে-এমনকি ঋতুবতী রমণীকেও- ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে মুসলিমদের কল্যাণ কামনায় শরীক হতে বলেছেন। এ নির্দেশনাসমূহের কোনটি কাল-সংশ্লিষ্ট নয়। ধর্ষণের চেয়ে বেশি মারাত্মক ফিতনা হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মসজিদে নামায আদায় করতে গিয়ে এক মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন। তবুও তিনি মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করেননি। ফিতনার আশঙ্কায় মহিলাদেরকে মসজিদে গমণে বাধা দেয়া সমীচীন হবে না। দুয়ার বন্ধ করলে প্রলয় থামে না। রমণীদেরকে মসজিদে গমণে বাধা দেয়া ফিতনা দূর করার উপায় নয়। আজকাল মহিলারা নানাকাজে ঘরের বাইরে যায়। কোন ক্ষেত্রে কারো অনুমতি নেয়ার বালাই নেই। মার্কেটে গেলে মনে হয় এটি একটি নারীস্থান, পুরুষরা সেখানে অপাংক্তেয়, উচ্ছিষ্ট। এমতাবস্থায় শুধু মসজিদে গমণে বাধা দেয়া মোটেও যৌক্তিক হবে না।

ফিতনার বিষয়ে অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমনি এ বিষয়ে চূড়ান্ত উদাসীনতাও কাম্য নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় মহিলারা পুরুষদের সাথে মসজিদের একই কক্ষে নামায আদায় করতেন। রাসূল শারি' ছিলেন, ওহীর নির্দেশনার আলোকে যে কোন সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান তিনি দিতে পারতেন। বর্তমান সময়ে অনেক মসজিদে পৃথক প্রবশদ্বারসহ মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। পৃথক ব্যবস্থা না থাকলে মহিলাদের মসজিদে গমণ সমীচীন হবে না। একই ফ্লোরে পর্দা দিয়ে মহিলাদের জন্য আলাদা স্থান নির্ধারণ করা যেতে পারে। আবার তাদের জন্য পৃথক ফ্লোরের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

'বর্তমান যুগে মহিলারা মসজিদে যেতে পারবে কীনা' এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে শায়খ বিন বায ও তার পরিষদ নিম্নরূপ জবাব দিয়েছিলেন:

يجوز للمرأة أن تصلى بالمسجد في هذا الزمان وغيره..

ولكن عليها أن تحافظ على آداب الإسلام من ستر عورتها وعدم مس الطيب عند خروجها وعدم الاختلاط.

এই যুগে এবং অন্য যুগেও মসজিদে মহিলাদের নামায আদায় বৈধ। .. তবে তাদের উচিত সতর ঢাকা, বের হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার না করা, পুরুষের সাথে না মেশার মত ইসলামী শিষ্টাচার বজায় রাখা।[১৪৯]

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মহিলাদেরকে আতর মেখে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন:

أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله أنه قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة.

যায়নাব আল-ছাকাফিয়্যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের

---

১৪৯ বিন বায ও পরিষদ, ফাতওয়া খ. ৭, পৃ. ৩৩৩

কেউ 'ইশার নামাযে অংশগ্রহণ করতে চাইলে সে রাতে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।[১৫০] এ নিষেধাজ্ঞা নামায আদায়ের পূর্বে বলবৎ থাকবে। নামায আদায়ের পর বাসায় ফিরে সুগন্ধি ব্যবহার করলে তাতে কোন অসুবধা নেই।
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আরো বলেছেন,

أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة.

'কোন রমণী সুগন্ধি ব্যবহার করলে সে যেন আমাদের সাথে শেষ 'ইশার নামাযে অংশগ্রহণ না করে।'
সুগন্ধি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলোতে রাতের নামাযের কথা বলা হয়েছে, এটা হতে এ ধারণা করার কোন কারণ নেই যে মহিলারা দিনের নামাযে সুগন্ধি মেখে যেতে পারবে। সেকালে মহিলারা সাধারণত রাতে সুগন্ধি ব্যবহার করত; দিবাবসানে কর্মব্যস্ত স্বামী ঘরে ফিরতেন, মহিলারা তাই রাতে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশনা দিয়েছেন কেউ নামাযে আসতে চাইলে সুগন্ধি যেন ব্যবহার না করে। আগেই যেমনটি বলা হয়েছে নামায হতে ফিরে সুগন্ধি ব্যবহার করলে কোন অসুবিধা নেই।

মহিলাদের জন্য ঘরে নামায আদায় করা উত্তম না মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামা'আতে নামায আদায় করা উত্তম?

পূর্বের আলোচনা হতে কিছু বিষয় পরিষ্কার হয়েছে:

ক. মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামা'আতে নামায আদায় করা মহিলাদের জন্য ওয়াজিব/সুন্নাতে মুআক্কাদা নয়;
খ. মহিলাদের স্বতন্ত্র জামা'আত শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমোদিত;
গ. মহিলারা ইসলামী শিষ্টাচার বজায় রেখে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে যেতে চাইলে তাঁদেরকে বাধা দেয়া যাবে না।

এগুলো মোটামুটি মীমাংসিত বিষয়। প্রশ্ন হল: মহিলাদের জন্য ঘরে নামায আদায় করা উত্তম না মসজিদে গিয়ে জামা'আতে নামায আদায় করা উত্তম [মনদূব]?
এ বিষয়ে 'আলিমগণের মাঝে তেমন কোন মতভেদ নেই। চার ইমামসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিমদের মতে মহিলাদের ঘরে নামায পড়া উত্তম। তাঁদের এ মতের পক্ষে বেশ কিছু হাদীস উল্লেখ করা হয়। প্রতিনিধিত্বশীল মুজতাহিদগণের মাঝে ইবনু হাযম এ মতের বিরোধিতা করেছেন। তিনি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় দাবি করেছেন, মহিলাদের জন্য মসজিদে নামায আদায় করা ঘরে নামায আদায় করার চাইতে উত্তম। যেসব হাদীসের ভিত্তিতে মহিলাদের জন্য ঘরে নামায পড়া উত্তম বলে দাবী করা হয় ইবনু হাযম সেগুলো পর্যালোচনা করেছেন।

---

১৫০ সহীহ মুসলিম , খ. ১, পৃ. ৩৪

ঘর-ই মহিলাদের নামায আদায়ের জন্য অধিক উত্তম স্থানঃ এ-সংক্রান্ত হাদীসের পর্যালোচনা

لا تمنعوا إماءكم المساجد وبيوتهن خير لهن

ক. 'তোমাদের স্ত্রীদেরকে মসজিদে যেতে মানা করো না; তবে ঘর-ই তাদের জন্য উত্তম।'[১৫১]

সনদঃ উছমান ইবনু আবি শায়বা→ইয়াযিদ ইবনু হারুন→আল-'আওওয়াম ইবনু হাওশাব→হাবীব ইবনু আবি ছাবিত→ইবনু 'উমার।

একই ভাষায় আল-হাকিম মুসতাদরাকে[১৫২] এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং এটি সহীহাইনের শর্তে সহীহ বলে দাবী করেছেন; আল-বুখারী[১৫৩] ও মুসলিম[১৫৪] বর্ণনাটি এনেছেন। তবে দুই পুরোধার বর্ণনায় হাদীসের দ্বিতীয় অংশটি [' তবে ঘর-ই তাদের জন্য উত্তম'] নেই। আল-নওয়াবী ও আল-হাফিজ আল-'ইরাকী বলেন হাদীসটি সহীহ। তবে আল-'ইরাকী যোগ করেন বুখারীর শর্তে সহীহ। ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসটি সহীহ হওয়ার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন; তাঁর মতে, হাবীব ইবনু আবি ছাবিত এই হাদীসটি ইবনু 'উমার (রা) থেকে শুনেছেন, এমন কোন তথ্য তাঁর জানা নেই।[১৫৫] আল-আলবানী বলেন, 'হাবীব ইবনু আবি ছাবিতের ব্যাপারে তাদলীসের অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া ইবনু 'উমার হতে তিনি عنعنة পদ্ধতিতে[১৫৬] বর্ণনা করেছেন। এ ক্রটি দু'টি না থাকলে আমি এটিকে সহীহাইনের শর্তে সহীহ বলে গণ্য করতাম। তবে এ হাদীসের কয়েকটি শাহিদ থাকায় এটিকে সহীহ লিগাইরিহি[১৫৭] বলা যায়।'[১৫৮] আমিনা ওয়াদুদ-সমর্থক নেভিন রেজা এ হাদীসের দ্বিতীয় অংশকে ইদরাজ বলে সন্দেহ করেছেন।

---

১৫১ বজলুল মজহূদ (সুনানু আবি দাউদসহ), খ. ৪, পৃ. ১৬২

১৫২ মুস্তাদরাকে হাকিম, পৃ. ২০৯

১৫৩ সহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ২১৪

১৫৪ সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৩৮

১৫৫ সহীহু ইবনি খুযাইমা, কিতাবুল ইমামাহ ফিস সালাতঃ বাবু ইখতিয়ারি সালাতল মারআতি ফি বাইতিহা, হাদীস নং ১৬৮৩;
http://www.al-eman.com;

১৫৬ قول الراوي فلان عن فلان যে হাদীসে রাবী বলেন 'অমুক হতে অমুক বর্ণনা করেছেন' তাকে হাদীস মু'আন'আন বলে। [ড. মাহমূদ আত-তাহান, তাইসীর মুসতালাহিল হাদীস (আলেকজান্দ্রিয়াঃ মারকাযুয হুদা লিদ-দিরাসাত ১৪১৫ হি.), পৃ. ৬৭]

১৫৭ সহীহ লিগাইরিহীর সংজ্ঞা দিতে হলে সহীহ কি তা জানতে হবে; এজন্য পারস্পরিক নির্ভরশীল সংজ্ঞগুলো একত্রে উলেস্নখ করা হলঃ
ক. সহীহ লিযাতিহিঃ ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণস্মরণশক্তির অধিকারী রাবীর মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) সনদে বর্ণিত হাদীসকে সহীহ লিযাতিহী বলে।
খ. হাসান লিযাতিহিঃ ন্যায়পরায়ণ, কিন্তু পূর্ণস্মরণশক্তির অধিকারী নয়, এমন রাবীর হাদীসকে হাসান লিযাতিহি বলে।

عن عبد الله عن النبي قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في بيتها

খ. আবদুল্লাহ [ইবনু মাস'উদ] হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মহিলাদের জন্য কক্ষে[১৫৯] নামায আদায় করা হলঘর/বারান্দায় নামায আদায় করার চাইতে উত্তম আর শয়নকক্ষে নামায আদায় করা অন্য কক্ষে নামায আদায় করার চাইতে উত্তম। [১৬০]

সনদঃ

ইবনুল মুছান্না→'আমর ইবনু 'আসিম→হুমাম→কাতাদা→মুওয়াররিক→আবুল আহওয়াস→আবদুল্লাহ ইবনু 'মাস'উদ।

আল-হাকিম (১/২০৯), আল-বায়হাকী (৩/১৩১), ও ইবনু খুযাইমা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[১৬১] ইবনু খুযাইমা সনদের ব্যাপারে মৃদু সমালোচনা করেছেন। এ হাদীসের অন্যতম রাবী কাতাদা, মুওয়াররিকের সূত্রে আবুল আহওয়াস থেকে শুনেছেন কীনা তিনি নিশ্চিত নন; কারণ কাতাদা মাঝে মাঝে তাঁর ও আবুল আহওয়াসের মাঝে মুওয়াররিকের নামোল্লোখ করেন, আবার মাঝে মাঝে করেন না। এ বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে কাতাদা ও আবুল আহওয়াসের মাঝে মুওয়াররিক নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন।[১৬২]

আল-হাকিম ও আয-যাহাবীর মতে হাদীসটি সহীহাইনের শর্তে সহীহ। তবে আল-আলবানী বলেন, এ দাবী সঠিক নয়; কারণ আবুল আহওয়াস হতে বুখারী তাঁর সহীহে কোন বর্ণনা আনেননি। বাস্তবতা হল এটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।[১৬৩]

গ. সহীহ লিগাইরিহি: হাসান লিযাতিহি যদি কয়েক সনদে বর্ণিত হয় তবে তা শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে সহীহ-এর পর্যায়ে পৌছে, এটি সহীহ লিগাইরিহি।

ঘ. হাসান লিগাইরিহি: জ'য়ীফ হাদীস নানাসূত্রে বর্ণিত হলে হাসান লিগাইরিহি-এর মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়। [মাহমূদ আত-তাহান, তাইসীর পৃ. ১০৬-১০৯]

১৫৮ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, সহীহ সুনানি আবি দাউদ (কুয়েত: মুআসসাসাহ গিরাস ২০০২), খ. ৩, পৃ. ১০৩-১০৫; নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, সহীহুত তাগরীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুস সালাত: বাবু তারগীবিন নিসা ফিস সালাতি ফি বুয়ুতিহিন্না; www.alalbany.net/alalbany_mawsoa.php

১৫৯ বাইত ও হুজরাহ শব্দ দুটি এ হাদীসে প্রচলিত অর্থে আসেনি; এখানে বাইত-এর অর্থ হল: কক্ষ। পক্ষান্তরে হুজরা-এর অর্থ হল ঘরের চত্বর বা বারান্দা বা হলঘর। দেখুন, http://www.islamqa.com/ar/ref/8868

১৬০ সাহারনপূরী, বজলুল মজহুদ (সুনানু আবি দাউদসহ) , খ. ৪, পৃ. ১৬৫

১৬১ সহীহ সুনানি আবি দাউদ, খ. ৩, পৃ. ১০৮

১৬২ সহীহ ইবনু খুযাইমা, কিতাবুল ইমামাহ ফিস সালাত: বাবু ইখতিয়ারি সালাতিল মারআতি ফি বাইতিহা, হাদীস নং ১৬৮৫

১৬৩ সহীহ সুনানি আবি দাউদ, খ. ৩, পৃ. ১০৮-০৯

উম্মু হুমাইদ নাম্নী জনৈকা আনসারী রমণী একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে গিয়ে অভিযোগ করে বললেন, আমরা আপনার সাথে নামায আদায় করতে চাই, কিন্তু আমাদের স্বামীরা আমাদেরকে মানা করে। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قال، فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها أظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل.

গ. আমি জানি তুমি আমার পেছনে নামায আদায় করতে পছন্দ কর। তবে তোমার জন্য কক্ষে নামায আদায় করা বারান্দায় নামায আদায়ের চেয়ে উত্তম, কক্ষে নামায আদায় করা বাড়িতে নামায আদায় করার চাইতে উত্তম, বাড়িতে নামায আদায় করা তোমার সম্প্রদায়ের মসজিদে নামায আদায় করার চাইতে উত্তম আর তোমার সম্প্রদায়ের মসজিদে নামায আদায় করা আমার মসজিদে নামায আদায় করার চাইতে উত্তম। বর্ণনাকারী বলেন, উম্মু হুমাইদের নির্দেশে তাঁর ঘরের নিভৃতে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে মসজিদ স্থাপিত হয়; মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎতক তিনি তথায় নামায আদায় করতেন।[১৬৪]

এ হাদীসের সনদের বিষয়ে ইবনু হাযম আপত্তি তুলেছেন; তাঁর মতে এর সনদে আবদুল হামিদ ইবন আল-মুনযির নামে এক রাবী রয়েছেন যিনি অজ্ঞাত। একজন অজ্ঞাত রাবী'র বর্ণনার ভিত্তিতে বিশ্বস্ত রাবীদের বর্ণনাসমষ্টিকে অগ্রাহ্য করা যায় না।[১৬৫] তবে ইবনু খুযাইমা এটিকে তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে তিনি দাবী করেছেন যে, মসজিদে নববীতে নামায আদায়ে অতিরিক্ত ফযিলতের যে কথা হাদীসে রয়েছে তা কেবল পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য।[১৬৬] আল-আলবানী এটিকে হাসান লিগাইরিহী বলে গণ্য করেছেন।[১৬৭]

عن السائب مولى أم سلمة زوج النبي عن النبي قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن

---

১৬৪ মুসনাদে আহমদ, খ. ৬, পৃ. ৩৭১; ইবনুল আছীর, উসুদুল গাবাহ, খ. ৫, পৃ. ৫৭৮; ইবনু হাজর, আল-ইসাবাহ, খ. ৮, পৃ. ২২৬; ইবনু 'আবদিল বার, আল-ইস্তি'আব, খ. ১, পৃ. ৭৯১; ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা, খ. ৩, পৃ. ১৩৩

১৬৫ আল-মুহাল্লা, খ.৩, পৃ. ১৩৬

১৬৬ সহীহু ইবনি খুযাইমা, হাদীস নং ১৬৮৯

১৬৭ আল-আলবানী, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুস সালাত: বাবু তারগীবুন নিসা ফিস সালাতি ফি বুয়ুতিহিন্না

ঘ. নবীপত্নি উম্মু সালামাহ (রা)-এর আযাদকৃত দাস আস-সাইব, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন, 'ঘরের নিভৃত অংশই হল মহিলাদের সর্বোৎকৃষ্ট মসজিদ।'[১৬৮]

সনদঃ আবু তাহির→আবু বকর→য়ূনুস ইবনু 'আবদিল আ'লা→ইবনু ওয়াহাব→'আমর ইবনুল হারিছ→দাররাজ আবুস সামহ→আস-সাইব।

ইবনু খুযাইমা বলেন, আমি আস-সাইব-এর ন্যায়পরায়ণতা বা প্রশ্নবিদ্ধতা সম্পর্কে কিছুই জানি না।[১৬৯] এ হাদীসটি আহমাদ, আত্ তাবারানী (আল-কাবীর-এ) এবং আল-হাকিমও বর্ণনা করেছেন। আত্ তাবারানীর সনদে ইবনু লাহিয়া রয়েছেন, যার ব্যাপারে কথাবার্তা আছে। আল-হাকিম অবশ্য বলেছেন এর সনদ সহীহ। আল-আলবানী এটিকে হাসান লিগাইরিহী-এর পর্যায়ভুক্ত করেছেন।[১৭০]

قالت عائشة: لو أدرك رسول الله ما احدث النساء، لمنعهن، كما منعت نساء بني اسرائيل. قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم.

ঙ. 'আয়িশা (রা) বলেন, মহিলারা যা আবিষ্কার করেছে [সাজগোজ ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের ব্যাপারে] তা যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখতেন তবে তাদেরকে [মসজিদে গমণে] বাধা দিতেন যেমন বনী ইসরাঈলের রমণীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। আমি [ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ] 'আমরাকে বললামঃ তাদেরকে কি নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

এ হাদীসটি আল-বুখারী[১৭১], মুসলিম[১৭২], আবু দাউদ[১৭৩], আল বায়হাকী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন। মাওকূফ হাদীসটির সনদের বিশুদ্ধতা প্রশ্নাতীত।[১৭৪]

'মহিলাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মসজিদ হল তাদের গৃহকোণ'- এ বক্তব্যের সমর্থণে আরো অনেক বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায়। এ হাদীসগুলির ভিত্তিতে ইমাম চতুষ্টয়সহ অধিকাংশ 'আলিম বলেন, মসজিদে নামায আদায় করার চাইতে ঘরে নামায আদায় করা মহিলাদের জন্য উত্তম।

ইবনু হাযম বলিষ্ঠ কণ্ঠে উপর্যুক্ত মতের বিরোধিতা করেছেন। একটু আগে উল্লেখিত হাদীসসমূহের সনদে ক্রটি ধরার চেষ্টা করেছেন। এতে তিনি সফল হননি। আল-

---

১৬৮ সহীহু ইবনি খুযাইমা, হাদীস নং- ১৬৮৩

১৬৯ সহীহু ইবনি খুযাইমা, কিতাবুল ইমামাহ ফিস সালাতঃ বাবু ইখতিয়ারি সালাতল মারআতি ফি বাইতিহা, হাদীস নং ১৬৮৩;

১৭০ আল-আলবানী, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুস সালাতঃ বাবু তারগীবুন নিসা ফিস সালাতি ফি বুয়ূতিহিন্না

১৭১ সহীহুল বুখারী, কিতাবুস সালাত; বাবু ইনতিযারিন নাসি কিয়ামাল ইমামিল 'আদিল, খ. ১, পৃ. ২০৮

১৭২ সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাতঃবাবু খুরূজিন নিসা ইলাল মাসাজিদ, খ.১, পৃ. ৩৪০

১৭৩ বজলুল মজহুদ (সুনানু আবি দাউদসহ), খ. ৪, পৃ. ১৬৪

১৭৪ আল-আলবানী, সহীহ সুনানি আবি দাউদ, খ. ৩, পৃ. ১০৭-০৮

মুহাল্লার টীকাকার তাঁর ব্যর্থতাসমূহ তুলে ধরেছেন। ইবনু হাযম 'আয়িশার (রা) হাদীসটি সবিস্তারে পর্যালোচনা করেছেন এবং নানা সাফাইয়ের ফাঁকে এর ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন।

ইবনু হাযম নানাবিধ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে 'আয়িশা (রা)-এর উক্তিতে মহিলাদের মসজিদে গমণের বিপক্ষে কোন যুক্তি নেই।

'আয়িশার (রা) উক্তির বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা শেষে ইবনু হাযম আরেকটি বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেন,

> আমরা দেখলাম, মসজিদে ও ঈদগাহে মহিলাদের গমণ করা একটি অতিরিক্ত কাজ, ভোরে, অন্ধকারে, কঠিন গরমে আর তীব্র শীতে, রোদে পুড়ে আর বৃষ্টিতে ভিজে। এখন বিরোধীরা [সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম] বলছেন, মহিলাদের জন্য ঘরে নামায পড়া উত্তম। তাহলে অতি অবশ্যই দু'টি অবস্থা হবে: (ক) মসজিদে নামায আদায় ও বাসায় নামায আদায় সমান মর্যাদাপূর্ণ হবে, সেক্ষেত্রে মসজিদে গমণের অতিরিক্ত আমলটুকু অনর্থক ও অমূলক হবে। তারা কিন্তু এটা বলে না। (খ) অথবা মসজিদে নামায আদায় করা বাড়িতে নামায আদায় করার চেয়ে কম ফজিলতের হবে যা তারা বলে। তাহলে মসজিদে গমণের পুরো আমলটুকু পাপ ও ফজিলত হানিকর বলে বিবেচিত হবে। কারণ অতিরিক্ত 'আমলের জন্য নামাযের ফজিলত তখনই কম হবে যখন সেই অতিরিক্ত আমলটি হারাম হয়। মসজিদে নামায আদায় কম মর্যাদাপূর্ণ হচ্ছে মসজিদে গমণের কারণে; অতএব ফজিলত হানিকর মসজিদে গমণ করার কাজটি পাপকাজ।
>
> কিন্তু পুরো দুনিয়াবাসী একমত যে, আমৃত্যু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদেরকে তাঁর মসজিদে গমণে বাধা দেননি। ন্যায়বান খালিফারাও না। তাহলে প্রমাণিত হল [মহিলাদের মসজিদে গমণের] আমলটি মনসূখ [রহিত] নয়। কোন সন্দেহ নেই এটি একটি পুণ্যকাজ; অন্যথায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদেরকে এমন কাজ করতে দিতে পারেন না যাতে কোন উপকার নেই, বরং আছে ক্ষতি। এটি কল্যাণ কামনা [নসিহত] নয়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, الدين النصيحة দীন হল কল্যাণ কামনা। বরং তিনি তাঁর উম্মাতের জন্য সবচেয়ে বড় শুভার্থী। তিনি মহিলাদের মসজিদে গমণের ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন, وليخرجن تفلات অতএব মহিলাদের মসজিদে গমণ কমসে কম মনদূব হওয়া উচিত।[১৭৫]

ইবনু হাযমের বক্তব্যের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। আমরা এখানে কেবল এতটুকু বলতে চাই যে, যুক্তির চেয়ে সহীহ হাদীসের ওপর আমল করা অনেক বেশি

---

১৭৫ ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা, খ. ৩, পৃ. ১৩৮

গুরুত্বপূর্ণ। 'মহিলাদের জন্য ঘরে নামায আদায় করা উত্তম' এই দ্যোতনাজ্ঞাপক অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। আল-আলবানীসহ অন্যান্য হাদীসবিশারগণ হাদীসগুলোকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন। কেবল যুক্তির ওপর নির্ভর করে এতগুলো সহীহ হাদীস বর্জন করা যেতে পারে না।

'মহিলাদেরকে মসজিদে গমণের অনুমতি প্রদান' এবং 'ঘরে নামায আদায় করা মহিলাদের জন্য উত্তম' এই দুই প্রকারের হাদীসের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কোন মহিলা ইসলামী শিষ্টাচার মেনে নামায আদাযের জন্য মসজিদে গমণের অনুমতি চাইলে তাকে নিষেধ করা যাবে না। তবে ভিন্ন কোন প্রয়োজন বা উপকারিতা না থাকলে মহিলাদের জন্য ঘরে নামায আদায় করা উত্তম। আজকাল নানাকাজে মহিলারা বাড়ির বাইরে গমন করে। বাইরে অবস্থানকালে নামাযের সময় হলে বাড়িতে ফেরার জন্য অপেক্ষা না করে আশপাশের কোন মসজিদে নামায আদায় করা শ্রেয়। বর্তমানে মুসলিম সমাজ এতটাই শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে যে অনেক মুসলিম পরিবারে ছেলে-মেয়েদেরকে নামায-রোযার মত ফরয ইবাদাত পালনের শিক্ষা পর্যন্ত দেয়া হয় না। কোন মুসলিম রমণী যদি মসজিদে গিয়ে নামায আদায়ের পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায় তবে তার জন্য অবশ্যই মসজিদে নামায আদায় করা উত্তম। কোন জনপদে নারীরা মসজিদে যেতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কম্যুনিটি ও মসজিদ কমিটির অনেক করণীয় রয়েছে। নারীদের জন্য পৃথক প্রবেশদ্বার ও অযুখানার ব্যবস্থা করা উচিত। তেমনিভাবে তাঁদের নামায আদায়ের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা রাখা উচিত। পৃথক ব্যবস্থা না থাকলে কিছুতেই মহিলাদের মসজিদে যাওয়া উচিত হবে না।

উপসংহার

নামাযে মহিলাদের ইমামতির নানাদিক নিয়ে এ রচনায় সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাচনিক ও কার্যমূলক সুন্নাহ, সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর অনুশীলন ও ইমামগণের মতামতের ভিত্তিতে বলা যায় সর্ব-পুরুষ বা নারী-পুরুষের সম্মিলিত জামা'আতে নারীর ইমামতি বৈধ নয়। তবে মহিলাদের স্বতন্ত্র জামা'আতে তাদের সমশ্রেণীর ইমামতি বৈধ। নামাযের জামা'আতে অংশগ্রহণের জন্য মহিলাদের মসজিদে গমণ সম্পর্কেও সম্যক আলোকপাত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশনা দিয়েছেন যে, মসজিদে যেতে চাইলে মহিলাদেরকে যেন বারণ করা না হয়; তবে ঘরে নামায আদায় করা করা তাদের জন্য উত্তম।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা অনুসরণ করা একজন মু'মিনের ওপর অবশ্য-কর্তব্য। কোন বিষয়ে পূর্ব ধারণা প্রতিষ্ঠা করার মানসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী বিকৃত করা বা জোরপূর্বক ভিন্নব্যাখ্যা দেয়া সমীচীন নয়। ■

বরাত

ক. আল-কুরআনুল কারীম

খ. *সহীহুল-বুখারী*, (কায়রোঃ দারুত তাকওয়া ২০০১)

সহীহ মুসলিম, (কায়রোঃ দারুল হাদীস ১৯৯৭)

জামি'উত তিরমিযী (বৈরুতঃ দারু ইহয়াউত তুরাছিল আরাবী ১৯৯২)

সুনানুত তিরমিযী (কায়রোঃ মাতবা'আতুল মাদানী ১৯৬৪)

সুনান আবি দাউদ, (বৈরুতঃ দারুল জীল, তাবি)

আল-বাইহাকী, *আস্ সুনানুল কুবরা* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা ১৯৯৯)

সুনান আল-দারাকুতনী, (বৈরুতঃ দার আল-ফিকর ১৯৯৪)

মুসতাদরাক আল-হাকিম, মাকতাবাহ শামিলা হতে

মুসনাদ আহমাদ, মাকতাবাহ শামিলা হতে

মুসান্নাফ ইবন আবি শাইবা, মাকতাবাহ শামিলা হতে

ইবনু আবি 'আসিম, *আল-আহাদ ওয়াল-মাছানী*, মাকতাবাহ শামিলা হতে

আল-তাবারানী, *আল-মু'জাম আল-কাবীর*, মাকতাবাহ শামিলা হতে

সহীহু ইবনি খুযাইমা, অনলাইন সংস্করণ http://www.al-eman.com

নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সহীহুত তাগরীব ওয়াত তারহীব*, www.alalbany.net/alalbany_mawsoa.php

নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দা'ঈফা ওয়াল মাওদু'আ* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ ১৯৯২)

আল-আলবানী, *সহীহ আবি দাউদ* (কুয়েতঃ দারু গিরাস ২০০২)

গ. আশ্ শাফি'ঈ, *কিতাবুল উম্ম* (কায়রোঃ বূলাক ১৩২১ হি.)

আল-মাওয়ার্দী, *আল-হাভী আল-কাবীর* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা ১৯৯৪)

আবদুর রহমান আল-জাযিরী, *কিতাবুল ফিক্হ 'আলাল মাযাহিবিল 'আরবা'আ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা ১৯৯৯)

ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা তাবি)

আল-'আইনী, *আল-বিনায়াহ (হিদায়াহ-সহ)*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা ১৯৯৯),

আল-কাসানী, *বাদাইউস সানাই'* (মিসরঃ মাতবাআ' শিরকাতিল মাতবু'আত আল-ইলমিয়্যা ১৩২৭ হি.)

ইবনু আবিদীন (মৌলভী করম আলী কৃত উর্দু অনুবাদ), *রদ্দুল মুখতার* (লক্ষ্ণৌঃ মুনশী নওল কিশোর ১৯০০)

ইবনু রুশদ আল-হাফীদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ* (কায়রোঃ মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী ১৯৯৩)

ইবনুল কায়্যিম আল-জুযিয়্যা, *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন* (কায়রোঃ দারুল হাদীস ১৯৯৩)

ইবনু হাযম, *আল-মুহাল্লা*, (কায়রোঃ ইদারাতুত তিবা'আহ আল-মুনীরিয়্যাহ ১৩৪৮ হি.)

ইবনু হাযম, *মারাতিবুল 'ইজমা*, অনলাইন সংস্করণ www.ibnhazm.net

আর-মারদাভী, *আল-ইনসাফ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা ১৯৯৭)

ইবনু তাইমিয়া, *মাজমূ'আতুল ফাতওয়া*

আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* (বৈরুতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ ১৯৯৬)

আস-সাবাকী, *তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যা* (কায়রোঃ দারু ইহয়াউল কুতুবিল 'আরাবিয়্যা তা.বি.)

লুইস মা'লুফ, *আল-মুনজিদ ফিল আ'লাম* (বৈরুতঃ দারুল মাশরিক ১৪২৩)

সাহারনপুরী, *বাজলুল মাজহুদ ফি হাল্লি আবি দাউদ* (মিরাটঃ মাতবা'আ নামী ১৩৪২ হি.)

সামছুল হক আল-আযীমাবাদী, *'আউন আল-মা'বূদ* (বৈরুতঃ দার আল-ফিকর ১৯৯৫)

ড. ওয়াহবাতুয যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী* (দামেশকঃ দারুল ফিকর ১৯৮৬)

ইবনু হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী* (কায়রো: দারুত তাকওয়া লিত তুরাছ ২০০০)
আবদুল্লাহ ইবনু বায ও কমিটির সদস্যবৃন্দ, *ফাতওয়াল লিজনাতিদ দাইমা লিল বুহুছিল ইসলামিয়্যা ওয়াল ইফতা* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী' ১৯৯৭)
আস-সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯
ইবন কুদামা আল-মাকদিসী, *আল-কাফী* (কায়রো: দারুল ইহয়ায়িল কুতুবিল 'আরাবিয়্যা)
আল-আমিদী, *আল-ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা ১৯৮০)
মুল্লা জিউন, *নূরুল আনওয়ার (আল-মানারসহ)* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরি ১৯৬৭)
ইমাম নওয়াবী, *আল-মজমু'*
ইবন মানযূর, *লিসানুল আরব* (বৈরুত: দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-আরাবী ১৯৯৭)
আল-ফীরূযাবাদী, *আল-কামূস আল-মুহীত* (বৈরুত: দার ইহয়া আল-তুরাছ আল-আরাবী ১৯৯৭)
'উমার ইবনু শাব্বাহ, *তারিখুল মদীনা*, ওয়েব সংস্করণ
আল-'উছাইমীন, *আশ-শারহুল মুমতি' 'আলা যাদিল মুসতাকনি'* (রিয়াদ: মুআসসাসাহ আসাম ১৯৯৫)
ড. মাহমূদ আত-তাহান, *তাইসীর মুসতালাহাতিল হাদীস* (আলেকজান্দ্রিয়া: মারকাযুয হুদা লিদ-দিরাসাত ১৪১৫ হি.)
সিলেটের জামি'আ কাসিমুল 'উলুমের ফাতওয়া
রেহনুমা আহমেদ, *ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠন* (ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড ২০০৬)
ঘ. Abu Yousuf Tawfique Chowdhury, *Women Leading men in Prayer* http://www.islamwakening.com/viewarticle.php?articleID=1212
http://www.pmuna.org/archives/the_womenled_prayer_initiative/index.php
http://www.islamonline.net/servlet/satellite?cid=1119503549588
http://www.islamtoday.com fatwa ID 34832
http://wwwpmuna.org/archives/2005/04hina_azams_crit.php#more
http://www.al-mawrid.org/Content?ViewArticle.aspx?articleID=159
http://www.arabnews.com/?page=4§ion=0&article=60721&d=20&m=3&y=2005
http://www.islamonline.net/servlet/satellite?cid=1119503549588
Nevin Reda, What Would the Prophet Do? The Islamic Basis for Female-led Prayer, http://www.pmuna.org/archives/2005/04hina_azam_crit.php.
Abdennur Prado, *About the Friday Prayer led by Amina Wadud,* http://www.pmuna.org/archives/2005/04/approvals_of_wo_php
http://www.arabnews.com/?=4§ion=0&article=60721&d=20&m=3&y=2005
http://www.pmuna.org/archives/2005/04approvals_of_wo.php
Hina Azam, *A Critique of the Arguments for Women-led Friday Prayers*; http://www.altmuslim.com/perm.php?id=1416_0_25_0_C
http://islamonline.net/servlet/satellite?cid=1119503549588&pagename=islamonline-english-Ask_scholar/ftwE/fatwaeasktheScholar
http://www.al-eman.com;
www.alalbany.net/alalbany_mawsoa.php
http://www.islamqa.com/ar/ref/8868

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN: 984-843-029-0 set